পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 32 Wednesday, 1 January, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা ❋ ১৫ পৌষ ১৪৩১, বুধবার, ১ জানুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

২৬-এর নির্বাচনের ওয়ার্মআপ! বছরের শুরুতেই নবান্নে বড় বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ নতুন বছরের শুরুতেই প্রশাসনিক বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২ জানুয়ারি নবান্ন সভাঘরে সেই বৈঠক হতে চলেছে। এই বৈঠকে সমস্ত জেলার ডিএম-এসপিরা ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকবেন। আর সভাঘরে উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন দফতরের সচিব এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। থাকবেন বেশ কয়েকজন মন্ত্রীও। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের এক বছর বাকি থাকতেই তার প্রস্তুতি শুরু করে দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন বছরের প্রথম থেকেই প্রশাসনকে আরও চাঙ্গা করতে তৎপর তিনি। সেই কারণে সময় নষ্ট না করেই জানুয়ারির ২ তারিখে এই প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছেন তিনি। সূত্রের খবর, সরকারি যে প্রকল্পগুলি চলছে তা নতুন বছরে সাধারণ মানুষের আরও কাছে কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় তা নিয়েই মূলত আলোচনা হতে পারে। পাশাপাশি ঘরে-ঘরে জল দেওয়ার যে কাজ চলছে সেই কাজে গতি বাড়াতেও নির্দেশ দিতে

পারেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে বাড়ি-বাড়ি জল দেওয়ার ইস্যুতে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের কাজে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মনে করা হচ্ছে, এই বৈঠকে একাধিক অফিসার ফের তাঁর ক্ষোভের মুখে পড়তে পারেন, আবার কেউ কাজের জন্য প্রশংসাও পেতে পারেন। এর পাশাপাশি সোমবারই সন্দেশখালির সভায় দাঁড়িয়ে মমতা ঘোষণা করেছিলেন নতুন বছরের শুরুর দিকেই দুয়ারে সরকার প্রকল্প হবে। সেই প্রকল্প কোথায় কোথায় করা যায়, সেই নিয়েও আলোচনা হতে পারে এই বৈঠকে। একই সঙ্গে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়েও বেশ কিছু নির্দেশ দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে আবাস নিয়ে বড় ঘোষণা করে ফেলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন বছরেও তা নিয়ে নতুন নির্দেশ দিতে পারেন তিনি বলে অনুমান করা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন আরও ১৬ লক্ষ মানুষকে বাড়ি দেবেন। নবান্ন সূত্রের খবর, সেই প্রেক্ষিতে ২০২৬ সালের আগেই যাতে বাড়ির প্রথম কিস্তির টাকা মানুষকে দেওয়া যায় তা নিয়ে বৈঠকে আলোচন করবেন তিনি। আগামী ২ তারিখ দুপুর ১টা নাগাদ এই বৈঠক হওয়ার কথা। সব মিলিয়ে স্পষ্ট, বছরের শুরুতেই নবান্নের এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

সন্দেশখালিতে দাঁড়িয়ে শুভেন্দুর ঘোষণা

মুসলিম এলাকায় বিজেপির কোনও ব্যাপার নেই

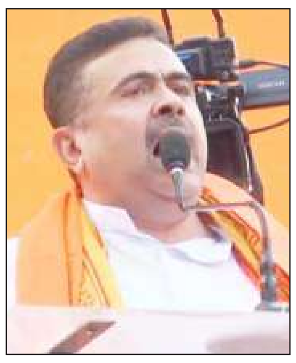

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ৩১ ডিসেম্বরঃ রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে ভোট শতাংশ ধরে রাখলেও আশানুরূপ ফল হয়নি বিজেপির। তার পর থেকেই রাজ্যে মুসলিম ভোট পাওয়ার আশা ছেড়ে হিন্দুভোটের মেরুকরণে নেমেছেন বিজেপি নেতারা। সন্দেশখালির সভা থেকে সরাসরি সেকথা বলেই দিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি বলেন, ''মুসলিম এলাকায় আমাদের ব্যাপার ট্যাপার নাই কিছু। সোজা কথা সোজা বলা ভালো।'' শুভেন্দু অধিকারীর এই ঘোষণার প্রভাব ভোটবাক্সে কী ভাবে পড়তে পারে তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এদিন সন্দেশখালির ত্রিমণি বাজারে সভা শেষে শুভেন্দু বলেন, ''আগামীকাল কল্পতরু উৎসব। আমাদের তো দেওয়ার কিছু নেই। আমি ৫ হাজার শীতবস্ত্র দিয়ে গেলাম শুভঙ্কর, রেখা পাত্রকে। আগামীকাল ২৮টা শক্তিকেন্দ্রে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ছবি টাঙিয়ে শীতবস্ত্র বিতরণ হবে। প্রান্তিক মানুষরা এটাকে দান হিসাবে নয়, উপহার হিসাবে নেবেন। ২৮টা শক্তিকেন্দ্র সন্দেশখালিতে এই কর্মসূচি একযোগে সকাল ১১টার সময় হবে। ২৮টা শক্তিকেন্দ্র মনে হিন্দুপ্রধান শক্তিকেন্দ্র। মুসলিম এলাকায় আমাদের ব্যাপার ট্যাপার নাই কিছু। সোজা কথা সোজা বলা ভালো। তুমি আমার আর আমি তোমার। ভোট নাই তো আমিও নাই।'' তবে গত বছর এই সময় লোকসভা ভোটের দামামা যখন বেজে গিয়েছে তখন রাজ্যে বিজেপির রণকৌশল ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। তখন প্রতিটি সভায় বিজেপি রাষ্ট্রবাদী মুসলিমদের সাথে রয়েছেন বলে উল্লেখ করতেন। বহু সভায় বা মিছিলে শুভেন্দু অধিকারীর ঠিক পাশে ধর্মীয় পোশাক পরা মুসলিম যুবকদের দেখা যেত। কিন্তু লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশ হলে দেখা যায় মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক পুরোপুরি গিয়েছে তৃণমূলের বাক্সে। মুসলিম অধ্যুষিত বুথগুলিতে বিজেপি প্রার্থীরা হাতে গোনা ভোটে পেয়েছেন। যার ফলে বিজেপির ভোট শতাংশ গত বিধানসভা নির্বাচনের থেকে লোকসভা ভোটে প্রায় সমান থাকলেও কমে গিয়েছে বিজেপির আসন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে এর পরই মুসলিম ভোট পাওয়ার আশা ছেড়ে হিন্দু ভোট মেরুকরণে জোর দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। লোকসভা ভোটের ফলের পরে যে মুসলিমদের পাশে বিজেপি নেই তা বার বার নানা মন্তব্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন শুভেন্দুরা। বলেছেন, মুসলিমরা মোদিজির দেওয়া চাল, ঘর, টিকা নেবেন কিন্তু ভোট দেবেন তৃণমূলকে। এবার সরাসরি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপির কোনও 'ব্যাপার নেই' বলে জানিয়ে দিলেন শুভেন্দু।

বাংলার মানুষ কেন তৃণমূলকেই চায়

বছরভরের বিভিন্ন ঘটনার ভিডিও পোস্ট করে ব্যাখ্যা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ সোমবারই সন্দেশখালির মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছিলেন, 'টাকা বিলিয়ে বাংলার ভোট কেনা যায় না। টাকার বিনিময়ে সন্দেশখালিকে কালিমালিপ্ত করা হয়েছিল তবু সন্দেশখালির মানুষ তৃণমূলের সঙ্গেই রয়েছে।' এবার ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে নিজের ফেসবুক পেজ থেকে বছরভর বাংলার বিভিন্ন ঘটনাকে সামনে রেখে কোলাজ তৈরি করে ১২ মিনিট ২৩ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৪ থেকে বিদায় জানানোর পাশাপাশি ২০২৫কে স্বাগত জানিয়ে পোস্টের ক্যাপশনে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'মা মাটি আর মানুষ নিয়ে বাংলা আছে ভাল, তৃণমূলের হাতেই থাকুক নতুন দিনের আলো।' ভিডিওর সূচনা হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা দিয়ে। ব্যাক স্ক্রিনে মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর, 'গঙ্গাসাগর মেলা আমাদের গর্ব এবং পৃথিবীর সব থেকে বড় মেলা এটা। প্রতিবারই প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ আসে এখানে।' কলকাতা বইমেলা থেকে শুরু করে সম্প্রীতির মিছিল, সবই উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'বাংলা আজ যা ভাবে, বিশ্বে আগামীকাল তা ভাবে। আমরা হারব না, আমরা

জিতবই।' কথা দিলে তিনি যে কথা রক্ষা করতেও জানেন, ভিডিওতে সেটাও স্পষ্ট করা হয়েছে। ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনায় কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে আন্দোলনের ঢেউ দিল্লি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে ফেব্রুয়ারিতে রেড রোডের ধর্না মঞ্চ থেকেই মমতা ঘোষণা করেছিলেন, কেন্দ্র টাকা না দিলে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকেই বকেয়া মজুরি মেটানো হবে। লোকসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী সেই টাকা তো মিটিয়েছেন, উপরন্তু ডিসেম্বরে আবাস যোজনায় ১২ লক্ষ পরিবারকে ঘর তৈরির প্রথম কিস্তির টাকাও দিয়েছেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিও যে স্রেফ কথা কথা ছিল না, তাও স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বাংলায় একমাত্র জায়গা যেখানে মহিলারা সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত। দেশজুড়ে ইন্ডিয়া জোট হলেও লোকসভা ভোটে বাংলায় একা লড়ে ২২ থেকে ২৯ এ পৌঁছেছে তৃণমূল। মমতার কথায়, 'নিজের জীবন দেওয়া ছাড়া বাকিটা কী রেখেছি। মানুষের ভালবাসা আর স্রেফ মনের জোরেই এই লড়াইটা লড়তে পারেছি।' ভিডিওয় একাধিকবার উঠে এসেছে, তৃণমূলের খেলা হবে জনপ্রিয় স্লোগানও। আরজিকর ইস্যুতে বাংলা যখন উত্তাল তখন ধর্ষকের ফাঁসির দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ধর্ষকের ফাঁসির দাবিতে বিধানসভায় বিল পাশ করিয়ে সেই বিল রাজ্যপালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছেন। এমনকি 'ইগো' দূরে সরিয়ে রেখে জুনিয়র ডাক্তারদের মঞ্চেও একাধিকবার পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, দিদি হিসেবে এসেছি। উপ নির্বাচন থেকে শুরু করে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব, পুরীর আদলে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরির উদ্যোগ থেকে ক্রিসমাস উৎসব, ভিডিওতে এভাবেই বছরভরের একাধিক ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে।

মোদির আমলে বিক্রি বেড়েছে 'বন্দুকের', রিপোর্ট তুলে ধরল খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বরঃ মোদির আমলে ছুটছে প্রতিরক্ষার গাড়ি। ভারতের তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র কিনছে গোটা বিশ্ব। গত দশ বছরে ভারতের প্রতিরক্ষা রফতানিতে আয় বেড়ে ছুঁয়ে ফেলেছে ২১ হাজার কোটি টাকার গন্ডি। যা মোদির আমলের আগে ছিল মোট ২ হাজার কোটির। এদিন সেনা আধিকারিকদের কাছে এমনই তথ্য তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি আরও বলেন, ''২০২৯ সালের মধ্যে ৫০ হাজার কোটি টাকার প্রতিরক্ষা রফতানি করবে ভারত।'' ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকা প্রতিরক্ষা রফতানির ব্যবসায় বিশ্বের একাধিক দেশকে রীতিমতো টেক্কা দিচ্ছে ভারত। প্রযুক্তির বদল, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এগিয়ে নিয়ে চলেছে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে, দাবি রাজনাথের। এদিন তিনি আরও বলেন, ''এক দশক আগেই প্রতিরক্ষা রফতানি গড় মূল্য ছিল ২ হাজার কোটি টাকা। যা দশ গুণ বৃদ্ধি ২০২৪ সালে পরিণত হয়েছে ২১ হাজার কোটি টাকায়। আর ২০২৯ সালের মধ্যে ভারতের প্রতিরক্ষা রফতানির পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০ হাজার কোটি টাকায়। ভারতের তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র ছড়িয়ে পড়বে গোটা বিশ্বে।'' তবে ভূরি ভূরি প্রশংসার পাশাপাশি রণনীতিতে আসন্ন বদল, সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করেন রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, ''প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে যুদ্ধের আদপ কায়দা। তলোয়ার কিংবা বন্দুক নিয়ে যুদ্ধে পরিবর্তে, মানুষ এখন হাতিয়ার করছে তথ্য প্রযুক্তিকেও। যুদ্ধে নীতি সাজাতে ব্যবহার করছে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তাকেও, যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে মহাকাশেও। আক্রমণ সাইবার নিরাপত্তাতেও। এই সবই যুদ্ধের আধুনিক সংযোজন। আর এই সকল জটিলতার সঙ্গে লড়তে সেনাদের হতে হবে আরও শক্তিশালী, আরও বুদ্ধিদীপ্ত।''

সাধুর ভেক ধরতে পারে জঙ্গি! মহাকুম্ভে নাশকতা রুখতে থাকছে এনএসজি কমান্ডো

লখনউ, ৩১ ডিসেম্বরঃ সাধুর ছদ্মবেশে জঙ্গিরা হানা দিতে পারে মহাকুম্ভে! এই আশঙ্কায় কোনও রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার। ভারততীর্থের মহামেলার নিরাপত্তায় তাই মোতায়েন করা হচ্ছে এনএসজি কমান্ডো বাহিনী এবং স্নাইপার প্লাটুন। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, কানাডাবাসী খলিস্তানি জঙ্গিনেতা গুরুপতবন্ত সিং পন্নুন মহাকুম্ভে হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছেন। বেশ কয়েকটি ইসলামি জঙ্গি সংগঠনেরও নিশানায় রয়েছে

প্রয়াগরাজের পূর্ণকুম্ভ। এই পরিস্থিতিতে শাহি স্নানের স্থান, মন্দির এবং গাড়ির 'পার্কিং লট'গুলির নজরদারিতে ২৬টি নাশকতা দমন টিম মোতায়েন করা হচ্ছে। থাকছে উত্তরাখণ্ড পুলিশের দু'টি বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিট। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কমান্ডো বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় আধাসেনার স্পেশাল ফোর্সের। এছাড়াও আকাশপথে নজরদারি চালাবে ড্রোন। থাকছে 'বুলেটপ্রুফ আউটপোস্ট'ও। সাধুর ছদ্মবেশে জঙ্গিরা হামলা চালাতে পারে, এই আশঙ্কায় সমস্ত আখড়া-সন্ন্যাসীদের আধার কার্ড সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও সঙ্গমস্থলের বিস্তীর্ণ জলরাশির পাহারাদারিতে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জলপুলিশের বিশেষ বাহিনীকে। এবারই প্রথম মেলা আয়োজনে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ব্যাপক হারে কাজে লাগানো হয়েছে। যোগী সরকারের তরফে তৈরি করা হয়েছে 'মহাকুম্ভ ল্যান্ড অ্যান্ড ফেসিলিটি অ্যালোকেশন' অ্যাপ। সেখানে এক ক্লিকেই জানা যাচ্ছে পুণ্যার্থীদের প্রয়োজনের যাবতীয় তথ্য। এই অ্যাপের মাধ্যমেই পরিষেবা মিলছে দ্রুত। মেলায় অংশগ্রহণের আবেদন করা যাচ্ছে অ্যাপেই। মেলাপ্রাঙ্গনে স্থান পাওয়া এবং পরিষেবা সংক্রান্ত অনুমোদনের মিলেছে কি না, তাও বলে দেবে অ্যাপ। প্রয়াগরাজে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে ৪০ কোটি পুণ্যার্থীর জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে এক অস্থায়ী নগরী। ১৫ বর্গমাইল এলাকায় গড়ে তোলা সেই অস্থায়ী নগরীর আয়তন নিউইয়র্ক নগরের ম্যানহাটান বরো এলাকার দুই-তৃতীয়াংশ। ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভারতে হিন্দু পুণ্যার্থীদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ।

হারিয়ে গেলে খুঁজে দিতে তৈরি হ্যাম রেডিও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ সাগরে এসে হারিয়ে গেলে খুঁজে দেওয়ার কাজ করে চলেছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে হ্যাম রেডিও। এবারও তাঁরা তৈরি হয়ে গেছে। এমনিতেই সারাবছর ধরে তাঁরা এই কাজ করে চলেছে বলে জানালেন হ্যাম রেডিওর ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস। ইতিমধ্যে সাগরে আসার পথে পথভুল করা এক বৃদ্ধার ঠিকানা খুঁজে বের করেছে তাঁরা। প্রতি বছর সাগর মেলায় এসে বা আসার পথে অনেকে পথভুলে হারিয়ে যান। তাদের খুঁজে পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে এবছর হারিয়ে গেলে হ্যাম রেডিও তাদের ঠিক খুঁজে বের করবে বলে জানালেন অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস। তিনি বলেন, ''আমরা হারিয়ে যাওয়া মানুষকে তাদের পরিবার পরিজনের হাতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর।''

বাংলাকে বড় উপহার রেলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ নতুন বছরে বাংলার জন্য সুখবর রেল। নতুন লোকাল ট্রেন পাচ্ছে এ রাজ্য। ১ জানুয়ারি থেকে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের বাড়ছে গতিবেগ। লোকাল ট্রেন পাচ্ছে নদিয়া। এছাড়াও সিঙুর লোকালের যাত্রাপথ হল বর্ধিত। নববর্ষের উপহার পাচ্ছেন নদিয়ার বাসিন্দারা। আগামী ১ জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগর থেকে রানাঘাট নতুন লোকাল ট্রেন চালু হতে যাচ্ছে। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে ছুটি স্পেশাল হিসাবে এই ট্রেনটি চালানো হচ্ছিল। তবে তা বিশেষ দিন উপলক্ষে। এবার এই ট্রেনটিকে নিয়মিত ভিত্তিক করে দেওয়া হল। মূলত যাত্রীদের দাবি মেনেই এই সিদ্ধান্ত। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিষয়টি জানালেন পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার উদয় ঝা। একইসঙ্গে, হাওড়া থেকে সিঙুর পর্যন্ত যাতায়াতকারী দু'টি লোকাল ট্রেনের যাত্রাপথ বর্ধিত করা হল।

চটি চাটা বলবে তার আবার শিল্পীসত্ত্বা? দলের অনুষ্ঠানে কোন শিল্পীদের 'বয়কট', জানালেন কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ তৃণমূলের অনুষ্ঠানে কোন কোন শিল্পীকে ডাকা যাবে না, তা স্পষ্ট করে দিলেন তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কুণালের কথায়, ''দলের তরফে কোনও শিল্পীকে বয়কট করার কথা বলা হয়নি। এটা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।'' এরপরই আরজি করের প্রসঙ্গ টেনে কুণাল বলেন, ''আরজি কর প্রসঙ্গে যে শিল্পীরা মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূলকে টার্গেট করে চূড়ান্ত কুৎসা করেছেন, কেবলমাত্র তাদের তৃণমূল পরিবারের কোনও অনুষ্ঠানে না ডাকার কথা বলা হয়েছে।'' নিজের দাবির স্বপক্ষে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন কুণাল। তাঁর কথায়, ''আরজি করে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। আমরা সবাই প্রতিবাদ করেছি। প্রতিবাদ করার, নিন্দা করার অধিকার সবার আছে। শিল্পীরা সেখানে থাকতেই পারেন। কিন্তু কয়েকজন শিল্পী মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের বিরুদ্ধে বাছাই করা কুৎসিত বিশেষণ ব্যবহার করে, মিথ্যে তথ্যের ভিত্তিতে কখনও সরকার ফেলে দেওয়ার ডাক, কখনও অমুকের গালে গালে জুতো মারো তালে তালে, কখনও বাংলাদেশের কায়দায় আন্দোলনের আওয়াজ তুলেছে। এসব অসভ্যতা যারা করেছে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি তৃণমূল পরিবারের কোনও অনুষ্ঠানে এদের ডাকা যাবে না।'' কুণাল এও বলেন, ''আমাদের পার্টির অনুষ্ঠানে কাকে ডাকব, সেটা তো দলের সিদ্ধান্ত।'' খানিক থেমে পাল্টা প্রশ্নও তুলেছেন তৃণমূল নেতা। তাঁর কথায়, ''যার রুচি অমুকের গালে গালে জুতো মারো তালে তালে, তার আবার কীসের শিল্পীসত্ত্বা? মুখে বলবে উৎসবে যাব না, দুর্গা পুজো বয়কট করুন আর ফিল্মি উৎসবে নাচতে নাচতে গিয়ে ছবি তুলবে, এটা কোন ধরনের শিল্পী সত্ত্বা?'' জবাবও দিয়েছেন নিজেই, ''মিথ্যে খবরের ভিত্তিতে তুমি মানুষকে প্ররোচিত করবে, ভুল বোঝাবে, মানুষকে উত্যক্ত করবে, তারপরও কেন গুরুত্ব দেব?'' এ প্রসঙ্গে দলের অবস্থান আরও স্পষ্ট করতে বামপন্থী হিসেবে পরিচিত, অভিনেতা বাদশা মৈত্রর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন কুণাল। তাঁর কথায়, ''বাদশা মৈত্রও তো সিপিএম সমর্থক, তাকে নিয়ে তো আমাদের কিছু বলার নেই। কারণ, এটা গণতান্ত্রিক রাজ্য।'' পর্যবেক্ষকদের মতে, কুণাল বোঝাতে চেয়েছেন, কিছু শিল্পী রয়েছেন, যারা সুযোগ বুঝে পাল্টি খেতে অভ্যস্ত। এদেরকে দলের যে কোনও অনুষ্ঠানে 'বয়কটে'র সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

'স্যার, গুলি খেয়ে মরব তবু ধরা দেব না', অভিযুক্তকে ধরতে গিয়ে নাজেহাল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩১ ডিসেম্বরঃ বছরের শেষ দিনে এক অভিযুক্তকে ধরতে গিয়ে নাজেহাল ফিরতে হল কোন্নগর ফাঁড়ির পুলিশকে। পুকুর পারে দাঁড়িয়ে অভিযুক্ত জানিয়ে দিল 'কাছে আসবেন না স্যার। বুকে গুলি খেয়ে মরব তবু ধরা দেব না'। গোটা ঘটনার সাক্ষী রইল কোন্নগর জোড়াপুকুরের বাসিন্দারা। শেষে খালি হাতেই ফিরতে হল তাদের। উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত কোন্নগর ফাঁড়ির পুলিশ মঙ্গলবার বিকালে জোড়াপুকুর এলাকায় তিনু মণ্ডল নামে এক যুবককে ধরতে যায়। তিনুর বিরুদ্ধে অভিযোগ নেশা করে এলাকাবাসীকে গালাগাল দেয় ও মারধর করে সে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তাকে ধরতে যায়। ধরে তাকে গাড়িতেও তোলে। গাড়িতে তোলার সময় পুলিশের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায় সে। পরে পুকুর পারে দাঁড়িয়ে

পুলিশকে বলতে থাকে ''আমি ধরা দেব না। কাছে আসবেন না স্যার। জলে ঝাঁপ দিয়ে মরে যাব। গুলি করুন, কিন্তু ধরা দেব না।'' এক পুলিশ কর্মীকে উদ্দেশ করে বলে, ''দশজন মিলে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা ভাল না। তাই পুলিশে ধরা দিতে চাই না।'' স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল চক্রবর্তী জানান, ''বাবাকে মারাধরের অভিযোগে কিছুদিন জেলে ছিল তিনু। কিছুদিন আগে ছাড়া পায়। নার্ভের রোগ আছে। এদিন বিকেলে পুলিশ তাকে ধরতে আসে। প্রথমে ধরে গাড়িতে তোলার সময় পুলিশের হাত ছাড়িয়ে পালায়। পুলিশ তাড়া করলে পুকুর পারে দাঁড়িয়ে পুলিশকে হুমকি দেওয়া শুরু করে।'' এভাবেই সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। পুলিশ তাকে বুঝিয়েও ধরতে পারে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে হাল ছেড়ে দেয়। খালি হাতে ফিরে যায় পুলিশ।

বাংলাদেশিদের নাম ভোটে তুলতে বলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী, সেখানেই পাকড়াও অনুপ্রবেশকারী

দুরন্ত বার্তা, হাবড়া, ৩১ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আধার কার্ড বানাতে সাহায্য করায় ৩ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা থানার পুলিশ। একই সঙ্গে হাবরা থানা এলাকার পৃথিবা থেকে অনুপ্রেশকারী ৩ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা। ধৃতরা ভারতের স্থায়ী নাগরিকত্ব পাওয়ার চেষ্টায় ছিল বলে জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। ধৃতদের বারাসত আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরেই বাংলাদেশিদের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে দলীয় কর্মীদের তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের বারাসত সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপার্সন রত্না বিশ্বাস। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশিরা হল মহম্মদ মতিউর রহমান, বাড়ি বাংলাদেশের নাটোর জেলায়। সন্ধ্যা রায় ও তার মেয়ে সুপর্ণা রায় বাংলাদেশের বরিশালের উজিরপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে সন্ধ্যা ও মতিউরকে আধার কার্ড করতে সহযোগিতা করেছিল পৃথিবার বয়রাগাছি এলাকার সায়েম

হোসেন এবং মানিকতলা এলাকার মিন্টু দাস ও অমিত মন্ডল। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি আধার কার্ডও আটক করা হয়েছে। সোমবার বিকেলে গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে আনোয়ারবেড়িয়া এলাকা থেকে তাদের আটক করে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের তোলা হয় বারাসাত আদালতে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত বাংলাদেশিদের এদেশে আসার বৈধ কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের নভেম্বরে পৃথিবার তৃণমূল নেতা জাকির হোসেনের উদ্যোগে স্থানীয় সাংসদ কাকলি ঘোষ দোস্তিদারের জন্মদিন পালনোর ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করে তৃণমূলের বারাসত সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপার্সন রত্না বিশ্বাস বলেছিলেন, ''জাকিরদার নির্বাচনী এলাকায় অনেক বাংলাদেশি লোক বসবাস করেন। জাকিরদা লিংকটা ভালো করতে পারেন। যদি লিংকে কোনও সমস্যা হয়, বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছেন তাদের ভোটার লিস্টে নাম তোলার কোনও সমস্যা হয়। জাকিরদা এই কাজটা ভালো করে দেবে। আপনারা সবাই এই অফিসে এসে যোগাযোগ করবেন। এই কাজটা অতি দ্রুত করবেন। কারণ আমরা চাই না একটা ভোটও বাইরে থাকুক। সবাই ভোটাধিকারের আওতায় আসুক। সবাই সক্রিয় হয়ে এই কাজটা করুক।'' সেই পৃথিবাতেই এবার ধরা পড়ল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। সঙ্গে তাদের আধার কার্ড বানিয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন ৩ জন।

দুপুরে কুণালের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন, সন্ধ্যায় এসএসকেএম-এ ভর্তি চিন্ময় দাসের আইনজীবী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ আগামী ২ জানুয়ারি বাংলাদেশে ধৃত চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিনের আবেদনের শুনানি রয়েছে। সেই শুনানিতে চিন্ময় দাসের হয়ে সওয়াল করার কথা তাঁর। তার আগে অসুস্থ হয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হলেন চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বুকে ব্যথা হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। কয়েকদিন আগে চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছেন বছর অষ্টআশির রবীন্দ্র ঘোষ। ব্যারাকপুরে ছেলের বাড়িতে উঠেছেন। চিন্ময় দাসের জামিনের আবেদনের শুনানির জন্য ২ জানুয়ারির আগেই বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন প্রবীণ এই আইনজীবী। গত কয়েকদিনে বাংলার একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রবীণ এই আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করেছেন। এদিন ব্যারাকপুরে রবীন্দ্র ঘোষের ছেলের বাড়িতে গিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। দীর্ঘক্ষণ প্রবীণ আইনজীবীর সঙ্গে বৈঠক হয় তৃণমূল নেতার। বৈঠকের পর কুণাল ঘোষ বলেছিলেন, ''বাংলাদেশের বিষয় কেন্দ্রের

ব্যাপার। রাজ্যের কিছুই করার নেই। তবে রাজ্য সাহায্য করতে রাজি আছে। বাংলাদেশের আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তাঁকে সাহায্য করতে এসেছি। উনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তাই এসেছি।'' কুণালের সঙ্গে বৈঠকের পর রবীন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য কুণাল ঘোষকে অনুরোধ করেছি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে বাংলাদেশের হিন্দুদের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতাম।'' এরপর এদিন সন্ধ্যায় আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন রবীন্দ্র ঘোষ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানেই আপাতত চিকিৎসাধীন তিনি।

স্পেস ডকিংয়ে দক্ষতা অর্জনকারী চতুর্থ দেশ হতে চলেছে ভারত ঃ শাহ

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা-র তৈরি আরও একটি পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যাল (পিএসএলভি)। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যার পেলোডগুলি সফল ভাবে স্থাপন করা হয় পৃথিবীর কক্ষপথে। সোমবার রাতে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধওয়ান স্পেস সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে পিএসএলভি-সি৬০ রকেটটির সফল উৎক্ষেপণ হয়েছে। ইসরো জানিয়েছে, পিএসএলভি-সি৬০-র প্রধান পেলোড হিসাবে রয়েছে দু'টি মহাকাশযান, স্পেডেক্স ১ এবং ২। এ ছাড়া রয়েছে ২৪টি সেকেন্ডারি পেলোড। যা ইসরোর বিজ্ঞানীদের ' ডকিং' মিশনের পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সাফল্যের জন্য ইসরো-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার এক টুইটে অমিত শাহ লিখেছেন, স্পেস ডকিংযে. দক্ষতা অর্জনকারী চতুর্থ দেশ হতে চলেছে ভারত। স্পেডেক্স মিশনের সফল উৎক্ষেপণে টিম ইসরোকে ধন্যবাদ। এটি একটি দুর্দান্ত সাফল্য, যা মহাকাশ ডকিং প্রযুক্তিতে ভারতকে নতুন পথ খুলে দেয়।

ডিসেম্বরে 'উন্নত দিল্লির বাতাস, সৌজন্যে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে সবচেয়ে 'উন্নত দিল্লির বাতাস। ২০১৫ সালে বাতাসের গুণমান নির্ধারণের জন্য চালু করা হয় বাতাসের গুণমান সূচক (একিউআই)। দেখা গিয়েছে, ২০১৫ সালের পর থেকে এই বছর ডিসেম্বর মাসেই সবথেকে ' বাতাসের রেকর্ড করল রাজধানী। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঝোড়ো হাওয়া এবং টানা কয়েকদিন রেকর্ড বৃষ্টিপাতের কারণেই দিল্লির বাতাস পরিষ্কার হয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, এই বছর ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে একদিন বাদে বাকি দিনগুলিতে দিল্লির বাতাস মোটামুটি পরিষ্কার ছিল। গোটা ডিসেম্বর মাস জুড়ে গড়ে রাজধানীর বাতাসের গুণমান সূচক (একিউআই) ছিল ২৯৪। এর অর্থ ' সোমবারই দিল্লির বাতাসের গুণমান সূচক ছিল ১৭৩। যার অর্থ ' গত ২৮ ডিসেম্বর মরশুমের সবথেকে পরিষ্কার বাতাস ছিল রাজধানীর। ওই দিন বাতাসের গুণমান সূচক ছিল ১৩৯। প্রসঙ্গত, গত বছর ডিসেম্বর মাসে দিল্লিতে গড়ে বাতাসের গুণমান সূচক ছিল ৩৪৮। ২০২২ সালে ছিল ৩১৯। ২০২১ সালে ছিল ৩৩৬। তার আগে একমাত্র ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লির বাতাস ছিল সবথেকে পরিষ্কার। ওই বছর বাতাসের গুণমান সূচক ছিল ৩০০। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি। মঙ্গলবারও রাজধানীজু।ে শীতের দাপট অব্যাহত। একইসঙ্গে কুয়াশাও রয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লির সফদরজং-এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পালমে ৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও নেমে যেতে পারে দিল্লিতে। কুয়াশার কারণে এদিন সকালেও দৃশ্যমানতা কমে যায়। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, প্রবল ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব এবং হরিয়ানাও।

কেজরিওয়াল ও অতিশী শিশুদের রাজনীতিতে ঠেলে দিয়েছে ঃ গৌরব ভাটিয়া

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মারলেনার তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে গৌরব ভাটিয়া বলেছেন, কেজরিওয়াল ও অতিশী নিষ্পাপ শিশুদের রাজনীতিতে ঠেলে দিয়েছে। গৌরব ভাটিয়া বলেছেন, যদি কেউ নোংরা রাজনীতির জন্য দিল্লির শিশুদের ব্যবহারে পারদর্শী হয়, তাহলে তা হল অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মারলেনা। অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং অতিশী মারলেনা শিশুদের ভিডিও আপলোড করে আমাদের নিষ্পাপ শিশুদের রাজনীতিতে ঠেলে দিয়েছেন। এই 'এক্স' পোস্টটি অবিলম্বে সরানো উচিত, কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়াল এখনও এই পোস্টটি সরাননি।

মাদুরাইয়ে নার্সেস হোস্টেলে আগুন, দমকলের চেষ্টায় এল আয়ত্তে

মাদুরাই, ৩১ ডিসেম্বর ঃ তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে আগুন লাগল নার্সেস হোস্টেলে। মঙ্গলবার সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ মাদুরাইয়ের কে পুদুরে ওল্ড ভারতী হাসপাতাল ভবনে আগুন লাগে। ওই ভবনের তিনতলায় রয়েছে নার্সেস হোস্টেল। সেখানেই আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বর্ষবরণকে ঘিরে দিল্লিতে নিরাপত্তা জোরদার

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ নববর্ষ উদযাপনকে কেংদ্র করে দিল্লি পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে। বড় বাজারগুলিতে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। মোতায়েন রয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ কর্মী। রাজীব চক মেট্রো স্টেশনের এক্সিট গেটও রাত ৯টা থেকে বন্ধ থাকবে। যদিও শেষ মেট্রো ছাড়ার আগে পর্যন্ত ওই স্টেশনে যাত্রীদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। নববর্ষের সন্ধ্যায় যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ভিড় সামাল দিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন জানিয়েছে। নতুন দিল্লিকে দু'টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। জোন ১-এ রয়েছে পার্লামেন্ট স্ট্রিট এবং কনট প্লেস, অন্যদিকে জোন ২-এ রয়েছে চাণক্য পুরি, বারাখাম্বা রোড এবং তুঘলক রোড। শহর জুড়ে মোট ৬৪৮ জন পুলিশ কর্মী, ১০০ জন হোমগার্ড জওয়ান এবং ১১ কোম্পানি সিএপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে।

নববর্ষের আগে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ঢল

বারাণসী, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বর্ষবরণের আগে বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে ঢল নেমেছে পুণ্যার্থীদের। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে আসতে থাকেন দুরদূরান্তের পুণ্যার্থীরা। পুণ্যার্থীদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক পর্যটকদের আগমনও হয়েছে বারাণসীতে। আর তাই সতর্ক রয়েছে পুলিশও। ডিসিপি কাশী জোন গৌরব বানসওয়াল বলেছেন, জল পুলিশ এবং এনডিআরএফ নিয়মিত ভাবে এলাকায় টহল দিচ্ছে। নতুন বছরের ৫ দিন আগে থেকেই বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম শুরু হয়েছে। যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য রাস্তার ডাইভার্সন তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন সেক্টরে বিভক্ত পুলিশ নিয়মিত টহল দিচ্ছে এবং সিসিটিভির মাধ্যমে নজরদারি চলছে।

ফিরে দেখা ২০২৪-র কিছু বিষয়ঃ অপরাধজনিত, জঙ্গি কার্য্যকলাপ

গুয়াহাটি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ কালচক্র অতিক্রম করে পেরিয়ে গেল আরও একটি বছর, ২০২৪। বিদায়ী এক বছরে সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২৪-এর ফ্ল্যাশব্যাকে অপরাধজনিত, জঙ্গি কার্যকলাপ বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত কয়েকটি খবর, যেগুলো স্মৃতিতে অমোঘ হয়ে আছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে দুরন্ত বার্তা... করিমগঞ্জ (অসম), ৯ জানুয়ারি ঃ রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর ডিআইজি পার্থসারথি মহন্ত এবং করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাসের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে বাজেয়াপ্ত ১০০ কোটি টাকার হেরোইন, ইয়াবা ট্যাবলেট এবং বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার এক মহিলা সহ চারজন যথাক্রমে পাথারকান্দির বাসিন্দা নুর আহমেদ, মিজোরামের বাসিন্দা জোসাংলিযানি, লালচামলিয়ানি এবং রমঙ্গেকা। আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ঃ ধলাই জেলার অন্তর্গত আমবাসার বেতবাগান এলাকায় পুলিশের অভিযানে উদ্ধার ১.৪১ কোটি টাকার গাঁজা। গোলাঘাট (অসম), ১০ জানুয়ারি ঃ গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত জামুগুড়িতে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার প্রায় তিন কোটি টাকার হেরোইন। মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার সোনারির বাসিন্দা নাজিম শেখ। ইমফল, ১০ জানুয়ারি ঃ বিষ্ণুপুর এবং চূড়াচাঁদপুর জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামে দফায় দফায় গোলাগুলির ঘটনায় চার জনের মৃত্যু। নিহতরা যথাক্রমে ওইনাম রোমেন মেইতেই (৪৫), আহানথেম দারা মেইতেই (৫৬), থৌদাম ইবোমচা মেইতেই (৫৩) এবং থৌদাম আনন্দ মেইতেই (২৭)। তাঁদের মধ্যে দুজন একই পরিবারের, আহানথেম ও তার ছেলে আনন্দ। গ্রামের শতাধিক বাসিন্দাকে অন্যত্র স্থানান্তর নিরাপত্তা বাহিনীর। আইজল, ১৩ জানুয়ারি ঃ মিজোরামের চামরাই জেলার অন্তর্গত মায়ানমার সীমান্তবর্তী জোখাওথা গ্রাম থেকে ৫.৬৩ কোটি টাকার ড্রাগস ও বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত আসাম রাইফেলস এবং কাস্টমস বিভাগের। ইমফল, ১৭ জানুয়ারি ঃ মণিপুরে আসাম রাইফেলস-এর অভিযানে ৮.৪০ কোটি টাকার আটটি বার্মিজ সুপারি বোঝাই ট্রাক বাজেয়াপ্ত। ইমফল, ১৭ জানুয়ারি ঃ মণিপুরের তেংনোপাল জেলার অন্তর্গত ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী তেংনোপাল জেলাধীন মোরে শহর সংলগ্ন সিকিম গ্রাম এবং কানানভেঙে সংগঠিত নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর সন্দেহজনক সশস্ত্র কুকি জঙ্গিদের অতর্কিত মর্টার-হামলায় শহিদ দুই জওয়ান এবং ঘায়েল দুই জওয়ান। ইমফল, ১৯ জানুয়ারি ঃ মণিপুরে সশস্ত্র জঙ্গি হামলায় পাঁচ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু এবং জখম তিন। ইমফল, ২২ জানুয়ারি ঃ মণিপুরে পুলিশি অভিযানে উদ্ধার ২.৬ কোটি টাকার হেরোইন। মাদক পাচারে জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার সহিদুর এবং সমীর খান। গুয়াহাটি, ২৪ জানুয়ারি ঃ গুয়াহাটিতে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অভিযানে ১২ কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার।

মণিপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে উদ্ধার বিপুল পরিমানে আগ্নেয়াস্ত্র

ইমফল, ৩১ ডিসেম্বর ঃ মণিপুরের ইমফল পশ্চিম জেলায় সেনা-পুলিশ সমন্বিত যৌথ বাহিনীর অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বিপুল সংখ্যার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। রাজ্যের পার্বত্য ও উপত্যকা জেলা জুড়ে তালাশি অভিযানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যার অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধে ব্যবহৃত গোলাবারুদের অস্ত্রাগার উখাত করেছেন যৌথ বাহিনীর জওয়ানরা, জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের কর্মকর্তা। রাজ্য পুলিশের সদর দফতরের শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, গতকাল সন্ধ্যারাতের দিকে ইমফল পশ্চিম জেলার অন্তর্গত পার্বত্য ও উপত্যকা জেলা জুড়ে যৌথ বাহিনী তালাশি অভিযান চালিয়েছিল। অপারেশনে জেলার সাগাইশাবি রোড (কোনচাক ইয়াংবি রোড) এলাকায় অত্যাধুনিক অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তদের একটি গোপন অস্ত্রাগার থেকে পয়েন্ট (.) ৩০৩ রাইফেল

সহ বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধারকৃত উল্লেখযোগ্য অস্ত্র সরঞ্জামের মধ্যে দুটি বুলেটে ভরতি ম্যাগাজিন সহ ৯ এমএম পিস্তল, ম্যাগাজিন সহ একটি কার্বাইন, তিনটি সিঙ্গল ব্যারেল বন্দুক, ১২ রাউন্ড গুলি ভরতি আগ্নেয়াস্ত্র্গ, কার্তুজ ভরতি দুটি সিঙ্গল ব্যারেল বন্দুক, চারটি হ্যান্ড গ্রেনেড, একটি স্মোক গ্রেনেড এবং একটি 'ওয়ারলেস কমিউনিকেশন সেট। রাজ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চলমান প্রচেষ্টায় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং প্রান্তিক অঞ্চলে অপারেশন চালিয়েছিলেন জওয়ানরা।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচলে বইবে শৈত্যপ্রবাহ, পূর্বাভাস আইএমডি-র

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ আগামী ২৪ ঘণ্টায় জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশে বইবে শৈত্যপ্রবাহ, এমনই পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আইএমডি-র বিজ্ঞানী ডঃ নরেশ কুমার বলেছেন, পাকিস্তান এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে পারে, যার ফলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাত হতে পারে। আমরা ৪ জানুয়ারি থেকে সক্রিয় .পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আশা করছি, যার ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত, জম্মু ও কাশ্মীরে ভারী তুষারপাত এবং হালকা থেকে মাঝারি তুষারপাত হতে পারে হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে। আমরা আগামী ২৪ ঘণ্টায. তাপমাত্রায় কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আশা করছি না। আইএমডি-র বিজ্ঞানী ডঃ নরেশ কুমার আরও বলেছেন, ''তারপর থেকে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপমাত্রা ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশে শৈত্যপ্রবাহ অনুভূত হতে পারে। আগামী দু'দিনের জন্য পঞ্জাব এবং হরিয়ানায় খুব বেশি ঠান্ডা অনুভূত হবে।

প্রবল ঠান্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা

শ্রীনগর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ হা।কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা, গুলমার্গ ও পহেলগাম-সহ কাশ্মীরের প্রায় সর্বত্রই জমজমাট শীত। কাশ্মীরের গুলমার্গ এবং পহেলগামে প্রবল শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি বিরাজমান রয়েছে, উভয় স্থানেই হিমাঙ্কের অনেকটাই নীচে নেমে গিয়েছে তাপমাত্রা, এমনকি উপত্যকার বাকি অংশগুলি কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। শ্রীনগরে মঙ্গলবার তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ঠান্ডায় জমে গিয়েছে শ্রীনগরের ডাল লেক। কাশ্মীর এই মুহূর্তে ৪০-দিন ব্যাপী চিল্লাই কালান-এর অধীনে রয়েছে। এই সময়ে তীব্র ঠান্ডা থাকে উপত্যকায়। সেই মতো হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা।

বর্ষবরণের আগে ভারত-পাক সীমান্তে উচ্চ সতর্কতা

জম্মু, ৩১ ডিসেম্বর ঃ ইংরেজি নতুন বছরের আগে জম্মু ও কাশ্মীরে ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বিএসএফ যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত রয়েছে এবং বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে সমস্ত দেশবাসীকে নববর্ষের উষ্ণ শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। বিএসএফ কর্মীরা বলেছেন, চ্যালেঞ্জ বছরের ৩৬৫ দিনই থাকে, কিন্তু যখন কুয়াশা বাড়তে থাকে, তখন চ্যালেঞ্জ দ্বিগুণ কঠিন হয়ে যায়। চ্যালেঞ্জ যত বড়ই হোক না কেন, আমরা তা ব্যর্থ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করি এবং আমরা তা করতে সফলও হই।

রেলওয়ে সরকারি ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির সভা

গোরখপুর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ মহাব্যবস্থাপক, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, মিসেস সৌম্য মাথুরের সভাপতিত্বে আঞ্চলিক রেলওয়ে সরকারি ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির সভা ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজার কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ উপলক্ষে বাণিজ্য বিভাগের পক্ষ থেকে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী ডি কে সিং, বিভাগীয় প্রধান, তিনটি বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য অফিসিয়াল ভাষা অফিসার, কারখানা ও উৎপাদন ইউনিটের উপ-মুখ্য অফিসিয়াল ভাষা অফিসার এবং তাদের প্রতিনিধি এবং সিনিয়র সুপারভাইজাররা উপস্থিত ছিলেন।সভায় বক্তৃতা করে, জেনারেল ম্যানেজার মিসেস সৌম্য মাথুর সবাইকে আসন্ন নববর্ষের জন্য অভিনন্দন জানান এবং রেলমন্ত্রীর সরকারি ভাষা রৌপ্য পদকে সম্মানিত হওয়ার জন্য শ্রী সঞ্জয় যাদব, প্রধান প্রকৌশলীটিএমসি, গোরখপুরকে অভিনন্দন জানান। মহাব্যবস্থাপক প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিকনির্মাণ শ্রী অভয় কুমার গুপ্তকে বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপকসেকেন্দ্রাবাদ হিসাবে তাঁর মেযাদের জন্য রেলমন্ত্রীর সরকারি ভাষা রৌপ্য পদক পাওযার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে দাপ্তরিক ভাষা হিন্দিতে কাজ করতে হবে এবং তাদের কর্মক্ষেত্রে সরকারী ভাষা ব্যবহার ও প্রচারের অগ্রগতি বজায. রাখতে হবে এবং এর জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎসাহিত করতে হবে। মহাব্যবস্থাপক বলেছেন যে উত্তর পূর্ব রেল সম্পূর্ণরূপে হিন্দিভাষী এলাকায়। 'ক' অঞ্চলে থাকার কারণে, আমাদের ১০০ কাজ হিন্দিতে করা এবং অফিসিয়াল ভাষার ব্যবহার ও প্রসারে সম্পূর্ণ অবদান রাখা আমাদের জন্য আরও বেশি দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। বর্তমান সময়ে, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে কীভাবে হিন্দি বাড়ানো যায় এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেও হিন্দি ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে ভাবুন। ই-অফিসের মাধ্যমে অফিসগুলোতে কাজ করা হচ্ছে। ই-অফিসে হিন্দিতে কাজ করার সুবিধা পাওয়া যায়, যা ব্যবহার করা উচিত। বার্ষিক কর্মসূচিতে নির্ধারিত প্রায় সব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। তবে এখনও উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

দিন পঞ্জিকা

১৫ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলি ৫১২৫, সৌর ১৬ পৌষ, চান্দ্র ১ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ১৬ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিল ১০ পৌষ ১৯৪৬, মৈতে ১ বাকচিং, আসাম ১৫ পুহ, মুসলিম ২৯-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী। ইংরেজী বর্ষ সমাপ্ত সূর্য উদয় সকাল ০৬।১৮৫৭ এবং অস্ত বিকাল ০৫০০০৫। চন্দ্র উদয় সকাল ০৬৩৮৩০(৩১) এবং অস্ত বিকাল ০৫২২১৪(৩১)। শুক্ল পক্ষ ।তিথি প্রতিপদ (নন্দা) শেষ রাত্রি ঘ ০৩৫৫০৬ দং ৫৩৫৯২০ পর্যন্ত নক্ষত্র পূর্বাষাড়া শেষ রাত্রি ঘ ০১০৪০৭ দং ৪৬৫১৫২.৫ পর্যন্ত পরে উত্তরাষাড়া করণঃ কিন্তুগ্ন বিকাল ঘ ০৪০১৩৬ দং ২৪১৬২৫ পর্যন্ত পরে বব শেষ রাত্রি ঘ ০৩৫৫০৬ দং ৫৩৫৯২০ পর্যন্ত পরে বালব যোগ ধ্রুব রাত্রি ০৮২১৩১ দং ৩৫৬১২.৫ পর্যন্ত পরে ব্যাঘাত অমৃতযোগ দিন ০৬১৯০২ থেকে - ০৭০১৪৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭৪৪৩২ থেকে - ১১১৮১৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭৩৯৫৭ থেকে - ০৮৩৩১২ পর্যন্ত, তারপর ০৯২৬২৮ থেকে - ১২০৬১৪ পর্যন্ত, তারপর ০১৫২৪৫ থেকে - ০৩৩৯১৬ পর্যন্ত, তারপর ০৫২৫৪৭ থেকে - ০৬১৯০২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ০৫০০১১ থেকে - ০৭৩৯৫৭ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ১২৪৩৪৩ থেকে - ০১২৬২৮ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ১২০৬১৪ থেকে - ১২৫৯৩০ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ০৭৩৯১১ থেকে - ০৮৫৯২০ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ১২৫৯৪৫ থেকে - ০২১৯৫৪ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০৬০৪০২ থেকে - ০৮১৯৫৪ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৮১৬১৬৫৩ (২০) ১ পদ, চন্দ্র ৮২৮৫০৫৪ (২১) ১ পদ,মঙ্গল ৩৮১৪২৭ (৮) ২ পদ, বুধ ৭২৩৪৬২৬ (১৮) ৩ পদ, বৃহস্পতি ১১৯৫৭২৩ (৪) ৩ পদ, শুক্র ১০২২১৫৯

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। । মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৭১ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮টায় রাত ১৩ টায়। সূর্য উদয় হবে ঃ ৫.৪৪ মিনিট এবং অস্ত ৬.২৪।

রাশিফল

মেষ-ঃ প্রতিবেশীর পারিবারিক ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন না।
বৃষ-ঃ বয়স্কদের উচ্চ-রক্তচাপ ও শর্করাজনিত রোগ দেখা দিতে পারে। জমিজমায় এখনই কোনও বড় বিনিয়োগ করবেন না।
মিথুন-ঃ সামাজিক ক্ষেত্রে সুফল লাভের আশা করা যায়। দ্বি-চক্রযানের চালকেরা অতি সাবধানে সপ্তাহটি অতিবাহিত করুন।
কর্কট-ঃদ্বিমুখী উপায়ে রোজগারের পথে চললেও অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের জন্য সপ্তাহের শেষের দিকে অর্থে টান পড়তে পারে।
সিংহ-ঃ ব্যবসায়ীরা শুল্ক-সংক্রান্ত সমস্যার মুখে পড়তে পারেন। বয়স্করা একটু সাবধানে থাকবেন।
কন্যা-ঃ ঘরে-বাইরে নিজের রাগ সংযত না রাখলে বিপত্তির আশঙ্কা। গুরুপাক ও উত্তেজক পানীয় খাওয়ার ফলে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
তুলা-ঃ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজ দলে বড় পদ বা দায়িত্ব পেতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য জ্বর বা সর্দিকাশিতে কষ্ট পেতে পারেন। সপ্তাহের শেষের দিকে শরীর-স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাবে না।
বৃশ্চিক-ঃ আমদানি, রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবসায় অভাবনীয় চাঞ্চল্য। নতুন ব্যবসা শুরু করার পক্ষে সময়টি শুভ।
ধনু-ঃ ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা না করাই শ্রেয়। অন্যের উপকার করতে গিয়ে মিথ্যা অপবাদের আশঙ্কা।
মকর-ঃ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। পরীক্ষার ফল ভালো করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে।
কুম্ভ-ঃ অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা থাকলেও অবশ্যই কোষ্ঠী বিচার করে নেবেন।
মীন-ঃ বয়স্ক বাবা-মার একাকীত্বের জন্য কিছুটা সময় তাদের সঙ্গে কাটাবার চেষ্টা করুন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাজের সাফল্যের জন্য বড় কোনও সুযোগ আসতে পারে।

নাট্যকার অমৃতলাল কেন 'রসরাজ' হলেন

কৌশিক দাস

কৌশিক দাস ঃ অমৃত লাল বসু। বাংলা নাটকের সমার্থক নাম তিনি।কলকাতার কম্বুলিযাটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে.বাল্যশিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর কিছু সময়ের জন্য হিন্দু স্কুলে পড়াশোনা করার পর তিনি ১৮৬৯ সালে জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। এরপর দুই বছর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিসাশাস্ত্রে পড়াশোনা করেন। তিনি কাশীতে হোমিওপ্যাথি নিয়ে পড়াশোনা করেন। অদ্ভুত জীবন রসায়ন তাঁর। অমৃতলাল বসু যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তখন সমাজে পেশা হিসেবে থিয়েটারকে বিশেষ সুনজরে দেখা হত না। থিয়েটারি ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এবং তাঁর জীবন ও কর্ম যে এই থিয়েটারকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল তাও সুনিশ্চিত। নাটক, প্রহসন, ব্যঙ্গ-কৌতুকময় কাব্য তাঁকে রসরাজের মর্যাদা এনে দিয়েছিল, খুব খাঁটি কথা। কিন্তু নাটকের প্রয়োজন মিটিয়েই তার সার্থকতা ফুরিয়ে যায়নি, তার একটি সামাজিক আঙ্গিক ছিল। সেদিন যা উপলব্ধি করা গিয়েছিল, আজকের সমাজে তা আরও বেশি অনুভূত হচ্ছে। এখানেই ' সার্থকতা।নাট্যকার, পরিচালক, নির্দেশক তথা মঞ্চ-অভিনেতা অমৃতলাল বসু আমাদের কাছে অপরিচিত নন।

তবে আরও একটা পরিচয় তাঁর রয়েছে। স্বদেশবাসী তাঁকে 'রসরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। এই শিরোভূষণ আজীবন তিনি শিরে ধারণ করেছিলেন। দেশবাসী কিন্তু তাঁদের কৃতী সন্তানকে প্রায়শই এহেন নানা বিভূষণে ভূষিত করে থাকেন। সেই অর্থে অমৃতলাল বসুকে 'রসরাজ' উপাধি দেওয়ার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। রীতিমতো বনেদি পরিবারের সন্তান পেশা হিসেবে 'থিয়েটারকেই বেছে নিচ্ছেন, সামাজিক গঞ্জনার নিয়তি তাঁর জন্য অবধারিত ছিল। তার ব্যতিক্রমও হয়নি। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ. ইনস্টিটিউশনের কৃতি ছাত্র তিনি, এন্ট্রান্স পাশ করে মেডিকেল কলেজে ভর্তিও হয়েছিলেন। কিন্তু অসমাপ্ত থেকে যায় ডাক্তারি শিক্ষা, তবে হোমিওপ্যাথি চিকিসায় তিনি পারঙ্গম ছিলেন। কাশীর বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক লোকনাথ মৈত্রের কাছে শেখা বিদ্যে ব্যর্থ হতে দেননি। কলকাতায় বেশ পশার জমিয়েছিলেন একটা সময়। তাঁর কর্মজীবনের গ্রাফটিও বেশ আকর্ষণীয়। পোর্টব্লেয়ারে সরকারি চিকিৎসক হিসেবে যান। ডাক্তারির পাশাপাশি কিছুকাল সেখানে পুলিশের চাকরিও করছেন। মাঝে কিছুকাল শিক্ষকতা। সব মিলিয়ে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের আগে তিনি চিকিৎসক, শিক্ষক, পুলিশের চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ের নিরিখে পেশা হিসেবে তিনটিই লোভনীয়। কিন্তু নাটকের সামাজিক প্রয়োজনটা বোধহয় তৎকালীন সমাজে কিছু বেশিই ছিল।অমৃতলালের বাবা কৈলাশচন্দ্র বসু ছিলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র ও পরে শিক্ষক। তাঁর বাবার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ের স্বনামধন্য বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, আবার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন দেশনেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ' সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল, পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রমুখ। নবচেতনার উপলব্ধি-লব্ধ এই ছাত্র-আভিজাত্য ও শিক্ষক-আভিজাত্যের যে ঘরানা কৈলাশচন্দ্র বসুকে অর্জন করতে হয়েছিল, পুত্রের মধ্যেও এই বোধ প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। শিক্ষকের চাকরি ছেড়েও তিনি তাই স্বজাতির কালের শিক্ষক হতে পেরেছিলেন। আর তাঁর শিক্ষা স্বজাতির ক্ষেত্রে কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছিল। বাবার কণ্ঠে ছোট থেকেই অমৃতলাল শেক্সপিয়ার শুনতেন। নাটকের আগ্রহ তাই তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। এই অনুকূল পরিবেশে তিনি বাবাকে ছাড়াও আরো কিছু মানুষকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন, যেমন ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী, ইতিহাসে চন্দ্রনাথ বসু, অঙ্কে বেণীমাধব দে, ইংরেজিতে ফেড্রিক পেনি। শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের শিক্ষক ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে কাব্য-চর্চার হাতেখড়ি হয় তাঁর। ব্রহ্মানন্দের এই শিক্ষার পরিচয় তাঁর নাটকের জীবনেও আমরা পাব। কিন্তু তার থেকেও আমাদের বড়ো প্রাপ্তি, এই শিক্ষাই রসরাজত্বে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেয়। তবে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অমৃতলালের সার্থক উপস্থিতির পেছনে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন সুবিখ্যাত নট-নাট্যকার অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। তাঁকে থিয়েটারি জীবনের গুরু বলে স্বীকার করেছেন অমৃতলাল।১৮৭২ সালে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' নাটকে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে থিয়েটারি মঞ্চে তাঁর আত্মপ্রকাশ। এই আত্মপ্রকাশের লগ্নে তাঁর মধ্যে স্বদেশপ্রেমের যে হোমানল জ্বলেছিল,

আজীবন সেই আগুন আর নেভেনি। এর প্রভাব লক্ষ্য করা গেল অবশ্য আরও কয়েক বছর পর। দেশপ্রেমের বহ্নিশিখার মূর্ত প্রকাশ দেখা গেল ১৮৭৫ সালে তাঁর রচিত 'হীরক চীর্ণ' নাটকে। নাটকের পটভূমি রচিত হয়েছিল বরোদারাজ মলহর রাও গাইকোয়াড়কে রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসিত করার যে ষড়যন্ত্র রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ার করেছিলেন, তার ওপর ভিত্তি করে। ব্রিটিশ শাসকদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের নগ্ন রূপ আমজনতার মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশ করে দেওয়ায় শাসকের রোষের শিকার হন অমৃতলাল। পরবর্তী একটি ঘটনায় সুযোগ বুঝে উপেন্দ্রমোহন দাস ও ভুবনমোহন নিয়োগীর সঙ্গে তাঁকেও কারারুদ্ধ করে ব্রিটিশ রাজশক্তি। এর মধ্যে দিয়ে রঙ্গমঞ্চের অন্য একটা দিকও উদ্ভাসিত হল। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও কিছুদিন পরে প্রমাণ করবেন, 'নাটকে লোকশিক্ষে হয়।' তার আগেই অমৃতলাল প্রমাণ করলেন নাটকে দেশপ্রেমের শিক্ষাও হয়। মদে মাতাল না করেও মদিরা-সিক্ত বাঙালিয়ানায় বাঙালি জাতিকে শুচি স্নিগ্ধ করেছেন। এখানেই তাঁর বর্তমান সময়ের প্রাসঙ্গিকতা। ছোটবেলা থেকেই অমৃতলালের মধ্যে দেশজ কৌতুকের ঝোঁক, তাঁর ভাষায় ' উইট' এ ব্যাপারে তাঁর শিক্ষাগুরু প্যারীমোহন বসু। আর পিতৃবন্ধু গৌরীশঙ্কর (গু।গু।ে) ভট্টাচার্যের সুবিখ্যাত কাগজ ' ভাস্কর' মাইকেল মধসূদন দত্তকে নিয়ে. প্রকাশিত প্যারোডি, শিশিরকুমার ঘোষের বাংলা ' পত্রিকা' হাস্যোদ্দীপক ' স্তম্ভের প্রতি তাঁর ঋণ অমৃতলাল স্বীকার করেছেন। অল্প বয়সেই তাঁর কিছু কিছু 'নেটিভ উইট' পরিচয় তিনি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' লেখক বিপিনবিহারী গুপ্তের কাছে দিয়েছিলেন।

'গ্রাম্য বিভ্রাট' প্রহসনে তিনি দেখিয়েছিলেন, অগ্র-পশ্চা বিবেচনা না করে রাজনীতির প্রতি আমাদের মাত্রাতিরিক্ত মোহগ্রস্ততা কেবল স্বাদেশিকতার মূলেই ক্ষতি করছে না, তা আমাদের আত্মবঞ্চনারও সামিল। তাঁর 'সাবাস বাঙালি' নাটকেও বাঙালির ইংরেজানুকরণকে তীব্র বিদ্রুপ-বাণে বিদ্ধ করেছিলেন অমৃতলাল। ১৮৯২ সালে স্টারে অভিনীত 'কালাপানি প্রহসনে বাঙালির হুজুগ-প্রিয়তাকে কটাক্ষ করেছিলেন। বিখ্যাত রম্য রচনা কৌতুক-যৌতুক (১৯২৬)- এ 'বিদ্যা অমূল্যধন' প্রবন্ধে তাঁর লক্ষ্য ছিল কেরানিগিরির প্রতি বাঙালির মোহ। 'ব্যাপিকা বিদায়' প্রহসনে পরিণয়-প্রসঙ্গে বাঙালির রক্ষণশীলতাকে পরিহাস করেছেন তিনি। স্বজাতির আত্মপ্রবঞ্চনা তাঁর কাছে কতটা অসহ্য ছিল, তা বেশ বোঝা যায় তাঁর আত্ম-পরিচয়বাহী ' মদিরা' পড়লে। এইভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির দোষ-ত্রুটি তিনি চোখে আঙুল দিয়ে.দেখাতে চেষ্টার খামতি রাখেননি। আর এ কাজে তিনি তাঁর শাণিত ব্যঙ্গের সহায়তা নিয়েছিলেন। দেশানুরাগের ক্ষেত্র থেকেই তিনি আশা করেছিলেন, দেশবাসী একদিন এসব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে। শেষ বিচারে মনে হয়, তাঁর এই আশা হয়তো ব্যর্থই হয়েছে। কারণ স্বজাতির চরিত্রের যে দোষ তিনি দেখিয়েছিলেন, আজও তার কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। আমাদের কর্ণকুহরে তাঁর বাণী না প্রবেশ করলেও কিংবা তা কানের মধ্যে দিয়ে মরমে না পশিলেও, বাঙালি তাঁর 'রসরাজ' উপাধির মধ্যে দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে, হয়তো কীর্তিকেও স্মরণ করার সুযোগ পায়। এখানেই তাঁর ' উপাধির সার্থকতা, যা বোধহয় নেহাত উপাধিমাত্র নয়, একপ্রকার সম্মাননা।

শীতের বাউন্স ভরা পিচে জমিয়ে ব্যাটিং শুরু বাঙালি ঐতিহ্যের অন্যতম ব্যাটসম্যান জয়নগরের ঐতিহ্যপূর্ণ মোয়া

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ রসিক বাঙালির শীতের আমেজের সাথে জড়িয়ে জয়নগরের

মোয়ার আবেগ। বিভিন্ন সব্জির পাশাপাশি বাঙালির শীতের খাদ্যতালিকায় রয়েছে পিঠে, পুলি, পাটিসাপ্টা, নলেন গুড়ের রসগোল্লা, সন্দেশের মতো নানারকম মিষ্টি। তবে এসব মিষ্টির সঙ্গেই বাঙালির পাতে বড়ো জায়গা করে নিয়েছে,এই জয়নগরের মোয়া।তবে এই মোয়ার জন্মস্থান নিয়ে বহুকাল ধরেই রয়েছে নানা বিতর্ক। মোয়া বলতেই বাঙালি বোঝে জয়নগর। কিন্তু সত্যিই কি তার উপত্তিস্থল সেখানে? এর উত্তর পাওয়ার জন্য,জেনে নেওয়া প্রয়োজন জয়নগরের মোয়ার ইতিহাস! মোয়ার নামের আগে জয়নগরের নাম জড়িয়ে থাকলেও, এর আসল জন্মভূমি বহড়ু নামক গ্রাম। অর্থাৎ বলা যেতে পারে বহড়ু হলো, জয়নগরের মোয়ার আঁতুড়ঘর। ' কাব্যে যে ' নামের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়, তারই আজও বর্তমান নাম বহড়ু। এই গ্রামেই শৈশব কেটেছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। গ্রামের জনৈক যামিনীবুড়ো এই মোয়ার জন্মদাতা হিসাবে পরিচিত। শোনা যায়, তিনি নিজের জমিতে কনকচূড় ধান ফলান। পরে সেই ধানের খই ও নলেন গুড় দিয়ে মোয়া তৈরি করে কোনও এক অনুষ্ঠানে তা পরিবেশন করেন। সেই অনুষ্ঠানেই খোদ হাজির ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি মোয়ার খুব সুখ্যাতি করেন। এরপরই লোকমুখে জনপ্রিয়তা লাভ করে বহড়ু থুড়ি জয়নগরের মোয়া। সুখ্যাতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই মোয়ার চাহিদা বাড়তে থাকে। ফলে মোয়া প্রস্তুতকারকদের ব্যবসায়িক উন্নতি ঘটতে থাকে। যামিনীবাবুর মোয়ায় খই ও নলেন গুড় ব্যতিত আর বিশেষ কিছু ছিলো না। এই মোয়াকেই পরবর্তীকালে নতুন রূপে ও স্বাদে প্রস্তুত করেন জনৈক পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (বুঁচকি বাবু) ও নিত্যগোপাল সরকার। ১৯২৯ সালে তাঁরা বহড়ুতে একটি মোয়া তৈরির দোকান স্থাপন করেন। এইভাবেই যাত্রা শুরু সব বীণাপাণি মিষ্টান্ন ভান্ডার ও শ্যামসুন্দর মিষ্টান্ন ভান্ডারের অধিকর্তা গণেশ দাস ও বাবলু ঘোষ বলেন , সেইসময় প্রাচীন জনপদ বহড়ুতে কোনও বাজার ছিলনা। ফলে মোয়া প্রস্তুতকারকদের তা বিক্রি করতে যেতে হতো জয়নগর হাটে। এর ফলেই,ক্রেতাদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে বাহড়ুর পরিবর্তে জয়নগরের মোয়ার নাম। শীতের শুরুতে জমে উঠেছে জয়নগরের বহড়ুতে মোয়ের বাজার।

বাংলাদেশের জেল থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ৩১ ডিসেম্বর ঃ দীর্ঘ তিন মাস পর মুক্তি পেতে চলেছেন বাংলাদেশের জেলে আটক সুন্দরবনের ৯৫ জন মৎস্যজীবী। একইসঙ্গে ফেরত আসছে তাঁদের ব্যবহৃত ৬টি ট্রলারও। বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি তাঁদের মুক্তির সিদ্ধান্ত বুধবার ঘোষণা করেছে। গত তিন মাস আগে বাংলাদেশের জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে সুন্দরবনের এই মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার করেছিল বাংলাদেশ প্রশাসন। এরপর থেকেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন মৎস্যজীবীদের পরিবার। তাঁদের মুক্তি নিয়ে একদিকে আইনি জটিলতা, অন্যদিকে প্রশাসনিক অশান্তি সৃষ্টি হওয়ায় বিষয়টি দীর্ঘ সময় ধরে ঝুলে ছিল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের ১২ জন মৎস্যজীবীকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা করেন। তাঁর এই পদক্ষেপের পরই বাংলাদেশের প্রশাসন সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নবান্ন থেকে রাজ্যের প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যত দ্রুত সম্ভব এই মৎস্যজীবীদের মুক্তি নিশ্চিত করতে। অবশেষে সেই উদ্যোগ সফল হলো। এই খবরের পর মঙ্গলবার মৎস্যজীবীদের পরিবার এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আনন্দের ঢল নেমেছে। কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক মন্টু রাম পাখিরা বলেন, এই সিদ্ধান্তে আমরা সবাই অত্যন্ত খুশি। দীর্ঘদিন ধরে পরিবারগুলো যে মানসিক চাপের মধ্যে ছিল, তা থেকে মুক্তি পেতে চলেছে। মৎস্যজীবীদের পরিবারগুলিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। তাঁরা জানিয়েছেন, তিন মাস ধরে আমরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলাম। অবশেষে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হলো।

রাতের পরিষেবাগুলির জন্য সারচার্জ ধার্য করা হবে মেট্রোয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো রেল, কলকাতা ১০ টাকা শুল্ক শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কবি সুভাষ এবং দম দম থেকে ২২.৪০ ঘন্টা উভয় দিকে পরিচালিত বিশেষ রাতের পরিষেবাগুলির জন্য যাত্রীদের দ্বারা ভ্রমণ করা দূরত্ব নির্বিশেষে প্রতিটি টিকিটে ট্রায়াল ভিত্তিতে ১০টাকা- সারচার্জ। (সাপ্তাহিক দিনে) ০১.০১.২০২৫ (বুধবার) থেকে। এই বিশেষ পরিষেবাগুলির দখল খুবই খারাপ হয়েছে। সাধারণ পরিষেবার পরে পরিচালিত সমস্ত বিশেষ রাতের পরিষেবাগুলির জন্য প্রতিটি টিকিটের উপর ১০টি সারচার্জ ধার্য করা হবে। এই পরীক্ষামূলক সারচার্জ যথাসময়ে পর্যালোচনা করা হবে।

চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ভেন্টিলেশনে রয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ সোমবার রাত থেকেই ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কাকু'কে। তাঁর চিকিৎসার জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি মেডিক্যাল টিম। তাদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখা হচ্ছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-র হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। সেই মামলায় কিছু দিন আগে তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। কিন্তু সিবিআই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেয়। সিবিআই হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কালীঘাটের কাকু আবার প্রেসিডেন্সি জেলে ফিরে গিয়েছিলেন। সোমবার নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ইডির মামলায় চার্জ গঠনের কথা ছিল বিচার ভবনে। চার্জ গঠনের সময় ' আদালতে হাজির দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।

বিখ্যাত মেকআপ শিল্পীর উদ্যোগে রাইজিং স্টার ২০২৫এর পুরস্কার বিতরণ

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,৩১ ডিসেম্বর ঃ মেকআপ শিক্ষা গ্রহন করে বিকল্প জীবিকা নির্বাহের পথ দেখিয়ে চলছে মেকআপ শিল্পী মনিমালা মন্ডল। মনিমালা দ্যা মেক ওভার একাডেমীর বর্ষ শেষের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো হাওড়া জেলার শ্যামপুরে। বুধবার ২০২৪এর শেষ দিনে বিখ্যাত মেকআপ শিল্পীর উদ্যোগে রাইজিং স্টার ২০২৫এর পুরস্কার বিতরণ। উল্লেখ্য মেকআপ শিল্প হলো একটা বিকল্প রোজগার ব্যবস্থা, সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন স্নাতকোত্তর মেকআপ শিল্পী মনিমালা মন্ডল, হাওড়া জেলার শ্যামপুর থেকে শুরু করে একাধিক শাখার মাধ্যমে মেকআপ শিল্পকে কিভাবে বিকল্প জীবিকা হিসেবে নেওয়া যায় সেটা মনিমালা দ্যা মেকওভার একাডেমীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একাডেমীর ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিভাগের শংসাপত্র ও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সিরিয়ালখ্যাত শিল্পী অনন্যা বিশ্বাস, হাওড়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ শ্রীধর মন্ডল বলেন মেকআপ শিল্পী মনিমালা মন্ডল এক নতুন দিক উন্মোচন করেছেন,শ্যামপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রশান্ত কুমার দাস, শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নবকুমার সাঁতরা, কৃষ্ণেন্দু পুরকাইত, অধ্যাপক গোবিন্দ বর্মন, মেকআপ শিল্পী পিউ হালদার সহ একাধিক ব্যক্তিত্ব।

বর্ষশেষে শিবপুর কৃষ্ণা ডান্স একাডেমির নৃত্যানুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বর্ষ শেষে শিবপুর কৃষ্ণা ডান্স একাডেমির পঞ্চম বর্ষের নৃত্যানুষ্ঠান খুব সাড়ম্বরে পালিত হল হাওড়ার শরৎ সদনে। অসাধারন নৃত্য শৈলীর দক্ষতায় উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে নেয় শিশু থেকে কিশোর এমনকি বড়রাও। নৃত্য পরিচালক উমা মণ্ডল, সমীর খান ও রাখি সহ অন্যান্য নৃত্য পরিচালকরাও নজর কাড়া পরিবেশণ করেছেন বাংলার মাটির গানে, আধুনিক গানের এবং গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আশা ভোঁসলে কে উৎসর্গকৃত গাওয়া অনন্য গানগুলি নিয়ে নৃত্যের ডালি। সৃজনী সরকারের একক নৃত্য মেরে ঢোলনা এবং কৃষ্ণা ডান্স একাডেমির ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের নাচ এক কথায় বেশ আনন্দদায়ক। এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার মুখপাত্র প্রদীপ মুখার্জী, সহ সভাপতি দেবব্রত মণ্ডল, সংবর্ধিত হলেন সুধীন চ্যাটার্জী, ,ড সুজয় চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ দাস, গোবিন্দ সাহা, রাহুল মণ্ডল, সমাজসেবী সনজি সিং রাজবংস সহ আরো অনেকে।

বর্ষবরণ এবং নিউ ইয়ার উপলক্ষে আজ ও বুধবার টানা দু'দিন কড়া নজরদারি থাকবে হাওড়া শহরে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বর্ষবরণ এবং নিউ ইয়ার উপলক্ষে মঙ্গল ও বুধবার টানা দু'দিন কড়া নজরদারি থাকবে হাওড়া শহরে। এরজন্য রাস্তায় নামানো হচ্ছে পুলিশের অতিরিক্ত ফোর্স। গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে চলবে পুলিশের নাকা চেকিং। ইভটিজিং রুখতে শপিং মল, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থাকবে মহিলা পুলিশের উইনার্স টিম ও পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান। এবিষয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের যুগ্ম কমিশনার কে শবরী রাজকুমার বলেন, শহরের সমস্ত শপিং মল, ফেরিঘাট, বাস স্ট্যান্ড, পিকনিক স্পটগুলিতে এবার অতিরিক্ত নিরাপত্তা নেওয়া হচ্ছে। শহরের মোট ছয়টি জায়গায় হাওড়া সিটি পুলিশের কিরণ অ্যাম্বুলেন্স রাখা হচ্ছে। পুলিশের এইচআরএফএস এবং পিসিআর গাড়িগুলি অতিরিক্ত মোতায়েন করা হচ্ছে। কমিশনারেটের সব থানা, পুলিশ ফাঁড়ি এবং পুলিশ লাইনস বাদে অতিরিক্ত আরও ৩০০ পুলিশ ফোর্স শজরের রাস্তায় নিরাপত্তার কারণে মোতায়েন করা হচ্ছে। শহরের শপিং মলগুলির সামনে চেকিং চলবে। মদ্যপান করে কেউ গাড়ি চালাচ্ছে কিনা বা বেপরোয়াভাবে কোনও গাড়ি চালানো

মহিলা পুলিশের উইনার্স টিম এবং পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান মোতায়েন থাকবে। পুলিশের ই-বাইক টিমও মোতায়েন করা হচ্ছে। এছাড়াও পুলিশের ড্রোন প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের টিম থাকছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ ১২টি স্থানে নাকা হচ্ছে কিনা সেগুলো পুলিশ পরীক্ষা করে দেখবে। হাড়ার বেলেপোল, হ্যাংসাং ক্রসিং, ক্যারি রোড, সাঁতরাগাছি মোড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু এলাকায় পুলিশের অতিরিক্ত নজরদারি থাকবে। শহরের সর্বত্রই পুলিশের নজরদারি চলবে বলে জানানো হয়েছে।

চিকিৎসকরা গ্রামে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে না যান তাঁদের বেতন বন্ধ হয়ে যাবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ চুক্তিভিত্তিক সিনিয়র চিকিৎসকরা যদি গ্রামে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা দিতে না যান তাঁদের বেতন বন্ধ হয়ে যাবে। এই মর্মে আদেশনামা জারি করেছে স্বাস্থ্যদপ্তর। তাতে রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজের অ্যাকাউন্ট অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হযেছে জেলা, মহকুমা, স্টেট জেনারেল বা গ্রামীণ হাসপাতালে নির্ধারিত সময়ে বন্ড সার্ভিসের চিকিৎসকরা না গেলে তাঁদের ভাতা বন্ধ করে দিতে হবে। প্রসঙ্গত বন্ড সার্ভিসের তিন বছর এসআ'রা মাসে ৬৫ থেকে ৭৫ হাজার টাকা করে ভাতা পান।

পাশের পর স্বাস্থ্যদপ্তরের অধীনে কর্মরত সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারদের সংখ্যা ১ হাজার ১০০'র বেশি। তাঁদের ক্ষেত্রেই নয়া আদেশনামা কার্যকর হচ্ছে। পাশাপাশি, যেসব মেডিক্যাল কলেজে তাঁরা পড়ছেন, সেখানকার অধ্যক্ষ- উপাধ্যক্ষরাও শাস্তির মুখে পড়তে পারেন।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রার্থনা ইস্কন কলকাতায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরিবেশ। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং শান্তি কামনায় মঙ্গলবার প্রার্থনার আয়োজন করা হয় ইস্কন কলকাতায়। ইস্কনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য ভক্তরা এই প্রার্থনায় অংশ নেন। ইস্কনের পক্ষ থেকে ভক্তরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বাংলাদেশে হিন্দুদের সুরক্ষার দাবি জানান। বাংলাদেশি হিন্দুদের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন এবং দেশটিতে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। ইস্কনের মুখপাত্র রাধা রমন দাস জানান, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যেসব নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, তা যেন ২০২৫ সালে পুনরাবৃত্তি না হয়। তিনি আরও বলেন, আমরা চাই, সে দেশে শান্তি ফিরুক এবং হিন্দু ধর্ম পালনের পথে যেসব বাধা আছে, তা দূর হোক। উল্লেখ্য, চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের একটি মামলার শুনানি আগামী ২ জানুয়ারি। তার আগেই তাঁর মুক্তির দাবিতে প্রার্থনা করেন কলকাতা ইস্কনের ভক্তরা। মঙ্গলবারের এই প্রার্থনায় উপস্থিত ভক্তদের একটাই আবেদন, বাংলাদেশে যেন আবারও শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরে আসে। ইস্কন কলকাতার এই উদ্যোগ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর চলা অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক দৃঢ় বার্তা দিয়েছে এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়েছে।

শীঘ্রই নামতে পারে পারদ, নতুন বছরেই বঙ্গে ফিরবে শীতের আমেজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ নতুন বছরের শুরুতেই শীতের চেনা ছন্দ ফিরতে পারে পশ্চিমবঙ্গে। পৌষের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছে গেলেও এখনও পর্যন্ত জাঁকিয়ে শীতের দেখা মেলেনি। উল্টে কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হয়েছে। বড়দিনেও তাপমাত্রার পারদ ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে উপরে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ইংরেজি নতুন বছরের শুরু থেকেই তাপমাত্রার পারদ নামতে পারে। তবে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা এখনই নেই। আগামী কয়েক দিনে তিন থেকে চার ডিগ্রি নামতে পারে পারদ। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। তার পরের তিন দিনে তিন থেকে চার ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে উত্তর এবং দক্ষিণের প্রায় সব জেলাতেই। আপাতত রাজ্যের কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। মোটের উপর শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে সর্বত্র।

রেলের কর্মচারীদের জ্যাকেটে লাগানো স্ক্যানার দিয়ে টিকিট বানাতে পারবেন যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ মহা কুম্ভ ২০২৫ কে মাথায় রেখে উত্তর মধ্য রেলওয়ে প্রয়াগরাজে আগত ভক্তদের সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। উত্তর মধ্য রেলওয়ের প্রয়াগরাজ ডিভিশন ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিকিটিং প্রক্রিয়াকে সহজ ও সহজ করার জন্য একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ চালু করেছে। মহা কুম্ভ চলাকালীন, রেলওয়ের বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মযোগী প্রয়াগরাজ জংশনে বিশেষ দায়িত্বে থাকবেন এবং সবুজ জ্যাকেট পরবেন। এই জ্যাকেটগুলির পিছনে একটি কিআর কোড খোদাই করা হবে, যা ভক্তরা তাদের মোবাইল দিয়ে স্ক্যান করতে পারেন এবং সরাসরি UTS (আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম) মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করতে পারেন। এই অ্যাপটি যাত্রীদের লাইনে না দাঁড়িয়ে অসংরক্ষিত টিকিট বুক করতে দেবে। এই

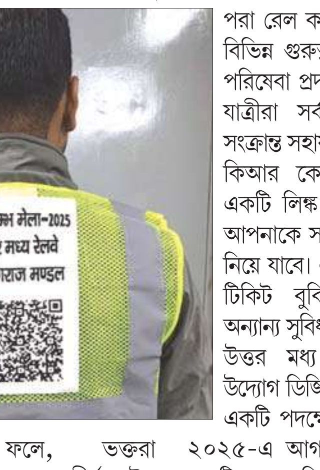

উদ্যোগের ফলে, ভক্তরা রেলস্টেশনে ভিড় এবং দীর্ঘ লাইন এড়িয়ে সহজেই টিকিট পেতে সক্ষম হবেন। ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে টিকিট বুকিংয়ের এই প্রক্রিয়াটি কেবল সময়ই সাশ্রয় করবে না, মহা কুম্ভের সময় লক্ষ লক্ষ ভক্তদের ঝামেলামুক্ত অভিজ্ঞতাও দেবে। সবুজ জ্যাকেট পরা রেল কর্মীরা স্টেশনে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাদের পরিষেবা প্রদান করবেন, যাতে যাত্রীরা সর্বত্র টিকিট বুকিং সংক্রান্ত সহায়তা পেতে পারেন। কিআর কোড স্ক্যান করলে একটি লিঙ্ক পাওয়া যাবে, যা আপনাকে সরাসরি UTS অ্যাপে নিয়ে যাবে। এর মাধ্যমে যাত্রীরা টিকিট বুকিংয়ের পাশাপাশি অন্যান্য সুবিধাও নিতে পারবেন। উত্তর মধ্য রেলওয়ের এই উদ্যোগ ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দিকে একটি পদক্ষেপ এবং মহা কুম্ভ ২০২৫-এ আগত ভক্তদের জন্য একটি বড় স্বস্তি হিসাবে প্রমাণিত হবে। রেলের এই প্রচেষ্টা তীর্থযাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে আরও স্মরণীয় করে তুলবে।

সরব হয়েছেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ এ রাজ্যেও ভাতা বাড়ানোর দাবি করা হয়েছে। সরব হয়েছেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা। অপরদিকে, নাখোদা মসজিদের ইমাম আবার তাঁদের জন্য কুড়ি হাজার টাকা ভাতা চাইলেন। ভাতা বাড়ুক চাইছেন পুরোহিতরাও। ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ইব্রাহিম সিদ্দিকি বলেন, কেজরীবাল ভাল কাজ করেছেন। বাংলায় এটা হবে না কেন? এখানে পুরোহিতরা আছেন, ইমাম, মোয়াজ্জেমরা আছেন। এখানেও ভাতা বাড়ানো উচিত। আমাদের বলার আগেই তো এই ভাতা বাড়ানো উচিত ছিল। এখন এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে কীভাবে চলবে? তাই আমি আশা করি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোহিত ভাতা, ইমাম ভাতা,মোয়াজ্জেম ভাতা বাড়াবেন। আমি দাবি করছি এই ভাতা বাড়ানো হোক। তিনি আরও বলেন, এখানে কেউ কোনও কথা বলছেন কি না উনি দেখছেন।

অবসরপ্রাপ্ত নন-গেজেটেড রেলওয়ে কর্মচারীকে গোল্ড প্লেটেড মেডেল, সেটেলমেন্ট অ্যামাউন্ট ফর্ম এবং সার্ভিস সার্টিফিকেট দেওয়ার সময় চিফ পার্সোনেল অফিসারআই.আর. মিঃ অবধেশ কুমার।

তেলেঙ্গাবাগানে বাসের ধাক্কা মহিলাকে, উত্তেজনা এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ তেলেঙ্গাবাগান এলাকায় রাস্তা পেরনোর সময় মহিলাকে ধাক্কা বারাসত-হাওড়া রুটের বাসের। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা এলাকায়। ঘটনায় ব্যাপক যানজট বিধাননগর এলাকায়। মঙ্গলবার সকাল ১১ টা নাগাদ তেলেঙ্গাবাগান এলাকায় বাসস্ট্যান্ডের সামনের এল ২৩৮ এর বাস রেষারেষি করছিল। সেই সময় এক মহিলা বাজার করতে যাওয়ার সময় রাস্তা পেরোচ্ছিলেন। তখনই এল ২৩৮- এর বাসটি বেপরোয়া গতিতে সামনে চলে আসে। ধাক্কা মারে ওই মহিলাকে। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন তিনি। এরপরই উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। উত্তেজিত জনতা বাস ভাঙচুর করেন। তাঁদের বক্তব্য, এই এলাকা এমনিতেই যানজটপূর্ণ। মাঝে মধ্যেই বিধাননগরের এই এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। কখনও বাস থেকে যাত্রী নামানোকে কেন্দ্র করে বচসা হয়। কখনও বা দুই বাসের রেষারেষি চলে। পুলিশ-প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলেছেন তাঁরা। এলাকার বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে পৌঁছন ঘটনাস্থলে। তিনি বলেন, ট্রাফিক নিয়ম না মেনে রাস্তা পার হলে জরিমানা করা উচিত। মানুষের মধ্যে সচেতনতা কম। শিক্ষিত লোকজনও এমন করেন।

সুস্থ রয়েছে বাঘিনী জিনাত, পর্যবেক্ষণে চিকিৎসক দল

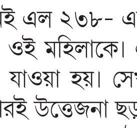

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার আলিপুর চিড়িয়াখানা সূত্রে জানা গেছে, বাঘিনী জিনাত বর্তমানে সুস্থ থাকলেও খাওযার প্রতি তার অনীহা লক্ষ্য করা গেছে। গত ৯ দিন ধরে এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে ঘুরে ক্লান্ত জিনাত, যা তার খাদ্যাভ্যাসে প্রভাব ফেলেছে বলে চিকিৎসকদের ধারণা। গতকালই তিনজন চিকিৎসকের একটি বিশেষ মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে, যারা জিনাতের শারীরিক অবস্থার উপর নজরদারি চালাচ্ছেন। এছাড়াও, ওড়িশা থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল কলকাতায় এসে রাজ্যের চিকিৎসক দলের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এই ধরনের ক্লান্তি ও খাবারে অনীহা স্বাভাবিক এবং এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই। জিনাতকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও যত্ন দেওয়া হচ্ছে। তার স্বাস্থ্যের আরও উন্নতির জন্য আগামী ৭-৮ দিন তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। এরপর দুই রাজ্যের বন দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জিনাতকে আবারও সিমলিপাল জাতীয় উদ্যানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তার নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিশ্চিত করতে কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবনের মৎস্যজীবি ও বাঘে ক্ষতিগ্রস্থদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে মৈপীঠে প্রতিবাদ সভা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের ন্যায্য পাওনার দাবীতে ও জীবন জীবিকার অধিকার কো। নেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এপিডিআরের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা হয়ে গেল মঙ্গলবার বিকালে কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ উপকূল থানার পেটকুলচাঁদ এলাকায়। এদিন এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন এপিডিআরের রাজ্যে সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর,এপিডিআরের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক আলতাফ আহমেদ, এপিডিআরের দ২ৃ৪ পরগনা জেলা কমিটির সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল, সোনারপুর শাখা সম্পাদক দেবাশীষ ভট্টাচার্য, শুভ্র মল্লিক সহ আরো অনেকে।এদিন এই প্রতিবাদ সভায় অংশ নিয়ে এপিডিআরের রাজ্যে সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর বলেন,সুন্দরবনের মস্যজীবী দের উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর এই সরকার।আমরা দেখছি এই সরকার ছলে বলে কৌশলে সুন্দরবনে গ্রামসভা গঠন করেন না। কারন এই গ্রামসভা হলে মৎস্যজীবী,বনজীবী মানুষের উপর বনদপ্তরের চাপিয়ে দেওয়া জোরজুলুম বন্ধ করতে হবে। সরকার জবরদস্তি বন্ধ করতে চায় না। তাই তো কুলতলির জর্জের হাটের আবুরালির মোল্লার মতন মস্যজীবী মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ২০২৩ সালে। ২০২৪ শেষ হলো। ২০২৫ শুরু হলেও তাঁর মৃত্যু সরকার ঘোষণা করলো না। দেওয়া হলো না তাঁর মৃত্যুর শংসাপত্র। তাঁর স্ত্রী পেলেন না বিধবার স্বীকৃতি। গত দশ বছরে ২০০ জনের বেশি বাঘে আক্রান্ত হলেও ৫ও ক্ষতিপূরন পায়নি। বর্তমানে কুলতলির হরিপদ দাস বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত। চিকিৎসা চলছে গত ৬ মাস ধরে কলকাতার পিজি হাসপাতালে । শুকদেব সাঁপুই এর চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। গোসাবার এক জন মৎস্যজীবীর চিকিৎসা চলছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। এই ২০২৪ সালে ১৮ জন মসজীবী বাঘে ও কুমিরে আক্রান্ত হয়েছে। তাঁর মধ্যে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। কারও পরিবার কোনো সরকারি ক্ষতিপূরন পায়নি। মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআরের সহযোগিতায় কাঁটামারির দিলীপ সরদার ও মৈপিঠ নগেনাবাদের অমল দন্ডপাঠ হাইকোর্টের রায়ে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরন পেয়েছেন। রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ফরেস্ট ভলেন্টিয়ার নেওয়া হলো মাত্র অল্প কিছু। বাকি শয়ে শয়ে নিহতের পরিবার দরখাস্ত করে অফিস গিয়ে গিয়ে জুতোর শুকতলা শেষ হয়ে গেছে। গত বছর কুলতলির বনদপ্তর থেকে মহুল পাস প্রথমে বন্ধ করা হলো। শেষের দিকে পাশ দেওয়া শুরু হলো।যাচাই করা হলো মস্যজীবীদের মনোভাব। একই রকম কুলতলির আশেপাশের নদীগুলো, জঙ্গলগুলো কোর জোন ঘোষণা করে চলছে। কোর জোন মানে নিষিদ্ধ এলাকা। আপনার অলক্ষ্যে আপনি টেরও পাচ্ছেন না। বেশি দিন নয়, জাল গোটানোর কাজটা এবার শুরু হবে। শুরু হবে উখাত। মানুষ জীবিকা হারাবে। মৎস্যজীবী নদী, জঙ্গল হারাবে। গত লকডাউনেপ্রমান পেয়েছি জীবিকা হারালে কী হয়! হাজার হাজার মানুষের ঘরে ফেরার দৃশ্য। পরিযায়ী শ্রমিক, অসহায়। নদী জঙ্গলে মস্যজীবী দের উপর জলদস্যুর আক্রমণ দেখেছি, তাঁরসঙ্গে বনদপ্তরে অত্যাচার। ফাইন করা, নৌকা কো। নেওয়া সহ মারধরের মতো ঘটনা আমরা এই বছরেই দেখলাম। বনদপ্তরের এক রক্ষীর জলদস্যুর হাতে নৃশংস হত্যার মতো ঘটনাও ঘটলো। আমরা দেখেছি এই ডিসেম্বর মাসে ছয় সাত বার গ্রামে বাঘ ঢুকে যাওয়া। একটি স্কুল পাুয়া ছেলে নিজের বা।রি সামনে বাঘের আক্রমণ আক্রান্ত হয়। আমরা দেখেছি গ্রামের মায়েদের নদী কাদায় ম্যানগ্রোভ রোপণ, অথচ সেই টাকা আজও তাঁরা পায়নি। সমস্ত বিষয়টি মানুষকে বোকা বানানোর চক্রান্ত। তাই আসুন জোট বাঁধুন। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন। প্রতিবাদ জানান। নিজের প্রাপ্য অধিকার, জীবন জীবিকার অধিকার আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা নিন্।

শিক্ষক শিক্ষিকাদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের উপরে বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য সরকার আগামী নতুন শিক্ষাবর্ষে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের উপরে বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে যে অ্যাকাদেমিক ক্যালেন্ডার ও টিচার্স ডায়রি প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহারের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষিকারা ক্লাস ও ল্যাবের ভিতরে ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না বলে জানানো হয়েছে। পড়াশুনোর সুবিধার জন্যে ক্লাসে মোবাইল ব্যবহার করতে হলে প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকা সহ সব কর্মীদের সকাল ১০ টা ৩৫ মিনিটের মধ্যে বিদ্যালয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। এরপরে লেটমার্ক প।বে। ১০ টা ৪০ মিনিটে প্রার্থনা শুরু হবে। ১১ টা পনেরো মিনিটের মধ্যে কোন শিক্ষক, শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে না এলে তাকে অনুপস্থিত ধরা হবে। সাপ্তাহিক দিনগুলিতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিকাল সাড়ে চারটে পর্যন্ত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

জুয়ার টাকা না দেওয়ায় নিজের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পলাতক স্বামী

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ জুয়া খেলতে দিতে হবে আবাসের টাকায়, না দেওয়ায় নিজের বাড়িতেই আগুন লাগালো স্বামী। সওকাত গাজী সবসময় মদ জুয়ার আসরে টাকা ওড়ায়। স্ত্রী লালমনি গাজী প্রতিবাদ করলে তাকে মারধর করে। সম্প্রতি লালমনির একাউন্টে আবাস যোজনার ৬০হাজার টাকা ঢুকেছে। সেই টাকাই নেওয়ার চেষ্টা করেছিল স্বামী সওকাত। টাকা দিতে অস্বীকার করায় স্ত্রীকে মারধর করে নিজের বাড়িতেই আগুন লাগিয়ে দেয়। সোমবার রাতে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় ক্যানিং থানার তালদি পূর্ব শিবনগর এলাকায়। রাতেই স্বামীর বিরুদ্ধে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন লালমনি। খবর পেয়েই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে অভিযুক্ত এখনো পলাতক।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩২ সংখ্যা, বুধবার ১৬ পৌষ, ১৪৩১

নববর্ষ স্বাগত

ইংরেজির নববর্ষ বাঙালিদের একটি প্রিয় দিন। ২৫ ডিসেম্বর বড় দিনের পরই হচ্ছে ১ জানুয়ারি। ২০২৫ সাল মানেই হল আশা ভরসার সাল। সেটাই আকাঙ্খা করে বাঙালিরা। ২০২৪ সালকে বিদায় গিয়ে গীর্জা ঘণ্টা ধ্বনির মধ্যে দিয়ে ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারিকে স্বাগত জানায় বাঙালি থেকে শুরু করে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরা। ইংরেজির নববর্ষ বাঙালির বৈশাখের চেয়ে কোনও অংশে মর্যাদা কম পায় না। বৈশাখের নববর্ষে বাঙালিরা বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রেখে সেই উৎসব পালন করে থাকে। আর ইংরৈজি নববর্ষ মানেই একটু সাহেবিয়ানা বজায় রাখা। সাহেব পাড়া পার্ক স্ট্রিট ঝলমল করে ওঠে। অ্যালান পার্কে ইংরজি নববর্ষ পালন করা হয়ে থাকে। 'জিঙ্গল বেল জিঙ্গল বেল' সমবেত সঙ্গীত বাজতে শুরু করে। মেরি ক্রিস্টমাস। অতীতের কলকাতা তখন দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণ কলকাতার পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে একেবারে চৌরঙ্গী পর্যন্ত ছিল সাহেব পাড়া। উত্তর কলকাতা ছিল নেটিভ শহর। সাহেব পাড়ায় তখন নিউ ইয়ার্স অনুষ্ঠান শুরু হলেও নিউ মার্কেট সাজতে শুরু করে দিত। এখনও সেই রীতি বহাল রয়েছে। বাঙালিরা ইংরেজি নববর্ষ এখন তাদের একটি অন্যতম সেরা উৎসব বলে মনে করে। এটা কিন্তু শুধু মাত্র সাহেবদের নববর্ষ নয়। এটা বাঙালি তথা ভারতীয়দের আর একটি নববর্ষ। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যের তাদের নিজস্ব ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অন্য একটি নববর্ষ পালন করা হয়ে থাকে। ইংরেজি নববর্ষ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বছরে দুইবার নববর্ষ পালন করে থাকে ভারতীয়রা। বাংলা নববর্ষ রসগোল্লা থেকে শুরু করে সন্দেশ ভোজন এবং গণেশ পুজো বেশ সমারোহে পালন করা হয়ে থাকে। আর ইংরেজি নববর্ষে চলে চপ, কাটলেট, ফ্রিস ফ্রাই সঙ্গে একটি হালকা করে ওয়াইন। প্রায় বাংলার অধিকাংশ বাড়িতে এইদিন আবার কেক খাওয়ার দিন। ২৫ ডিসেম্বর কেক কাটা হয় বাঙালিদের ঘরে। আবার ইংরেজি বছরের প্রথম দিনও সকাল বেলায় কেক কেটে প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। বাঙালিরা বেশ একটি ভোজন রসিক। ভোজনে খুবই পক্ক। বিভিন্ন পদে রান্না করতে বাঙালিরা গিন্নিরা সিদ্ধহস্ত। কোনও উৎসব উপস্থিত হলেও হল। বাড়িতে শুরু হয় নিত্য নতুন রান্নার আয়োজন। প্রতিটি উৎসবের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রান্না করা হয়ে থাকে। পৌষ উৎসবে পিঠে পুলি, পাটিসাপ্টা। ইংরেজি নববর্ষে চপ, কাটলেট, ফ্রিস ফ্রাই,চাইনিজ খাবার। বাংলার নববর্ষ উৎসবে লুচি, বেগুন ভাজা, মাছের ঝোল. চাটনি, পায়েস ইত্যাদি। সরস্বতী পুজোতে খিচুরি, লুচি, বেগুনি, ফুলকপির ডালনা। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন থাকে অরন্ধন। সেদিন কারোর বাড়িতে রান্না হয় না। পান্তা ভাত, ইলিস মাছ ভাজা, চালতার ডাল দিয়ে খাওয়া চলে। প্রতিটি পুজোতে বিশেষ বিশেষ পদের রান্নার আয়োজন থাকে। ইংরেজি নববর্ষ মানেই একটি নিজেকে সাহেব বলে মনে করা। পার্ক স্ট্রিটতে গিয়ে ঘুলে বেড়ানো। আলোর রোশনাই দিয়ে সাহেব পাড়াকে সাজিয়ে তোলা হয়। বাজে গির্জা ঘন্টা। সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালে লোকের সমাগম হয়। প্রভু যিশুকে তখন মনে হয় কোনও ভারতীয় দেবতা। চলে তার আরাধনা। এদিন আবার কেউ কেউ গীর্জা ঘুরে কালীঘাটে গিয়ে মা কালী দর্শন করে আসে। মা কালী হচ্ছে সব উৎসবের দর্শনীয়। তিনি সব উৎসবের প্রয়োজনী দেবী। সেই কারণে তাঁরৈ পুজো করতে সবাই উৎসবের দিন একবার উপস্থিত হয়। বো ব্যারাকে থাকে অ্যাংলো সাহেবরা। তারা আবার ফিরিঙ্গি কালীর পুজো দিয়ে থাকে। প্রভু যিশুর সঙ্গে ফিরিঙ্গি কালীও পুজিত হন। ফলে ইংরেজি নববর্ষ বাঙালিয়ানার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। বাঙালির আর একটি পার্বণ।

নতুন দিশা দেখাচ্ছে ভারত

বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে উদ্ভাবন, অগ্রগতি এবং সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে ভারত। আজকের 'অপরিহার্য ভারত' , এর পথ আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সীমারেখার বাইরেও প্রসারিত হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থান নির্ধারণে দেশের মূল সারবত্তাকে তুলে ধরছে। এই পথ পরিক্রমার মধ্যে রয়েছে , সৃজনশীলতা, কৌশলগত বোঝাপড়া এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিক প্রয়াস। কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ভারতকে এক উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ভাবনার পিছনে রয়েছে, ২০৭৫ সালের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসাবে তুলে আনা। ফিনান্সিয়াল টাইমস্-এর অনুমান অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের ক্রয় ক্ষমতা আমেরিকার তুলনায় ৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। 'অপ্রতিরোধ্য ভারত' শ্লোগানের মাধ্যমে যে প্রচারাভিযান শুরু হয়েছিল, বর্তমানে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সেই দেশ নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারতের এই যাত্রার মধ্যে রয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিক একগুচ্ছ পরিবর্তন। ভারতের ডিজিটাল এবং এআই দক্ষতা কোটি কোটি নাগরিককে আধার পরিচয়পত্র প্রদানের মধ্যে দিয়ে ভারতের ডিজিটাল যাত্রা শুরু হয়েছিল। যখন ইউরোপের অনেক দেশকে পরিচয় যাচাইয়ের মতো বিষয় নিয়ে ১৮ মাস পর্যন্ত হিমসিম খেতে হয়েছে, তখন ভারতের জ্যাম ত্রয়ী বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক সুবিধা বন্টনের প্রকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১.৩ বিলিয়ন ভারতবাসীর হাতে এখন ডিজিটাল পরিচয়পত্র রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ দৈনন্দিন কাজে ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ভারত একটি প্রকৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করেছে। ভারতের ডিজিটাল গণ পরিকাঠামো আর্থিক লেনদেনে গতি আনার পাশাপাশি, দেশব্যাপী টিকা প্রদানের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভুমিকা নিয়েছে। অন্তর্ভুক্তি, সুরক্ষা এবং উন্নয়ন , এই তিনটি মূল নীতির উপর ভিত্তি করে দেশের আর্থিক অগ্রগতি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

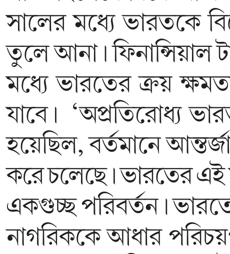

মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। ভবতারিণী জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের জোরে সবাই জগতে টিঁকে রয়েছে। না হলে এই পৃথিবীতে কেউই চিরকারে জন্য বসবাসহীন হতো। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়।

বাংলার নবজাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে বাঙালি নারীদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকাই বাংলার সুনাম বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলায় নারী মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার এনে দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বিদ্যাসাগরও রাজা রামমোহন রায়ের অসমাপ্ত কাজকে সম্পূর্ণ করে যান। নারী মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই বাংলায় নারী জাগরণ শুরু হয়েছিল। সতী দাহ প্রথার বিলোপ এবং বিধবা বিবাহ এবং বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সমাজবিদরা তাতে নারীরা মনে মনে ক্রমশ সাহস অবলম্বন করতে শুরু করে। শিক্ষা গ্রহণ করে করে নারীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছিল। বেথুন স্কুলে ছাত্রী কাদম্বনী দেবী থেকে শুরু করে সরলা দেবী ঘোষাল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন দেশে নারী শিক্ষার অগ্রগতি করতে। ফলে নারীরা পুরুষ শাসিত সমাজের মধ্যে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা দাবি করতে থাকে।

বাংলায় নারী মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় প্রথমে। তার পরে এসেছেন বিদ্যাসাগর এবং রানি রাসমনি। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেন এবং বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ এবং বহু বিবাহ রোধ করার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন এবং বহু বিবাহকে রোধ করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। রানি রাসমনি হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের রাস্তকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি নারী মুক্তির আন্দোলনকে জোরদার করতে চেষ্টা করেন। তার জন্য তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে সব বিষয়ে সহযোগিতা করতে থাকেন। বাংলার নবজাগরণের সুচনা লগ্নে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় এসে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। রামমোহন সতী দাহ প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তার পিছনে একটি করুণ কাহিনী রয়েছে। রামমোহন সবচেয়ে যাকে ভালোবাসতেন তিনি হলেন বড় ভাই জগমোহন রায়ের স্ত্রী অলকমঞ্জরী দেবীকে। রামমোহনের ওপরে বড় ভাইয়ের স্ত্রীর আন্তরিক ভালোবাসা ছিল। রামমোহন রায় আবার তাঁর বড় ভাইকে খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু সেই বড় ভাই জগমোহন রায় মারা গেলে তাঁর দ্বিতীয় পত্নী অলকমঞ্জরী দেবী সহমরণ গ্রহণ করল রামমোহন এ ব্যাপারে সজাগ হতে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন এই ধরনের নৃশংস হিন্দু প্রথার রোধ করার প্রয়োজন রয়েছে। রাজা রামমোহন রায় মন থেকে তাঁর বড় ভাইয়ের স্ত্রীর জীবন্ত মরণকে গ্রণ করে নিতে পারেননি। তাঁর প্রিয় বউদিটি স্বেচ্ছায় তাঁর স্বামীর চিতায় আত্মহুতি দেবে এটাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেন নি। ইতিমধ্যে কলকাতায় ইংরেজ পণ্ডিতেরা কিন্তু বাংলার সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রাম

করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেছে। ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার বুকানন সতী প্রথার নির্মমতার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ডাক্তার বুকাননের চেষ্টায় উক্ত কলেজের অধ্যাপক কোলব্রুক ও উইলিয়াম কেরির তত্ত্বাবধানে ১৮০৪ সালে কলেজের দশজন হিন্দু পণ্ডিতদের নিয়ে ছয় মাসের জন্য কলকাতার বিভিন্ন শ্মশানঘাটে দাহকারীদের শাস্ত্র প্রমাণ ও বিচার তাত্ত্বিক তর্কবিতর্ক করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সতী প্রথা যে হিন্দু ধর্মে নিষিদ্ধ সেটা প্রমাণ করিয়ে দাহ থেকে মহিলাদের রক্ষা করার চেষ্টা করে শুরু করে দিয়েছিলেন এই সব ব্রিটিশ পণ্ডিতেরা।

সেই সমস্ত শাস্ত্র প্রমাণ 'শুদ্ধি সংগ্রহ' নামে একটি বইতে প্রকাশ করা হয়। (Vide Buchuanan's Christan Research in Asia (pp.39-42) and Memoirs of the Expediency of an Ecclesiastical Establishment (pp 114-115) প্রথা যে হিন্দু রেভারেন্ড ক্লডিয়াস বুকানন লেখার বইটি " " নামে বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের পাতায় লেখা রয়েছে - "The laws of the Hindoos, concerning the female sacrifice are collected in a book called Sodhee Sugrah .... on the comparison of these passages with the present practice of burning women in Hindoostan, little similarity will be found either in principle or ceremonial. In many particulars of the existing custom, the Hindu directly vilolate the laws of their religion. But all vows are optional. The committing of muder in consequence of a vow, oes not lessen the guilty".

বাংলায় মিশনারীরা এবং ইংরেজ পণ্ডিতেরা যখন সতী প্রথা বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছেন তখন ভারতের গর্ভনর জেনালের ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। তিনি জানতে চেষ্টা করলেন যে এই ধরনের অস্বাভাবিক ও নৃশংস প্রথার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করার কোনও উপায় রয়েছে কিনা। সে সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধান করতে শুরু করে দিলেন তিনি। তিনি আদেশ দিলেন ভারত সরকারের বিচার বিভাগের সচিব ডডসওয়েল সাহেব এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে। ডডসওয়েল সাহেব তখন নিজামত আদালতের রেজিস্ট্রার গুড সাহেবকে আদালতের পণ্ডিতদের কাছে সতী প্রথার হিন্দুধর্মানুমোদিত কিনা তার অনুসন্ধান করার জন্য ১৮০৫ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে একটা চিঠি লেখেন। নিজামত আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্ম্মা এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে-''যাঁহারা পত্যনুগমনের জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহাদের অত্যন্ত শিশু সন্তান থাকিলে, অন্তঃসত্ত্বা হইলে, ঋতুকাল হইলে, কিংবা নাবালক অবস্থা হইলে, তাঁহারা সহমৃতা হইবার যোগ্যা নহেন। উপরি উক্ত প্রতিবন্ধকগুলি না থাকিলে সহমৃতা হইকে কোনও নিষেধ নাই। কোনও উৎকট ঔষুধ বা মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া কোন স্ত্রীলোককে সহমরণে উত্তেজিত করা অশাস্ত্রীয় ও লোকাচার বিরুদ্ধ। ঐরূপে অজ্ঞান বা উন্মত্ত করাও অবৈধ। সহমরণের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্কল্প করিতে হয় এবং অন্যান্য কতকগুলি বিধির অনুষ্ঠান করিতে হয়।' এই অভিমত নিজামত আদালত ১৮০৫ সালে ৫ জুন ভারত সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে আসে। (Collection of printed papers relative of Hindoo Widows and Voluntary immolation (H.C) pp. 26-28)

তারপরে ১৮১২ সালে ও ১৮১৭ সলে নিজামত আদালতের পণ্ডিতরা এই বিষয়ে তাদের মত প্রকাশ করেছিলেন। ১৮১৭ সালে মতামতদানকারী পণ্ডিতদের মধ্যে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন অন্যতম। তাঁর এই মতামত দানক ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ মৃত্যুঞ্জয়কে সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনের স্রষ্টা বলে গ্রহণ করতে চান। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারে অনেক আগেই ঘনশ্যাম শর্ম্মা একই মত প্রকাশ করেছিলেন এবং দেখতে পাওয়া গেল যে কেবল মাত্র মৃত্যুঞ্জয় একক ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে অন্য দু'জন পণ্ডিত ছিলেন। আদালতের বেতনভুক্ত কর্মচারীর আদালতের আদেশের আইন সম্পর্কে এই অভিমত প্রদানকে

তাঁদের জীবনের অভিপ্রায় বলা যায় না। তাঁরা যদি সত্যিই অভিমতকে সমাজে প্রচলিত দেখতে চাইতেন তবে এই অভিমত দিয়েই তাঁরা শুধু ক্ষান্ত থাকতেন না, সতীদাহের মতো নৃশংস প্রথা যাতে বিলুপ্ত হয় তার জন্য রীতিমতো আন্দোলন আরম্ভ করে দিতেন। রামমোহন রায় ও তাঁর বন্ধুরা এই প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তুলতে শুরু করলেন মৃত্যুঞ্জয় তাতে যোগদান করেননি। নিজামত আদালতের অভিমত পাওয়ার জন্য ১৮১৩ সালে ২৯ এপ্রিল কতকগুলি অবস্থায় ভারত সরকার সতীদাহ নিবারণ করতে সরকারি কর্মচারিদের আদেশ দেয় এবং ১৮১৫ সালে ৪ জানুয়ারি নিজামত আদালত থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মাদক দ্রব্য সাহায্যে উন্মত্ত করে কোনও মহিলাকে সতী হওয়ার প্ররোচনা দানের ফলে সতী হওয়ার উপক্রম দেখা দিলে তাকে নিবারণের আদেশ প্রদান করে।

রামমোহন রায়ের পর যিনি এগিয়ে এসেছিলেন নারী মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে তিনি হলেন বিদ্যাসাগর। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন করলেন। বিদ্যাসাগর যাতে বিধবা বিবাহ আইন না করতে পারেন তার জন্য তৎকালীন বহু কবি এবং পণ্ডিতেরা এগিয়ে এসেছিলেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বিধবা বিবাহের বিরোধী করতে শুরু করেছিলেন। বিরোধিতা করেছিলেন শোভাবাজারের নবকৃষ্ণদেবের পরিবারের সদস্যরা। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত বহু বিবাহ প্রথা রোধ করার পক্ষে ছিলেন না। রানি রাসমনি বিধবা বিবাহ পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। তিনি বহু বিবাহ প্রথা রোধ করতে তৎপর হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলনকে তিনি সমর্থন করেন। বাবু মতিলাল শীল সেই সময়ে কলকাতার বড় ধনী ছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন করার জন্য সেই সময়ে কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিলেন। কবি মাইকেল বিদ্যাসাগরের নারী মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করেন। তিনি সেই সময়ে 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনা করে নারী শক্তি পরিচয় সবার সামনে তুলে ধরেন। সেই সময়ে কোনও মহিলা মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পেত না। কাদম্বরী গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম মহিলা যিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হয়েছিলেন। প্রথম মহিলা ডক্তার হলেন কাদম্বরী গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলায় নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই। ইংরেজদের আগমনের সময় থেকে বিশেষ করে কলকাতায় জব চার্নকের উপস্থিতির সময় থেকে নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। জব চার্নক সেই সময়ে একটি মহিলাকে সতী হাত থেকে রক্ষা করে বিবাহ করে তাকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। জব চার্নক স্বয়ং সতীদাহ প্রথার বিরোধী ছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির কর্তা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবাই নারী মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে সায় দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও নারীদের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া গিয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত, চরিত্রহীনসহ বিভিন্ন উপন্যাসে তিনি নারী মুক্তির গান গেয়েছেন। সেই সময়ে বাংলার বহু নারী কবি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন প্রিয়ংবদা দেবী, কামিনী রায় প্রমুখ। এরপরে চলে আসি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের অবদান। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। সেই সময়ে বীনা দাসও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মেদিনীপুরের বাসিন্দা মাতঙ্গিনী হাজরাও মহাত্মা গান্ধির অসযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রাণ হারিয়ে ছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীও বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। বাংলার উপন্যাস জগতে আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, মৈত্রীয় বসু সুনাম অর্জন করেছিলেন। নৃত্যে আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করেছিলেন মমতা শঙ্কর, অমলা শঙ্কর প্রমুখ। বাংলা নারী জাগরণের মুল প্রবক্তা ছিলেন রাজা রামমোহন। তবে নারী মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিলেন জব চার্নক। বিদেশিদের সহযোগিতা না থাকলে বাংলার নারী মুক্তি আন্দোলন দ্রুত সম্পন্ন হতো না। বাংলার নারী মুক্তি আন্দোলনে ইংরেজ পণ্ডিতদের অবদানের কথাকে স্বীকার করে নিতে হবে। হিন্দু কলেজের পণ্ডিত ইউলিয়াম কেরির স্ত্রী ছিলেন একজন হিন্দু। তিনি কেরিকে বাংলার সাহিত্য সৃষ্টি করতে উৎসাহ দিয়ে যেতেন। বাংলার নারীদের অবদানের জন্যই ভারতে বাংলার স্থান ছিল সর্বোচ্চ।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর তথ্য সংগ্রহ সংগ্রহশালা

বিশেষ প্রতিবেদক

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিষয়ক সংগ্রহশালা। দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিষয়ক সংগ্রহশালা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। সারা দেশ জুড়ে নেতাজির জন্ম ১৭৫ তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। নেতাজি সম্পর্কে

গবেষণা এখনও শেষ হয়নি। তিনি জীবিত না মৃত্য তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তাঁকে 'ভারতরত্ন' দেওয়া নিয়ে বিস্তার সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। নেতাজি যেসব স্থানে ছিলেন সেই সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হল মণিপুরে আইএনএ মিউজিয়াম। নেতাজিকে বিশদে জানতে গেলে এই সব সংগ্রহশালাকে পরিদর্শন করা অবশ্যই উচিত। নাহলে নেতাজির কর্মদক্ষতা এবং তাঁর কর্মপদ্ধতিতে একেবারে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। আদাজ হিন্দ বাহিনীর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। আজাদ বাহিনীর অধিকাংশ নথিকে নষ্ট করে দিয়ে গিয়েছেন ব্রিটিশ শাসকেরা। তারা নেতাজির কোনও চিহ্নকে অটুট রাখতে দেয়নি। তারা মনে করতো আইএনএ ফৌজ এশিয়া থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে বিতারিত করার বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই কারণে আইএনএ'র কোনও চিহ্নকে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে না। যুদ্ধাপরাধী নেতাজির বিষয়ক প্রদর্শন করাও অপরাধ ছিল। কিন্তু আইএনএ ফৌজ সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য সম্পর্কে জানতে পারা যায় যদি কেউ মণিপুরে মইরাং বিষ্ণুপুর জেলায় স্থাপিত আইএনএ মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। তাহলে আজাদ হিন্দ বাহিনী কতখানি প্রস্তুতি গ্রহণ করে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সমর্থ হয়েছিল। এই মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। যুদ্ধ জাদুঘর নামে পরিচিত। সেখানে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের দুর্লভ ছবি, আইএনএ মানচিত্র, চিহ্ন, কারেন্সি নোট, নেতাজির চিঠি, আইএনএ ব্যাজ এবং জাপানি তাবিজ রাখা রয়েছে। এক হাজারটির বেশি ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্বিতীয় সম্পর্কিত নথি দেখতে পাওয়া যায়। মইরাং মাটিতেই প্রথম নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনী জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই স্থানে আইএনএ জাদুঘর এবং আইএনএ শহিদ স্মৃতি কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়। এটি স্থাপিত করে ভারতের জাতীয় সংগ্রামে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছিল। আইএনএ সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি থেকে শুরু করে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রত্নতত্ত্ব এবং ধ্বংসাবশেষ প্রদর্শন করা হয়েছে। ১৯৪৪ সালে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রয়েছে অস্ত্র, বেয়নেট, হেলমেট সহ বিভিন্ন বস্তু। যারা এখনও এই স্থানটি পরিদর্শন করেননি তাঁদের উচিত হচ্ছে এই স্থানটি দেখা। জাপানি সাম্রাজ্যের পতন এবং আইএনএ বিলুপ্তির সাথে বোস কোষাগারে ১৯৪৫ সালে আনুমানিক ৮০ কেজি সোনা এবং এক কোটি রুপি একটি বাক্সে প্যাক করে তিনি ভিয়েতনামের সায়গন থেকে মাঞ্চুরিয়াতে উড়ে যাওয়া একটি বিমানে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ৯ অক্টোবর ১৯৭৮ এ, জনপথের জাতীয় জাদুঘরে একদল সরকারি আধিকারিক ভারতীয় ইতিহাস থেকে একটি টাইম ক্যাপসুল খোলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকেরা দেখেছিলেন যে জাদুঘরের আধিকারিকেরা এমইএ-এর একটি সিল করা ক্যানভাস ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ খুলেছেন। ভেতরে একটি স্টিলের অ্যাটাচি কেস খুলে সেখান থেকে ১৪টি পাকেজ বের করে। এর ভিতরে সোনার গহণা ছিল যা মহিলারা পরে থাকে। কানের দুল, নাকের স্ট্যাড, সোনার তার, নেকলেসসহ আরও সোনাদানা ছিল। এগুলি আইএনএ কোষাগারের গহনা। ১৯৫২ সালে জাপান থেকে ভারতে এসেছিল এই গহনাগুলি। ইতিহাসবিদ হগ টয় বলেছেন, নেতাজি চেয়েছিলেন জাপানের আর্থিক সহায়তার ওপরে না দাঁড়িয়ে নিজেদের আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে আজাদ হিন্দ সরকার চলবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই গহনা সংগ্রহ করা হয়েছিল ভারতীয় আইএনএ মহিলাদের পাশাপাশি বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় মহিলাদের কাছ থেকে।

কলকাতার হিন্দু স্কুল

কলকাতার হিন্দু স্কুল বাংলার নবজাগরণের অন্যতম সেরা শিক্ষাসদন ছিল। এইখান থেকে পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। শুধু কবি মাইকেল নন, এখানে শিক্ষকতা করতেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তখন এর নাম ছিল হিন্দু কলেজ। পরে হিন্দু কলেজকে দুটো ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। একটি হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং আর একটি হয় হিন্দু স্কুল। এই হিন্দু স্কুলে বহু বিদ্যান বক্তিরা পড়াশুনা করেছিলেন। তারা এখন বহু সরকারি উচ্চপদে আসীন। মাইকেল এবং তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাক এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে হিন্দু কলেজের মধ্যে একটি বিরাট পাঁচিল গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেটা কী কারণে তা জানা যায় না। এই স্কুলের ছাত্র এখন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন। তখনকার কালে হিন্দু স্কুলের নাম সারা ভারতব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল। হিদু স্কুলের ছাত্র ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম কংগ্রেস সভাপতি), বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ছবি বিশ্বাস (অভিনেতা), বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নয়া ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন, ইতিহাসবিদ নিশিথ রঞ্জন রায়, আনন্দমোহন বিশ্বাস, কালীপ্রসন্ন সিংহ (বাংলায় মহাভারত রচয়িতা) তারকনাথ পালিত, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানোবিশ, মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, পুলক বন্দোপাধ্যায় (গীতিকার). , অতুল্য ঘোষ (কংগ্রেস নেতা) চুনী গোস্বামী (খেলোয়াড়), রঞ্জিত গুপ্ত (প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার) সহ আরও অনেকে। এই সব ছাত্ররা এক সময়ে বাংলাকে পরিচালিত করতো। তখনকার দিনে হিন্দু স্কুল থেকে কোনও ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাশ করতো না। সবাই ছিলেন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র। সবাই ছিলেন মেধাবী ছাত্র। বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে এই স্কুলে সুনাম ছিল।

পাঠকদের কলম থেকে

রুশ মার্কিন স্বার্থে কী ইউক্রেন যুদ্ধ ?

রুশ মার্কিন স্বার্থে কী ইউক্রেন যুদ্ধ? তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। যেভাবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন বারবার একটি কথা বলছেন পরমাণু হামলা হওয়ার থেকে বিরত হবে না রাশিয়া যদি নেটো বাড়াবাড়ি করে। নেটোকে থামতে পরোক্ষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। তিনি এবং তাঁর গুপ্তচর সংস্থা মনে করছে যে ইউক্রেনের স্বেচ্ছাসেবী সেনারা হল নেটো সেনা সদস্য। তারাই স্বেচ্ছাসেবী সেজে ইউক্রেনে সেনা হয়ে রাশিয়ার দিকে তাক করে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সময়ে সময়ে রাশিয়াকে ইউক্রেন আক্রমণ থেকে পিছু হটে আসতে হচ্ছে। এদিকে আমেরিকার রুশ আক্রমণকে প্রতিহত করতে ইউক্রেনকে শক্তিশালী বোমা এবং ক্ষেপনাস্ত্র দিতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া আমেরিকার এখন তাদের অস্ত্রকে বেচতে পারছে না। অস্ত্র কেনার বাজার এখন আর নেই। আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র এখন আর কেউ নয়। সবার আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছে। সারা বিশ্ব জুড়ে এখন খাদ্য সঙ্কট চলছে। তার ওপরে রয়েছে জ্বালানি সঙ্কট। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন বিশ্ব সঙ্কটের মূল কাণ্ডারি হল রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ। খাদ্য সঙ্কট থেকে শুরু করে পেট্রো পণ্যের অভাবের মূল কারণ হচ্ছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ। আগামি দিনে মানব সভ্যতা বাঁচবে কিনা তা নিয়ে কোনও মাথা ঘামানোর দরকার নেই রাশিয়া, আমেরিকা এবং চিনের। তাদের আধিপত্য বজায় থাকলেই হল। আধিপত্য বজায় রাখতে গিয়ে রাশিয়া ইচ্ছাকৃত যুদ্ধ তৈরি করে বহু মানুষকে হত্যা করতে শুরু করে দিয়েছে। করোনাতে বহু মানুষ মারা গিয়েছে অসুখে। আর এবার বহু মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা পড়তে শুরু করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু করে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা নেপালের মতো দেশে বহু মানুষ এখনও ভুখা থাকছে। একবেলা খাবার জোগাড় করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ইউরোপ জুড়ে গমের অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। ইউরোপে গমের যে চাহিদা ছিল তা মেটাতো ইউক্রেন। রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করা ফলে গমের উৎপাদন যেমন কমতে শুরু করেছে পাশাপাশি সুস্থভাবে খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। গোটা পৃথিবী এখন এই যুদ্ধের ফলে ভুগতে শুরু করেছে। কাতারে বিশ্বকাপ খেলা চলে গেল একটি মাত্র কারণে সেটা হচ্ছে গোটা ইউরোপে এখন আর্থিক টান পড়তে শুরু করেছে। অর্থাভাবে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে ইউরোপ থেকে এশিয়ার দেশগুলি। আন্তর্জাতিক খেলাধুলার ভার কোনও দেশ এখন গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। এবারে কমনওয়েলথ গেমস কোথায় করা সম্ভব হবে তা নিয়ে কমনওয়েলথ গেমসের কর্তৃপক্ষ খুবই চিন্তিত। কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক দেশগুলির আর্থিক অবস্থা একেবারে ভালো নয়। কোনও রকম জোড়াতালি দিয়ে চলছে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য। ব্যবসা বাণিজ্য থেকে সেই রকম কোনও উপার্জন হওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বাজার নেই। রাশিয়াকে জ্বালানি বিক্রি করে অর্থ জোগাড় করতে হচ্ছে। স্তুএখন শিল্প হচ্ছে অস্ত্র। যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যুদ্ধ সৃষ্টি করে অস্ত্র বাজার তৈরি করা হচ্ছে। রোগ সৃষ্টি করে ওষুধ বিক্রি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। করোনা হচ্ছে সৃষ্টিকৃত ভাইরাস।

-অনির্বাণ ঘোষাল, কলকাতা

পূর্ব বর্ধমানের তিনটি ব্লক তিনিই পর্যবেক্ষণ করবেনঃ অনুব্রত

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩১ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম ও আউশগ্রাম বিধানসভার তৃণমূলের পর্যবেক্ষক হিসাবে আগের মতোই তিনি দেখবেন বলে পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটে এসে সারাসরি জানালেন বীরভূম জেলা সভাপতি ও জেলা কোর কমিটির চেয়ারম্যান অনুব্রত মন্ডল। মঙ্গলকোটের মাটিতে দাঁড়িয়ে ফের পূর্ব বর্ধমান জেলার তিনটি বিধানসভা পর্যবেক্ষন নিজেই করবেন এই ঘোষণা শোনা মাত্রই খুশির হাওয়া মঙ্গলকোটের তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম ও আউশগ্রাম বিধানসভার পর্যবেক্ষক হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন অনুব্রত মন্ডল। গরু পাচার মামলায় তার তিহার জেল বন্দীর জন্য তৃণমূলের রাজ্যে নেতৃত্ব এই তিনটি বিধানসভার দায়িত্ব তুলে দেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির হাতে। আড়াই বছর পর জেল মুক্তির পর বীরভূমের রাজনীতিতে স্বমহিমায় ফিরেছেন অনুব্রত। তৃণমূল সুপ্রিমো এবং রাজ্য নেতৃত্বের আস্থা ভাজন হয়ে উঠতে সময় লাগেনি তার। ফেরার পরই বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি ও জেলা কোর কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়ে যান অনুব্রত মন্ডল (কেষ্ট মন্ডল)। পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম ও আউশগ্রাম বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক হিসাবে রাজ্য নেতৃত্ব কি অনুব্রত মন্ডল কে দায়িত্ব দিয়েছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য মুখপাত্র তথা কালনার বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরাসরি বলেন, এই বিষয়ে তার কিছুই জানা নাই। কাকে, কি দায়িত্ব রাজ্য দিয়েছে সেই বিষয় তাকে কিছু জানায়নি তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। এই বিষয়ে কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি গোপাল চ্যাটার্জি বলেন, একজন গরু পাচারের মামলার জেল খাটা ব্যক্তি তিনটি বিধানসভার পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ায় আমাদের কিছু এসে যায় না। আমরা চোরেদের ভয় পাই না। বিজেপি সুশৃংখল সাংগঠনিক দল, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে শক্ত সংগঠনের উপর দাঁড়িয়ে ভোটের লড়াই লড়বে বিজেপি। উল্লেখ্য, প্রতিবছর ১৫ পৌষ বিশেষ পূজা পাঠের আয়োজন করা হয় দেবী যোগাদ্যার মন্দিরে । পুজো পাঠের পাশাপাশি প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার লোককে অন্নভোগেরও ব্যবস্থা করা হয়। সেই বিশেষ দিনে মেয়ে সুকন্যা মন্ডল কে নিয়ে পুজো দিতে এলেন অনুব্রত মণ্ডল। উৎসাহিত তৃণমূল শিবির। মঙ্গলকোট ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে এমন কি ভিন জেলা থেকেও হাজার হাজার মানুষজন এসে উপস্থিত হন দেবী যোগাদ্যার মন্দিরে । সকাল থেকেই পুজো পাঠকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট আঁটোসাটো করা হয়। তাছাড়া কেষ্ট মন্ডলের আগমন হিসেবে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা এসে জড়ো হয়েছিলেন মন্দির চত্বরে । স্বাগত জানানো হয় কেষ্ট মন্ডলকে এদিন ক্ষীরগ্রাম মন্দিরে। সকলের মঙ্গল কামনা দেবী যোগাদ্যার কাছে । পুজো দিলেন সকলের মঙ্গল কামনা করলেন অনুব্রত মণ্ডল । এদিন কেষ্ট মন্ডল মায়ের পুজো দিয়ে বলেন, তিহার জেলজীবন মুক্তির জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, তাই আড়াই বছর পর ফিরে মায়ের কাছে আসা। সোমবার অনুব্রত মন্ডলের পাশে দেখা যায় একদা ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা, বর্তমানে মঙ্গলকোটের বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরীকে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, মঙ্গলকোটের মাটি খুব শক্ত মাটি। এলাকা উন্নয়নে ভালো কাজ করছে অপূর্ব চৌধুরী (অচল)। ও খুব ভালো সংগঠক বলে দরাজ সার্টিফিকেট দেন অনুব্রত।

বছরের শেষ দিন পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর শ্রীরামপুর যুব সংঘের মাঠ সংলগ্ন কালী কিংকর শিশু উদ্যানের উদ্বোধন হলো। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, পূর্ত কর্মদক্ষ পরিমল দেবনাথ, পঞ্চায়েত প্রধান রিতা দেবনাথ, উপপ্রধান স্বপন ঘোষ সহ আরো অনেকে। এই শিশু উদ্যানটি তৈরি হওয়াতে এলাকার স্থানীয় শিশুদের খেলার জন্য অনেকটাই সুবিধা হবে। পার্ক উদ্বোধন হওয়াতে খুশি এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। এই পার্কে রয়েছে শিশুদের খেলার জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলার সরঞ্জাম।

ডুয়ার্সের প্রাইভেট নয়, সরকারী আবাসে পর্যটকদের উপচে পড়লো ভিড়

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ৩১ ডিসেম্বর ঃ ডুয়ার্সের প্রাইভেট নয়, বর্ষ শেষে সরকারি আবাসে পর্যটকদের উপচে পরলো ভিড়। এ যেন এক্কেবারে উলট পুরাণ...! বর্ষশেষ আর শীতের মরশুমে এখন চোখে পড়ার মতো পর্যটকদের ভিড় উত্তরবঙ্গে। আর এতেই বাজিমাত করছে সরকারি যুব আবাসন। এবছর ব্যবসায় রীতিমত সরকারি যুব আবাসন টেক্কা দিয়েছে বেসরকারি রিসোর্টকে। ডুয়ার্সের চালসা ঘুরতে এসে এবার সরকারি যুব আবাসন কেন্দ্রই রাতযাপনের জন্য পর্যটকদের কাছে হয়ে উঠেছে জনপ্রিয় গন্তব্য। ডুয়ার্সে পর্যটন মরশুমে, যেখানে

বেসরকারি রিসোর্টগুলো ভাড়া বেশি নেওয়ার অভিযোগ উঠে আসছে, সেখানে সরকারি যুব আবাসন কেন্দ্রগুলো যথেষ্ট কম দামে পর্যটকদের থাকার সুযোগ দিচ্ছে। পর্যটকদের কথায়, বেসরকারি রিসোর্টের তুলনায় সরকারি আবাসনে দামে অনেকটা সাশ্রয়ী এবং সব ধরনের সুবিধাও রয়েছে। অ্যাডভেঞ্চারাস এবং রোমাঞ্চকর ট্রিপ অনুভূত করার সবরকম বন্দোবস্ত রয়েছে সরকারি আবাসনে। ডুয়ার্সের চালসা যুব আবাসন কেন্দ্রটি এখন অন্যতম ভরসা পর্যটকদের কাছে। স্বল্প খরচেই এখানে পর্যটকদের জন্য রাত যাপনের সুবিধা রযেছে। মাত্র ২৫০ টাকা থেকে শুরু করে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন মূল্যে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এমনকি, যুব আবাসনের দেখভালও নিশ্চিত করা হচ্ছে, ফলে পর্যটকদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। বর্তমানে, পর্যটন মরশুমে চালসা যুব আবাসনে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারের কোষাগারে জমা হয়েছে বলে জানান সেখানকার এক কর্মী। এভাবে, সরকারি যুব আবাসন কেন্দ্রগুলো বেসরকারি রিসোর্টগুলোর টেক্কা দিয়ে লাভের পথে হাঁটছে। এটি সরকারের পর্যটন নীতির সফলতা ও জনগণের জন্য আরও একটি বড় সুবিধা হিসেবে দেখা যাচ্ছে।

অবসরের দিনে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চোখের জলে বিদায় নিলেন শিক্ষিকা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩১ ডিসেম্বর ঃ ২০০২ সালে বেত্রাগরে বড় মুদি পাড়ায় প্রতিষ্ঠা হয় বেত্রাগর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই এই বিদ্যালয়ের প্রধান সহায়িকা পদে যোগদান করেছিলেন গ্রামেরই এক গৃহবধূ শঙ্করী হাজরা। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছে ২২ টি বছর। প্রথম সেই পাড়ার একটি আটচালায় শুরু হয় এই স্কুল। দুজন সহায়িকা নিয়ে। একজন তিনি নিজে আর একজন অশোক পাঁজা। পরবর্তীতে চারটি ক্লাসের জন্য আরো একজন দিদিমনি নিয়োগ হয় সীমা সিংহরায়। সেই আটচালা ঘিরে একটি স্টোর রুমের মত ঘর করে দীর্ঘ দিন চলতে থাকে স্কুল। কিন্তু তিনি এই গ্রামের মানুষ আবার প্রধান সহায়িকা সর্বদাই তিনি চেষ্টা করতে থাকেন একটি স্কুল বাড়ি করতেই হবে এই পাড়ার ছেলে মেয়েদের জন্য। কারণ প্রাইমারি স্কুল এখান থেকে প্রায় ১ কিমি। অবশেষে রাজি করালেন তারই আত্মীয় (ভাসুর) লক্ষী নারায়ন চক্রবর্তীকে। লক্ষী নারায়নবাবু স্কুলের জন্য ৭ শতক জায়গা দান করলেন। আর সেই জায়গাতেই গড়ে উঠলো স্কুল বাড়ি। হলো রান্নাঘর। সরকারী সহযোগিতায় এবং তার নিরবিচ্ছিন্ন চেষ্টায় ভালোই চলতে লাগলো স্কুল। পিছিয়ে পড়া এলাকার ছাত্র ছাত্রীরা পেতে থাকলো শিক্ষার আলো। সময়ের সাথে সাথে অবসর নিয়েছেন অশোকা পাঁজা ও সীমা সিংহরায়। শেষ দুবছর তিনি একা চালিয়েছেন এই স্কুল। শেষ দুবছরে নেননি একটিও সি এল। আজকে বিদায় বেলায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিষন্ন তিনি। জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন এই কচি কাঁচাদের সঙ্গে। কিভাবে কাটবে তার সময়। বিদায় বেলায় পাড়ার সকল মানুষ আসছেন তার কাছে দেখা করতে। সকলেরই চোখে জল। তাদের প্রিয় দিদিমনির এই স্কুলে আজই যে শেষ দিন। প্রত্যেক শিশু শিক্ষার্থী তাদের বড় দিদিমনির হাতে দিচ্ছে উপহার, প্রণাম করে নিচ্ছে আশীর্বাদ। প্রাক্তন ছাত্র- ছাত্রীরা সকলেই হাজির তাদের প্রিয় দিদিমনির আজকের এই বিদায়ের দিনে। কেউ নিয়ে এসেছে ফুলের তোড়া, কেউ নিয়ে এসেছে পেন, বই আবার কেউ গলায় পরিয়ে দিয়েছে মালা। সকলেই আজ চোখের জল ফেলছে তাদের বড় দিদিমণির জন্য। স্কুলের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর দিদিরাও আজ মন খারাপ করে বসে আছেন। তাদের চোখেও আজ জল। প্রিয় দিদিমণির হাতে তারা উপহার হিসাবে তুলে দিলেন একটি শাল। আর আজকের এই দিনে বড় দিদিমনি তাঁর প্রিয় ছাত্র- ছাত্রীদের করালেন তিথি ভোজন। লুচি, ছোলার ডাল, আলুর দম আর বোদে। সবাই মিলে একসাথে বসে চলল তিথি ভোজন। সব শেষে চোখের জলে প্রাণ প্রিয় স্কুলের জীবন শেষ করে ছেলে মেয়েদের টাটা নিয়ে বাড়ির পথ ধরেন তিনি।

বর্ষশেষে জনতার ঢল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বছরের শেষদিনে শীত তেমন নেই, তবু পুরনোকে আঁকড়ে ধরে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে তৈরি কলকাতা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকেই শহরে উৎসবের আমেজ। তিলোত্তমায় বর্ষবরণের আলোর মালা দেখতে বিভিন্নপ্রান্ত থেকে মানুষ ভিড় করেন এদিন। কাজের দিন হওয়ায় অফিস ফেরত মানুষ ও বর্ষশেষের আনন্দে সামিল হওয়া জনতার ভিড়ে কলকাতায় বিভিন্ন রাস্তায় কিছুটা ট্র্যাফিক জ্যামও হয়। উল্লেখ্য, নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এদিন সতর্ক রয়েছে পুলিশও।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। শ্রী আনন্দময় প্রধান, ২। ডাঃ সুশীল কুমার পৈড়া, ৩। বাসন্তী বোস পৈড়া, ইং ২০১১ সালে ডি.এস.আর. ফোর রেজিস্ট্রী অফিস হইতে (আমমোক্তারের নাম ডাঃ সুশীল চন্দ্র পাল) ১১৫৯ / ২০১১ নং পাওয়ার দলিল হইতে জয়কৃষ্ণপুর চিয়ারী মৌজার এল.আর. ১৫৬ নং দাগে, এল.আর. ২২৭৪ নং খতিয়ানে দুইটি দলিল দ্বারা মোট ১০ কাঠা ৫ছটাক ২০বর্গফুট জমি ক্রয় করে মিউটেশানের জন্য আবেদন করেছে। যদি কাহারো আপত্তি থাকে, সোনারপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও তে এসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সুভাষ চন্দ্র জানা, পিতা মৃত সুধীর চন্দ্র জানা, ইং ২০১৪ সালে ডি.এস.আর. ফোর রেজিস্ট্রী অফিস হইতে (আমমোক্তারের নাম বরুন গুহ) ৪১৬/ ১৯৮৫ নং পাওয়ার দলিল হইতে রানিয়া মৌজার এল.আর. ১০৫১ দাগে, এল.আর. ৩২৮ নং খতিয়ানে ২কাঠা ৪৪ বর্গফুট জমি ক্রয় করে মিউটেশানের জন্য আবেদন করেছে। যদি কাহারো আপত্তি থাকে, সোনারপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও তে এসে যোগাযোগ করুন।

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় আহত পাঁচজন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার মালদা জেলাশাসকের দফতরের সামনে একটি বেপরোয়া গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারীদের ধাক্কা মারার ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন পাঁচজন, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন এক মহিলা ও এক শিশু। আহতদের মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সকালে, যখন জেলাশাসকের দফতরের সামনের জনবহুল এলাকায় পূর্ত দফতরের বোর্ড লাগানো একটি গাড়ি প্রবল গতিতে এসে পথচারীদের একের পর এক ধাক্কা মারে। এর পর গাড়িটি রাস্তার ধারে একটি দোকানে ধাক্কা মেরে থেমে যায়। দুর্ঘটনার সময় গাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়, যা এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এই এলাকায় জেলাশাসকের দফতর, মালদা জেলা আদালত এবং পরিবহন দফতরের বিভিন্ন এজেন্টদের অফিস ও দোকান রয়েছে। দুর্ঘটনার সময় এলাকায় যথেষ্ট ভিড় ছিল। বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চলার কারণে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা চালককে আটক করে পুলিশে হস্তান্তর করেন। পরে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে। গাড়িটির মালিকানা ও চালকের লাইসেন্স যাচাইসহ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করার দাবি উঠেছে।

জীবিত বাবা কাকু জেঠুকে মৃত বানিয়ে জালিয়াতি করে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করে জমির মালিকানা নিজের নামে করে কোটি টাকায় বিক্রির চেষ্টা ছেলের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বছরের শেষে সামনে এলো গুণধর ছেলের কীর্তি। জীবিত বাবা, জ্যেঠু এবং কাকুকে মৃত বানিয়ে জালিয়াতি করে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করে দেড় বিঘা জমির মালিকানা নিজের নামে করে মোটা টাকায় বিক্রির চেষ্টা। সেই সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার। যিনি আবার সেই সংসদের সদস্যা নন। বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম মহাজোট পরিচালিত গ্রাম

পঞ্চায়েতের প্রধানকেও ভুল বুঝিয়ে স্বাক্ষর করান তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত সদস্যা। যদিও হলো না শেষ রক্ষা। কেলেঙ্কারির এই কীর্তি নিয়ে ব্লক এবং জেলা প্রশাসনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক। ঘটনায় শুরু রাজনৈতিক তরজা। জোট পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের দিকে আঙুল তৃণমূলের। পাল্টা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা মোটা টাকার বিনিময়ে এই জালিয়াতিতে সহায়তা করে ছিল বলে দাবি বিরোধীদের। মুখে কুলুপ এঁটেছে অভিযুক্তরা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার বাসিন্দা পীযূষ কান্তি রায়, তুষার কান্তি রায় এবং শিশির কান্তি রায়। যারা সম্পর্কে দাদা ভাই এবং প্রত্যেকেই বেঁচে রয়েছেন। এই তিনজনের মালিকানায় রয়েছে দেড় বিঘা জমি। যে জমির বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় কোটি টাকা। তুষার কান্তি রায়ের গুণধর ছেলে তুহিন কান্তি রায়। যে জীবিত বাবা-কাকা- জেঠুকে মৃত বানিয়ে জালিয়াতি করে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করে। সেই সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর রয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যা বর্ষা দাসের। যদিও তুহিন কান্তি রায় যে বুথের বাসিন্দা সেই বুথের সদস্য নন এই বর্ষা। তারপরও তিনি কি ভাবে সই করলেন উঠছে প্রশ্ন? আবার পঞ্চায়েত প্রধানকে ভুল বুঝিয়ে তিনি সেই সার্টিফিকেটে সই করান। এদিকে জমি বিক্রির জন্য ভূমি সংস্কার দপ্তরে ওয়ারিস সার্টিফিকেট ইস্যু করার পর শুনানির সময় পর্দা ফাঁস। ধরা পড়ে যায় জালিয়াতি। তারপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক উদয় শঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই নিয়ে বিডিও এবং জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অন্যদিকে ওই গুণধর ছেলে এবং তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা ক্যামেরার সামনে মন্তব্য করেননি। ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যুর কথা শিশির কান্তি রায় মেনে নিলেও ছেলের কীর্তি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। কংগ্রেসের দাবি তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত সদস্যা মোটা টাকার বিনিময়ে এই জালিয়াতিতে সহায়তা করেছেন। পাল্টা তৃণমূলের দাবি যেহেতু হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম জোট পরিচালিত। তাই দায়ভার তাদের নিতে হবে। তৃণমূলের আমলে মৃত ভোটার ভোট দেয়। আবার জীবিত মানুষ মৃত হয়ে যায় কটাক্ষের সুর বিজেপির গলায়।

সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় হাসপাতালের কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বছরের শেষদিনে ফের উত্তেজনা রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে। সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করলো পুলিশের হাতে তুলে দেয় হাসপাতালের কর্মীরা। মঙ্গলবার সকালে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তব্যরত কর্মীরা এক যুবককে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অভিযোগ, সেই যুবক হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গার ছবি তুলছিল। তা দেখে সংদেহ হয় হাসপাতাল কর্মীদের। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়, তার মা হাসপাতালে ভর্তি আছে। হাসপাতালের ছবি পাঠানোর পর তার 'শেঠ' তাকে টাকা পাঠাবে। যদিও পরবর্তী সময়ে খোঁজ নিয়ে হাসপাতাল কর্মীরা জানতে পারেন যে সেখানে তেমন কেউ ভর্তি নেই। তারপর খবর দেওয়া হয় হাসপাতালে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের। ঘটনাস্থলে এসে এই যুবককে আটক করে রায়গঞ্জ থানায় পাঠায় পুলিশ। ওই যুবকের কাছ থেকে বেশ কিছু নকল টাকা ও বেশ কয়েকটি এটিএম কার্ড পাওয়া গেছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ওই যুবকের নাম আনসারুল হক(২৫)। তার বাড়ি রায়গঞ্জের রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোমর্ধা এলাকায়। হাসপাতালে কর্তব্যরত কর্মী মহঃ রফিক আলম বলেন, হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গার, এমনকি অধিকারিকদের ছবি তুলছিল ওই যুবক। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে প্রথমে সে জানায় তার মা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে এবং দিল্লিতে তার শেঠ-এর কাছে হাসপাতালের ছবি পাঠালে তারপর টাকা পাবে। তারপর খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে তার মা হাসপাতালে ভর্তি নেই। তারপরই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তার কাছ থেকে বেশ কিছু নকল টাকা ও এটিএম কার্ড পাওয়া গেছে। চারিদিকে যা অবস্থা চলছে কোন জঙ্গি কার্যকলাপের সাথে যুক্ত কিনা তা আমরা কিভাবে জানবো। তাই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তদন্ত করে দেখবে পুলিশ। যদিও ওই যুবক তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে। সে জানায়, তার মা হাসপাতালে ভর্তি। তার শেঠ-কে হাসপাতালের ছবি পাঠালে সে টাকা পাবে। নকল টাকা গুলো গ্রামের মেলা থেকে পেয়েছে সে। তার অন্যকোন উদ্দেশ্য নেই।

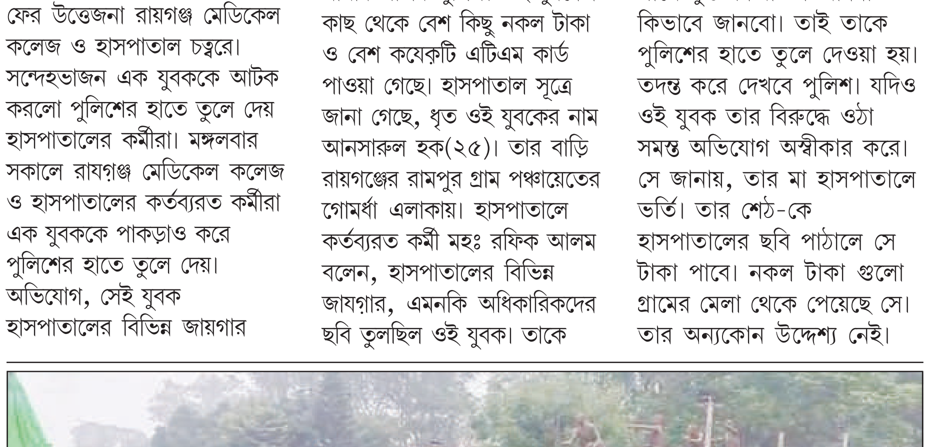

বছরের শেষ দিনে এক বিশাল ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয় দক্ষিণ দিনাজপুর ডিস্ট্রিক পুলিশের উদ্যেগে। রান ফর এওয়ারনেস সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রচারের উদ্যোগে এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এই দৌড় প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বীজিন কৃষ্ণা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। জানা যায় বালুরঘাট স্টেডিয়াম থেকে গোটা শহর অতিক্রম করে এই ম্যারাথন দৌড় সমাপ্ত হয় পুনরায় বালুরঘাট স্টেডিয়াম গিয়ে। পুরুষ ও মহিলা মিলে দুটি বিভাগে ১০ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। জেলা থেকে আগত বেশ কয়েক হাজার যুবক যুবতিরা এই দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

বেতন না মেলায় বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিন দিনাজপুর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ সময়মতো মেলেনি বেতন, বালুরঘাট পৌরসভা চত্বরে বিক্ষোভ সাফাইকর্মীদের, ধর্মঘটের হুশিয়ারি শ্রমিকদের। যেমন কথা তেমন কাজ সোমবার বিকেলে বেতন চেয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়, বালুরঘাট পৌরসভার শতাধিক সাফাই কর্মীরা। বিক্ষোভরত সাফাই কর্মীদের অভিযোগ বায়োমেট্রিক মেশিন খারাপ হবার কারণে ১-লা নভেম্বর থেকে বালুরঘাট পৌরসভাতে কর্মীদের উপস্থিতি হার সঠিক ভাবে হয়নি আর সেকারণে গত মাসের বেতন না হবার কারণে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বালুরঘাট পৌরসভার সাফাই কর্মীরা। আর এই অভিযোগকে কে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকাল থেকেই বালুরঘাট পৌরসভা এলাকায় সমস্ত সাফাই কর্মীরা তাদের নিজেদের কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পাশাপাশি নর্থ বেঙ্গল বাসফর এন্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সভাপতি বিজয় বাসফোর জানান প্রত্যেকেই ২৬ দিন কর্মরত ছিলেন কিন্তু বায়োমেট্রিক মেশিনের সমস্যা হলে তার দায় কেন তারা নেবেন। সঠিকভাবে কাজ করেও নিজেদের প্রাপ্য টাকা না পেয়ে এই আন্দোলন আগামীতে আরো বড় আন্দোলনে রূপ নেবে বলে জানিয়েছেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-I/BR-III, KMC invites e-tender online percentage bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/387/WD-33/BR-III/Z-I/24-25

Name of the Work: **Supply & delivery of LED light fittings at Beliaghata Main Road and other places in Ward No. 33, under BR-III**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,632.18**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of completion: **14 days**. Last date and time of submission of bid: **10.01.2025 (1 p.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 (5 p.m.)**.

(2) NIT No. : LTG/396/WD-32/BR-III/Z-I/24-25

Name of the Work: **Installation of street lighting arrangements with LED lights at Bagmari Road, CIT Road, Maniktala Main Road with adjacent area under Ward No. 32, KMC**. Estimated Amount: **Rs. 4,99,466.21**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of completion: **15 days**.

(3) NIT No. : LTG/380/WD-13/BR-III/Z-I/24-25

Name of the Work: **Miscellaneous repairing and replacement of street lighting arrangements system at Canal Circular Road and other places in Ward No. 13, under BR-III**. Estimated Amount: **Rs. 1,78,807.53**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of completion: **5 days**. Last date and time of submission of bid: **13.01.2025 (1 p.m.) [For Sl. No. 2 & 3]**. The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 (4 p.m.) [For Sl. No. 2 & 3]**. The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3]**.

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/230/42/V/Z-II/24-25

Name of the Work: **Installation of lighting arrangement at Lucas Lane and other surrounding areas in Ward No. 42, under BR-V**. Estimated Amount: **Rs. 3,49,272.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of completion: **30 days**.

(2) NIT No. : LTG/229/42/V/Z-II/24-25

Name of the Work: **Renovation of lighting arrangement at different locations in Ward No. 42, under BR-V**. Estimated Amount: **Rs. 1,99,341.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **08.01.2025** up to **12 noon**. **[For Sl. No. 1 & 2]**. The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 at 6 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]**.

(3) NIT No. : LTG/192/62/VI/Z-II/24-25

Name of the Work: **Supply of LED light fittings for improving illumination level in different areas in Ward No. 62**. Estimated Amount: **Rs. 4,94,495.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of completion: **15 days**.

(4) NIT No. : LTG/190/55/VI/Z-II/24-25

Name of the Work: **Supply of LED light fittings for improving illumination level in different areas in Ward No. 55**. Estimated Amount: **Rs. 4,95,484.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of completion: **15 days**. Last date and time of submission of bid: **11.01.2025** up to **11 a.m. [For Sl. No. 3 & 4]**. The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024** at **5 p.m. [For Sl. No. 3 & 4]**. The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Zone-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/659

Name of the Work: **Repairing of decorative lighting system at D. L. Khan Road in Ward No. 71, under BR-IX**. Estimated Amount: **Rs. 1,94,978.48**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of completion: **30 days**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/664

Name of the Work: **Improvement of lighting system at Southend Park in Ward No. 90, BR-VIII**. Estimated Amount: **Rs. 3,99,440.30**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of completion: **20 days**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/663

Name of the Work: **Improvement of lighting system at Lake Road and Gariahat Road in Ward No. 90, BR-VIII**. Estimated Amount: **Rs. 4,99,815.89**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of completion: **20 days**. Last date and time of submission of bid: **10.01.2025 (12 noon.) [For Sl. No. 1 to 3]**. Bid opening date and time for technical proposals (online): **10.01.2025** at **4 p.m. [For Sl No. 1 to 3]**. The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 (4 p.m.) [For Sl. No. 1 to 3]**.

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/617/R

Name of the Work: **Installation and beautification of lighting arrangement at 12-19 & 26-30, Pottory Road at different places in Ward No. 56**. Estimated Amount: **Rs. 3,95,536.10**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of completion: **30 days**.

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/661

Name of the Work: **Repairing of street lighting system at G J Khan Road and different places in Ward No. 66**. Estimated Amount: **Rs. 2,75,611.83**. Earnest Money: **Rs. 5,600.00**. Period of completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **10.01.2025 (12.30 noon.) [For Sl. No. 4 & 5]**. Bid opening date and time for technical proposals: **10.01.2025** at **2.30 p.m. [For Sl. No. 4 & 5]**. The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 (6 p.m.) [For Sl. No. 4 & 5]**.

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/657

Name of the Work: **Improvement of street lighting system at lanes & by lanes of Mohan Chand Road, Pitambar Sarkar Lane & other places in Ward No. 76**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,664.98**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of completion: **20 days**.

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/658

Name of the Work: **Repairing of street lighting system at Wattgaunge Street, Karl Marx Sarani and other places in Ward No. 76**. Estimated Amount: **Rs. 1,47,094.38**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of completion: **20 days**.

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/665

Name of the Work: **Temporary lighting arrangement on the occassion of Sab-E-Barat Festival 2025 at Dr. Sudhir Bose Road, Ekbalpur Road, M. M. Ali Road, Dent Mission Road & other places in Ward No. 77**. Estimated Amount: **Rs. 1,86,780.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of completion: **2 days**.

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/667

Name of the Work: **Repairing of street lighting system at different places of Jawaharlal Nehru Road under BR-VII**. Estimated Amount: **Rs. 4,97,917.88**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of completion: **30 days**.

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/660

Name of the Work: **Supply & delivery of LED street light fittings at Karl Marx Sarani, Pitambar Sarkar Lane and other places in Ward No. 76**. Estimated Amount: **Rs. 1,97,416.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of completion: **15 days**.

(11) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/666

Name of the Work: **Temporary lighting arrangement on the occassion of Sab-E-Barat Festival 2025 at M.B.G. Lane, Ekbalpur Road, Mominpur Road & other places in Ward No. 78**. Estimated Amount: **Rs. 1,88,496.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of completion: **2 days**.

(12) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/668

Name of the Work: **Supply & delivery of LED street light fittings at M.M. Ali Road and other places in Ward No. 77**. Estimated Amount: **Rs. 1,97,416.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of completion: **15 days**. Last date and time of completion of bid: **10.01.2025** up to **2 p.m. [For Sl. No. 6 to 12]**. Tender (Technical) opening date and time: **10.01.2025** at **4 p.m. [For Sl. No. 6 to 12]**. The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024** from **2 p.m. [For Sl. No. 6 to 12]**. For full and further details. Please visit the website **https://etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. **[For Sl. No. 6 to 12]**.

(13) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/653

Name of the Work: **Provision of lighting & other works at different Road Side Park in Ward No. 68, BR-VIII**. Estimated Amount: **Rs. 2,99,622.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of completion: **30 days**.

(14) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/669

Name of the Work: **Supply & delivery of LED lights for Makaltala & surroundings in Ward No. 57, under BR-VII**. Estimated Amount: **Rs. 4,92,107.00**. Earnest Money: **Rs. 9,900.00**. Period of completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **11.01.2025** at **12 noon. [For Sl. No. 13 & 14]**. Bid opening date and time for technical proposals (online): **11.01.2025** at **5 p.m. [For Sl. No. 13 & 14]**. The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024** at **5 p.m. [For Sl No. 13 & 14]**. The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 14]**.

The Executive Engineer (Electrical), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/CRM/AMC/HT/CRR/CRK/24-25

Name of the Work: **Annual maintenance contract of HT system including transformers VCBs, Main LT Panels etc. in Kashimitra Burning Ghat and Cossipore Mahasmashan**. Estimated Amount: **Open**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of completion: **365 days**. Last date and time of submission of bid: **13.01.2025** at **5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.01.2024** at **5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

1140/24-25

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

কৃষ্ণগহ্বরের পাশেই মিলল অতিকায় জলাশয়ের সন্ধান

অন্তরীক্ষে লুকিয়ে রয়েছে অনন্ত বিস্ময়। যা পৃথিবার মানুষকে বার বার অবাক করছে। এবার বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন বিরাট এক জলাশয়! যা পৃথিবীর বুকে

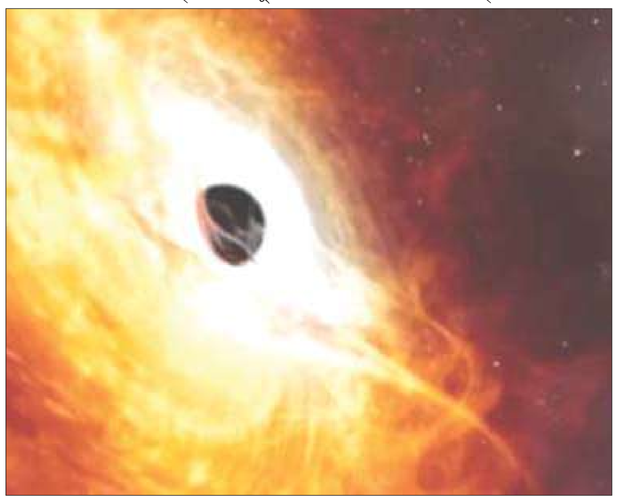

থাকা সব মহাসাগরের জলের থেকে ১৪০ লক্ষ কোটি গুণ বেশি। ১২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত সেই জলাশয় ঘিরে তৈরি হয়েছে প্রবল কৌতূহল। প্রশ্ন উঠছে, কোথায় অবস্থিত সেই জলাশয়? এটি একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের পাশেই অবস্থিত। এপিএম ০৮২৭৯৫২৫৫ নামের ওই কৃষ্ণগহ্বর সূর্যের চেয়ে ২ হাজার কোটি বড়! প্রসঙ্গত, সেখান থেকে আসতে থাকা আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে লাগে ১২০০ কোটি বছর। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের জন্মের অব্যবহিত পরই যে আলো রওনা দিয়েছে, এখন সে পৃথিবীতে পৌঁছচ্ছে! এই বিপুল দূরত্বের এক জগতের অতি বৃহ জলাশয়ের অস্তিত্ব ঘিরে বিজ্ঞানীরা প্রবল উৎসাহী। নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির এক বিজ্ঞানী, ম্যাট ব্র্যাডফোর্ডের নেতৃত্বে একটি দল এই নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। ব্র্যাডফোর্ড জানাচ্ছেন, এর থেকে ইঙ্গিত মিলছে, জল মহাবিশ্ব জুড়েই বিস্তৃত। এমনকী তার প্রাথমিক পর্যায়েও সেখানে জল ছিল। মহাকাশের অনন্ত বিস্ময় ব্ল্যাক হোল। মহাজাগতিক খিদে তাদের। ব্ল্যাক হোলের গঠন ও চরিত্রকে আরও নিখুঁত ভাবে জানতে সারা পৃথিবীতেই কাজ করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। মিলছে নিত্যনতুন তথ্য। এর আগে বিজ্ঞানীরা দাবি করেছিলেন মহাকাশে বিপুল সুনামি তৈরি করে ফেলতে পারে ব্ল্যাক হোল। এবার এক অতিকায় কৃষ্ণগহ্বরের পাশে মিলল অতিকায় জলাশয়ের অস্তিত্ব। এই পর্যবেক্ষণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। মহাবিশ্বে অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা তা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। প্রাণের উদ্ভবের অন্যতম শর্ত হল জলের অস্তিত্ব। এবার মহাকাশের সুদূর কোণে জলাশয়ের অস্তিত্ব যেন বুঝিয়ে দিয়ে গেল পৃথিবীর চৌহদ্দির বাইরে প্রাণের সন্ধান মিলতে পারে যে কোনও সময়ই। আশঙ্কাই সত্যি হয়েছিল। ৭০ সেমি ব্যাসের এক গ্রহাণু আছড়ে পড়েছিল পৃথিবীর বুকে। রাশিয়ার ইয়াকুতিয়ার আকাশে বিস্ফোরিত হয়েছিল সেটি। আবিষ্কারের পর মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই সেটি প্রবেশ করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে। রাতের আকাশে দেখা যায় দৈত্যাকার আগুনের গোলা। তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। জানা গিয়েছে, গ্রহাণুটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। রাশিয়ার বনাঞ্চল জুড়ে পাথর ছড়িয়ে পড়ে ছোট ছোট। আকার এবং অবস্থানের কারণেই কোন বড়সড় প্রভাব বা ক্ষতি কিছু হয়নি, এতেই স্বস্তি পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

মহাকাশে সুনীতার হাতে সক্রিয় হচ্ছে রোবোটিক্স সিস্টেম অ্যাস্ট্রোবি

২০০ দিন পেরিয়েছে মহাশূন্যে ভেসে রয়েছেন দুই নভোশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোর। মহাকাশযানের যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে নির্দিষ্ট সময় ফিরতে পারেননি। পৃথিবীর মাটিতে তাঁদের পা রাখতে রাখতে সেই আগামী বছর। এরই মধ্যে যতটা সম্ভব একঘেঁয়েমি কাটাতে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে নিজেদের পছন্দমতো কাজ করে চলেছেন সুনীতা, বুচ। কখনও মন দিচ্ছেন কৃষিকাজে, কখনও আবার রোবো বিজ্ঞান নিয়ে মেতে থাকছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতা উইলিয়ামস। সম্প্রতি শোনা গেল, মহাকাশের জঞ্জাল সাফ করার জন্য একটি রোবোটিক্স সিস্টেমকে সক্রিয় করছেন সুনীতা। যা পরবর্তী সময়ে মহাকাশ অভিযানে সাহায্যকারী হয়ে উঠবে। জানা গিয়েছে, 'অ্যাস্ট্রোবি' নামে একটি রোবটকে কাজে লাগানো হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের আশপাশে আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য। এর বিশেষ নকশার কারণে মাইক্রোগ্র্যাভিটির সাহায্যে স্পেস স্টেশনের চারপাশে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে। বলা হচ্ছে, মহাকাশে জঞ্জালের কারণে স্যাটেলাইট বা রকেটগুলি যে ক্ষতির মুখে পড়ে, তা থেকে বাঁচাতে পারবে অ্যাস্ট্রোবি। পাশাপাশি কৃত্রিম উপগ্রহের কার্যক্ষমতাও মসৃণ রাখবে এই রোবট। সুনীতার কাজ হল, অ্যাস্ট্রোবির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি। তিনি এমনভাবে কাজ করছেন, যাতে কক্ষপথের আশপাশের জঞ্জাল পরিষ্কার করা এবং স্যাটেলাইটের যথাযথ পরিষেবা বজায় রাখা। এছাড়া কৃষিকাজ নিয়েও গবেষণায় ব্যস্ত থাকছেন সুনীতা আর বুচ। মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে গাছ কীভাবে বাড়ে, তা দেখতেই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে চাষ করছিলেন তাঁরা। আর এর ফলাফলও হয়েছে অভাবনীয়। দেখা গিয়েছে চমৎকার ভাবে বাড়ছে লেটুস গাছ। তবে রংটা একটু ভিন্ন। সবুজ পাতার গোড়ায় গাঢ় লালচে বাদামি। এই গবেষণার সাফল্যকে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। আগামিদিনে দীর্ঘ মহাকাশ অভিযানে খাদ্য সংকট মেটাতে এই গবেষণা পথিকৃতের কাজ করবে বলে ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। এমনই নানা কাজে ব্যস্ত থেকে সময়টা পেরিয়ে যেতে চাইছেন দুই নভোশ্চর।

১২ প্রজাতির মাংসাশী উদ্ভিদের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা!

আমাজনের জঙ্গলে মাংসাশী তথা পতঙ্গভূক উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। পরে ভারতেরআমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে এ ধরনের উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সম্প্রতি বাঁকুড়ার সোনামুখীরক জঙ্গলে ড্রসেরার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল বলে খবর। কিন্তু এবার জঙ্গলমহলেও নতুন প্রজাতির একাধিক মাংসাশী উদ্ভিদের সন্ধান পেলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের দুই বিজ্ঞানী। অধ্যাপক অমলকুমার মণ্ডল ও তাঁর অধীনে গবেষণা করা সুখদেব বেরার নজরে পড়েছে অন্তত ১২ প্রজাতির মাংসাশী উদ্ভিদ। আসলে উদ্ভিদ মানেই সবুজ ক্লোরোফিল যুক্ত এবং সৌরশক্তি ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতিতে খাদ্য উপাদনে সক্ষম। আর এই কাজে অক্ষম প্রাণীরা উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে পুষ্টি সাধন করে। তবে কিছু উদ্ভিদ রয়েছে, যারা ছোট ছোট প্রাণীদের ভক্ষণ করে পুষ্টি সাধন করে। এদেরই মাংসাশী উদ্ভিদ বলা হয়। এরা মূলত প্রাণী শিকার করে পুষ্টিরস শোষণ করে। কিন্তু কেন? কীভাবে শিকার করে? এই ধরনের উদ্ভিদ কি সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে না? কোন পরিবেশে এরা জন্মায়? এসব নানা বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মনে ছিল, যা নিয়েই এক প্রকার তারা পরীক্ষানিরীক্ষা করছিলেন।

এবারই মিলল সেই প্রশ্নের উত্তর। বিভিন্ন প্রজাতির মাংসাশী প্রাণীর খোঁজ তারা পেলেন বলে বলছেন। আশ্চর্যজনক বিষয় হল, এই মাংসাশী উদ্ভিদগুলি সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে। কিন্তু এরা যে ধরনের পরিবেশে জন্মায় সেখান থেকে পর্যাপ্ত পরিমানে নাইট্রোজেন শোষণ করতে পারে না। যে জায়গায় এরা জন্মায়, সেই মাটিতে নাইট্রোজেনের ঘাটতি আছে। ঘাটতি পূরনের জন্যই এই বিশেষ ধরনের উদ্ভিদগুলি বিশেষ ধরনের অভিযোজন করে পোকামাক। ধরে খেয়ে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে নাইট্রোজেনের ঘাটতি পূরণ করে। নাইট্রোজেন সজীব কোষের জৈবিকক্রিয়া চালানোর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর অভাব পূরণের জন্যে মাংসাশী উদ্ভিদগুলি প্রাণী শিকার করে মূলতঃ প্রোটিন অংশ শোষণ করে। প্রোটিন হল নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব অণু যা মাংসাশী উদ্ভিদের নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণ করে। জানা গিয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বেশ কিছু অঞ্চলে এই মাংসাশী উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। দুটি প্রজাতির সূর্যশিশির ও সাতটি প্রজাতির পাতাঝাঁজি পশ্চিম মেদিনীপুরে এবং তিনটি প্রজাতির পাতাঝাঁজি পূর্ব মেদিনীপুরে বিভিন্ন ঘাসজমি ও জলাশয়ে পাওয়া গিয়েছে। সূর্যশিশির উদ্ভিদটি মূলত ভেজা বা শুষ্ক ঘাসজমি, শালবনের ভিতরে অথবা পাথুরে ভূমিতে জন্মায়। এদের পাতাতে অসংখ্য ট্রাইকোম থাকে। ওই ট্রাইকোমের সামনের দিকে এক ধরনের আঠালো পদার্থ থাকে। উদ্ভিদগুলি সবুজ বা লাল বর্ণের হওয়ায় ছোট ছোট পতঙ্গরা উদ্ভিদটি দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পাতায় বসে এবং পাতাতে উপস্থিত আঠালো পদার্থে আটকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পাতার ট্রাইকোমগুলি পতঙ্গটিকে জড়িয়ে ধরে এবং পুষ্টিরস শোষণ করে। অপরদিকে, পাতাঝাঁজি উদ্ভিদগুলি জলাশায় অথবা ভেজা বা কাদামাটিতে জন্মাতে দেখা যায়। প্রজাতি দুটি পুকুরে, ধানখেতে জন্মায়। পাতাঝাঁজি উদ্ভিদগুলি মূলবিহীন হয়।

স্মৃতি হারিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ায় বিমান দুর্ঘটনায় জীবিত দু জন

৩১ জিসেম্বর ঃ গত রবিবার দক্ষিণ কোরিয়ায় বিমান দুর্ঘটনায় ১৮১ জন যাত্রীর মধ্যে ১৭৯ জনেরই মৃত্যু হয়েছিল। 'কোনও ভাবে বেঁচে গিয়েছেন উড়ানের দুই বিমান সেবিকা। তাঁদের মধ্যে একজন বছর বত্রিশের তরুণী লি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন লি ভয়ংকর ট্রমা বা মানসিক আঘাতের মধ্যে রয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, জ্ঞান ফিরতেই লি বারবার বলতে থাকেন, কী হয়েছে? আমি কোথায়? মোকপো কোরিয়ান হাসপাতলে চিকিৎসাধীন লি এবং বছর পঁচিশের আরও এক বিমান সেবিকা কন। বিমানের লেজের দিক থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। চিকিৎসকার জানিয়েছেন, দুই তরুণীর শারীরিক আঘাতের চেয়েও মানসিক আঘাত বেশি। জ্ঞান ফেরার পর থেকে লি বারবার বলতে থাকেন, কী হয়েছে? আমি কোথায়? হাসপাতালে লি-কে দেখভাল করছেন যে স্বাস্থ্যকর্মীরা,

তাঁরা বলছেন যে নিজেদের আঘাত বর্ণনা করার ক্ষমতা নেই দুর্ঘটনায় আহতদের। লি-র কাঁধের হাড় ভেঙেছে। মাথায় আঘাত পান তিনি। তবে জ্ঞান হারাননি। পরিবারের দাবিতে সিওলের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। মোকপো কোরিয়ান হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে কনের। লি-র মতোই তিনিও বিমান দুর্ঘটনার স্মৃতি ভুলে গিয়েছেন। কনের মাথা ফেটেছে, গোড়ালি ভেঙেছে, সঙ্গে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। জীবনের ঝুঁকি না থাকলেও গুরুতর আঘাতের চিকিৎসা চলছে তাঁর। হাসপাতাল জানিয়েছে, লি-র মতোই ট্রমার মধ্যে রয়েছেন কন। রবিবার দক্ষিণ কোরিয়ার মুয়ান বিমানবন্দরে আছড়ে পড়ে একটি যাত্রীবাহী বিমান। মাটি ছোঁয়ার ঠিক আগে রানওয়ের উপরেই নিয়ন্ত্রণ হারান পাইলট। বিমানবন্দরের দেওয়ালের সঙ্গে সংঘর্ষে মুহূর্তে আগুন ধরে যায়। বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ১৮১ জন যাত্রীর মধ্যে ১৭৯ জনের।

১৭ দিন মৃত সন্তানকে বহন করেছিল, আবার মা হল সেই তিমি

৩১ ডিসেম্বর ঃ সন্তান হারানোর শোক হয়তো এবার কমল সেই ওরকা তিমির। ১৭ দিন ধরে মৃত শাবকের দেহ বহন করা তাহলিকোয়া নামের ওরকা আবার একটি শাবকের জন্ম দিয়েছে। সদ্যোজাত শাবক-সহ তাকে প্রথম দেখা গিয়েছে গত ২০ ডিসেম্বর। শাবকটি জে পড নামের গ্রুপের সঙ্গে আমেরিকার ওয়াশিংটনের জলসীমায় অবস্থিত পিউজেট সাউন্ড এলাকায় সাঁতার কাটছিল। ওরকা তাহলিকোয়া ২০১৮ সালে ১৭ দিন ধরে মৃত শাবককে ১৬০০ কিলোমিটার পথ বহন করে তিমি গবেষকদের নজরে এসেছিল। সেই ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছিল, মা তিমি সন্তান হারিয়ে কতটা কষ্ট পেয়েছিল। সেন্টার ফর হোয়েল রিসার্চের গবেষণা পরিচালক মাইকেল ওয়াইজ বলেন, কিলার হোয়েল বা কিলার তিমি নামে পরিচিত হলেও ওরকারা ডলফিন পরিবারের সবচেয়ে বড় সদস্য। প্রথমদিকে গবেষকরা নতুন শাবকটির পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেননি। তবে সোমবার গবেষকরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছেন যে তাহলিকোয়াই এই বাচ্চার মা। বাচ্চাটির নামকরণ করা হয়েছে জে ৬১।

আজ ১ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে ট্রেনের নতুন সময়সূচি চালু করছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ৩১ ডিসেম্বর ঃ আজ ১ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে নতুন ট্রেন সময়সূচি চালু করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)। সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে, যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি করতে এবং সমগ্র অঞ্চলে পরিচালনামূলক দক্ষতার কার্যকলাপ সুবিধাজনক করার লক্ষ্যে এই পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। নতুন সময়সূচির একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো ৪৩টি ট্রেনের গতি বৃদ্ধি করা, এর ফলে প্রধান প্রধান রুটগুলিতে ভ্রমণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস লাভ হবে। তাৎক্ষণিকভাবে, এসএমভিটি বাঙ্গালুরু-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস (ট্রেন নং. ২২৫০১) এখন থেকে ১২০ মিনিট দ্রুত চলবে, অন্যদিকে কামাখ্যা-গোমতিনগর এক্সপ্রেস (ট্রেন নং. ১৫০৭৭) এখন থেকে ৭৫ মিনিট সময় সাশ্রয় করবে। একইভাবে, ডিব্রুগড়-হাওড়া এক্সপ্রেস (ট্রেন নং. ১৫৯৬২) ভ্রমণের সময় ৬০ মিনিট হ্রাস করবে। এই পরিবর্তনগুলি যাত্রীদের জন্য দ্রুত এবং অধিক দক্ষ পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকেই প্রতিফলিত করছে। এছাড়াও, যাত্রীদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে ২৪টি এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ দিল্লি এক্সপ্রেস (ট্রেন নং. ১২৫২৩) এখন থেকে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৮.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিবে, অন্যদিকে শিলচর-তিরুবনন্তপুরম সেংট্রাল এক্সপ্রেস (ট্রেন নং. ১২৫০৮) শিলচর থেকে ১৯.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিবে।

অতিরিক্তভাবে ১৬টি ইন্ট্রা-জোনাল মেইলএক্সপ্রেস ট্রেন এবং ২৩টি ডেমু ট্রেনের সময়সূচিও যাত্রীদের সুবিধার জন্য সংশোধন করা হয়েছে। এই সমস্ত পরিবর্তনের লক্ষ্য হলো যাত্রীদের জন্য উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা করা এবং মসৃণ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা।

যাত্রীদের বাধাহীন ও উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিচালনার উন্নতি, সংযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং যাত্রীদের চাহিদা কার্যকরভাবে পূরণ করার লক্ষ্যে নতুন সময়সূচিতে এই পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে। যাত্রার পূর্বে এই সমস্ত বিবরণ পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ফিরে দেখা ২০২৪, বিষয় ঃ বিবিধ

গুয়াহাটি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ পেরিয়ে গেল আরও একটি বছর, ২০২৪। বিদায়ী এক বছরে দেশ সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের অজস্র খবরের মধ্যে এই অঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২৪-এর ফ্ল্যাশব্যাকে নানা বিষয়ক কয়েকটি খবর ক্রমান্বয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে ...

গুয়াহাটি, ৫ ও ৬ জানুয়ারি ঃ দুদিন রাজ্যজুড়ে বন্ধ দিবা-নৈশ বাস সহ সব ধরনের যান পরিষেবা। কেঃদ্রীয় সরকারের নতুন আইন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-২০২৩-এর অধীনে ' অ্যান্ড রান' বিধির বিরোধিতা করে এই আন্দোলন অসমের বাস ও মোটর চালক সংস্থার।গোয়ালপাড়া (অসম), ১৩ জানুয়ারি ঃ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গোয়ালপাড়ায় বছর ৫৫-এর বয়াত আলির মৃত্যু। গুয়াহাটি, ১৩ জানুয়ারি ঃ এক রাশ ' ক্ষোভ বুকে নিয়ে রাহুল গান্ধীর ' জোড়ো ন্যায় যাত্রা'র প্রাক্কালে এবং ডিমা হাসাও জেলায় উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে দলের ভরাডুবির পর পরই কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-র সাধারণ সম্পাদক তথা প্রধান মুখপাত্র অপূর্বকুমার ভট্টাচার্য। ইমফল, ১৭ জানুয়ারি ঃ ভোররাত প্রায় ২২৪ মিনিট নাগাদ ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী তেংনোপাল জেলার অন্তর্গত মোরে শহর সংলগ্ন সিকিম গ্রাম এবং কানানভেঙে সংগঠিত নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর সঃেদহজনক সশস্ত্র কুকি জঙ্গিদের অতর্কিত মর্ট ার-হামলায় দুই জওয়ান শহিদ এবং ঘায়েল হয়েছেন আরও দুই জওয়ান।

ইমফল, ১৮ জানুয়ারি ঃ মণিপুরে ফের সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের হামলা পাঁচ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু এবং তিনজন জখম হয়েছেন। প্রথম ঘটনা ভোররাতে কাংপোকপি জেলার কাংচুপে সংগঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা বিকাল প্রায় ৩,৪৫ নাগাদ বিষ্ণুপুর জেলার অন্তর্গত নিংথোখং খা খুনু গ্রামে। আইজল, ২৩ জানুয়ারি ঃ মিজোরাম বিমানবন্দরে অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে মায়ানমার সেনার বিমান। এদিন সকালে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরামে আশ্রিত মায়ানমারের সৈন্যদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিতে এসে রাজধানী আইজলের পার্শ্ববর্তী লেংপুই বিমানবন্দরে অবতরণ করছিল মায়ানমারের সামরিক বিমানটি। বিমানে ১৪ জন ক্রু সদস্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আটজন গুরুতরভাবে আহত এবং বাকিরা অল্পবিস্তর হয়েছেন। গুয়াহাটি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ অসমের ' লেবু' তথা 'সাইট্রাস লিমন'কে রাজ্য ফল হিসাবে ঘোষণা কৃষিমন্ত্রী অতুল বরার। গুয়াহাটি, ৩ মার্চ ঃ জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিক্যাশন (জিআই) ট্যাগ লাভ করেছে মাজুলির ঐতিহ্যবাহী মুখোশ ও অঙ্কিত পাণ্ডুলিপি। আগরতলা, ৩ মার্চ ঃ ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী পোশাক 'রিসা' পেয়েছে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিক্যাশন (জিআই) ট্যাগ। গুয়াহাটি, ২৪ নভেম্বর ঃ দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ছয় বছরের জন্য দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কৃত ' ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট ' (এআইইউডিএফ)-এর টিকিটে নির্বাচিত হাইলাকান্দির বিধায়ক জাকির হুসেন লস্কর। গুয়াহাটি, ২৪ ডিসেম্বর ঃ দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ছয় বছরের জন্য দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কৃত ' ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট' (এআইইউডিএফ)-এর টিকিটে নির্বাচিত আলগাপুরের বিধায়ক নিজাম উদ্দিন চৌধুরী।

মনমোহনকে শ্রদ্ধা ইউনূসের, পুষ্পস্তবক অর্পণ বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত মনমোহন সিংয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে গিয়ে প্রয়াত প্রাক্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি। সকাল সাড়ে ১১টায় বারিধারায় হাইকমিশনে প্রধান উপদেষ্টাকে স্বাগত জানান ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা। অধ্যাপক ইউনূস হাইকমিশনারের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু মনমোহন সিংয়ের স্মৃতিচারণ করেন। প্রয়াত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে ইউনূস বলেন, তিনি (মনমোহন সিং) অনেক সরল এবং জ্ঞানী ছিলেন। প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ভারতকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন মনমোহন সিং।

রেল গ্রাহক ও তাদের পরিবারকে নববর্ষের শুভেচ্ছা উত্তর পূর্ব রেলের জিএমের

গোরখপুর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ উত্তর পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, মিসেস সৌম্য মাথুর সমস্ত রেল কর্মচারী, অফিসার, রেল কর্মচারী ইউনিয়ন, রেল যাত্রী এবং সমস্ত রেল গ্রাহক এবং তাদের পরিবারকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মহাব্যবস্থাপক মিসেস মাথুর রেলওয়ে কর্মচারীদের নববর্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের একটি সুস্থ, সফল এবং সুখী জীবন কামনা করেন এবং বলেন যে আপনার সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণে, ২০২৪ সালে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে সফলভাবে অনেকগুলি রেকর্ড তৈরি করেছে। অনেক চ্যালেঞ্জ এবং আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২৫ সালে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে সাফল্যের নতুন উচ্চতা স্পর্শ করবে। মহাব্যবস্থাপক ভ্রমণকারী জনসাধারণকে রেল চত্বর এবং রেলওয়ে ট্রেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং শুধুমাত্র সঠিক টিকিট নিয়ে ভ্রমণ করতে রেল প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন করেছেন।

নবমদিনেও উদ্ধারকাজ জারি

কোটপুতলি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ রাজস্থানের কোটপুতলির তিন বছরের শিশু চেতনাকে মঙ্গলবারও উদ্ধার করা সম্ভব হল না, শিশুর শারীরিক অবস্থা ঘিরে তৈরি হচ্ছে সংশয়। প্রশ্ন উঠছে, শিশুটিকে উদ্ধারে আর কত দিন সময় লাগবে? মঙ্গলবার নবম দিনেও জারি রয়েছে উদ্ধারকাজ। কোটপুতলি-বেহরোর ডিসি কল্পনা আগরওয়াল বলেছেন, আমরা এখনও আশা হারাইনি। আমাদের টিম আশাবাদী। শিশুটিকে উদ্ধার করার বিষয়ে আমরা ইতিবাচক। বিশেষজ্ঞদের আমরা ডেকেছি।

স্কটল্যান্ডের নদীতে ভেসে উঠল ভারতীয় পড়ুয়ার দেহ!

৩১ ডিসেম্বর ঃ আবর বিদেশের মাটিতে মৃত্যু ভারতীয় পড়ুয়ার। প্রায় এক মাস নিখোঁজ ছিলেন। পর স্কটল্যান্ডের নদীতে ভেসে উঠল ওই ছাত্রীর দেহ! শনাক্তকরণের জন্য খবর পাঠানো হয়েছে পরিবারের কাছে। এই মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত জারি রেখেছে পুলিশ। সূত্রে খবর, মৃত ছাত্রীর নাম সান্ত্রা সাজু। তিনি কেরলের বাসিন্দা ছিলেন। পড়াশোনার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবার্গের হেরিওট-ওয়াট বিশ্ববিদ্যালয়ে। দুচোখে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে বিদেশে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের শুরুতে হঠাই নিখোঁজ হয়ে যান সাজু। বহু চেষ্টা করেও মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে স্কটল্যান্ড পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে তাঁর পরিবার। তদন্ত নামে পুলিশ। বহু খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে গত ২৭ ডিসেম্বর বছর বাইশের সাজুর দেহ উদ্ধার করা হয়। এক বিবৃতি দিয়ে স্কটল্যান্ড পুলিশ জানিয়েছে, এডিনবার্গের নিউব্রিজের কাছে এক নদীতে ভাসতে দেখা যায় সাজুর দেহ। পরনের কালো জামা দেখে পুলিশ তাঁকে চিনতে পারে। তবে দেহ শনাক্তকরণের জন্য খবর দেওয়া হয়েছে বাড়িতে। কিন্তু এই ঘটনা কী খুন নাকি আত্মহত্যা তা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে বলে জানায় পুলিস। পুলিশ আরও জানিয়েছে, শেষবার সাজুকে দেখা গিয়েছিল লিভিংস্টনের আলমন্ডভ্যালে এক সুপার মার্কেট। সঙ্গে একটা বড় ব্যাগ ছিল তাঁর। পরনে ছিল কালো হুডি। ওই সুপার মার্কেট থেকে সাজু আর কোথাও কোথাও গিয়েছিল তা জানতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

Name Change

I, Anup Moulic (old name) son of Dayamay Maulik, residing at Choto Finga Sabitri Pally, North Dum Dum, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700049, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Anup Moulick (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 27/12/2024. Anup Moulick (new name) and Anup Moulic (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Dayamoy Moulic (old name) son of Late Kumad Maulik, residing at Choto Finga Sabitri Pally, North Dum Dum, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700049, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Dayamay Maulik (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 27/12/2024. Dayamay Maulik (new name) and Dayamoy Moulic (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Shila Moulic (old name) wife of Anup Moulick, residing at Choto Finga Sabitri Pally, North Dum Dum, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700049, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shila Moulick (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 27/12/2024. Shila Moulick (new name) and Shila Moulic (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sk Hadyaetullah (old name) son of Sekh Rahamattulla, residing at Dighasipur Chakdwipa, Bhabanipur, Dist.- Purba Medinipur, Pin- 721645, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Hedayettulla (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 31/12/2024. Sk Hedayettulla (new name) and Sk Hadyaetullah (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Vikash Mohta S/o Shyam Sunder Mohta, on behalf of my minor son previously called name Krishna Vikassh Mohta (old name) residing at BE 4, Salt Lake, Sector 1, Kolkata- 700064, West Bengal, INDIA, have changed his name and he shall henceforth be known as Krishnav Mohta (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 31/12/2024. Krishnav Mohta (new name) and Krishna Vikassh Mohta (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Imran Azad (old name) son of Ghulam Sarwar, residing at 31/A, Hossain Shah Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Imran Azad (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 31/12/2024. Md Imran Azad (new name) and Mohammad Imran Azad (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, PROVU SARDAR(OLD NAME),SON OF LATE NABIN SARDAR, RESIDING AT VILL & PO - ANISHMALI, RANAGHAT, NADIA - 741253, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABHU SARDAR(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/12/2024.THAT PROVU SARDAR AND PRABHU SARDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Selim Mondal, S/o- Najrul Mondal, resident of Vill. Hantra Dakshinpara, P.o- Chhota Andulia, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741124 do hereby declare that I have changed my name from Salim Mandal to Selim Mondal and henceforth I shall be known as Selim Mondal in all purpose, vide affidavit No. 41 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 26.12.2024. Selim Mondal and Salim Mandal both are same and identical person.

Name Change

I, Najrul Mondal, S/o- Arman Mondal, resident of Vill. Hantra Dakshinpara, P.o- Chhota Andulia, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741124 do hereby declare that I have changed my name from Najrul Mandal to Najrul Mondal and henceforth I shall be known as Najrul Mondal in all purpose, vide affidavit No. 38 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 26.12.2024. Najrul Mondal and Nazrul Mandal both are same and identical person.

Name Change

I, Mojibar Rahaman (Old Name) S/o Sk Kaoser Ali Residing at Kantapukur Purba Para, Seharabazar, Khandaghosh, District - Purba Bardhaman, Pin- 713423 W.B. India shall henceforth be known as Sk Mojibar Rahaman (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 30-12-2024. Mojibar Rahaman (Old Name) and Sk Mojibar Rahaman (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SHAIKH GAFFAR (Old Name) S/O Late SHEIK GAHAR ALI Residing at 34/1, M.G. Road Karunamayee Lane, District - Kolkata, Pin - 700082 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SHEIK GAFFAR ALI (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipur vide affidavit Dated 22-12-2015. SHAIKH GAFFAR (Old Name) and SHEIK GAFFAR ALI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Manish Kumar Agarwal (Old Name) S/o Bhagwati Prasad Agarwal Residing at 124/138, Hari Om Dham, Block-A, 3rd Floor, Dakshindari Road, Golaghata, Lake Town, Bidhan Nagar, P.o-Sreebhumi, District - 24 Pgs(N), Pin- 700048 West Bengal India shall henceforth be known as Manish Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 31-12-2024. Manish Kumar Agarwal (Old Name) and Manish Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kajol Glory Dey alias Kajal Golry Dey (Old Name) W/o Rajib Dey Residing at 2 Mahatma Gandhi Road Lux vally, Block-A, Flat-404, 4th Floor, Kolkata (MC), Joka, Kolkata - 700104 W.B. India shall henceforth be known as Kajal Glory Dey (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 108/2024 Dated 31-12-2024. Kajol Glory Dey, Kajal Golry Dey (Old Name) and Kajal Glory Dey (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Hasnehena Khatun (Old Name) W/O–Nure Alam Dewan residing at Chandanbati, Aheripara, Sagardighi, Dist-Jangipur, West Bengal, Pin-742226.I have change my new name to Hasnehena Khatun Bibi by notary public Berhampore court on 30/12/2024.My name Hasnehena Khatun Bibi & Hasnehena Khatun both are same and one identical person.

Name Change

I, ABDUL MAJED BISWAS S/O Lt. Ajirbaks Biswas resident of Vill. Purbanagar, P.O. Duttapulia, P.S. Gangnapur, Dist. Nadia, Pin-741502 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name ABDUL MAJED BISWAS instead of MD. ABDUL MAJED BISWAS and MAJID BISWAS which is wrongly mentioned in land deed no. I-230/12, dt. 13.01.2012 and land record of mouza-Uttar Khaspur, J.L. No. 90, Khatian No. 657, Dag No. 196, 376, 377, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Ranaghat in Nadia on 30/12/2024. ABDUL MAJED BISWAS, MD. ABDUL MAJED BISWAS and MAJID BISWAS all are same and one identical person.

তুলে নেওয়া হচ্ছে সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল, তারকেশ্বর লোকাল অবরোধের ডাক

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ সিঙ্গুর কৃষি জমি আন্দোলন কে স্মরণীয় রাখতে চালু হয়েছিল সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল ট্রেন। সিঙ্গুর স্টেশন থেকে সকাল ৮ টা ১২ মিনিটে ছেড়ে হাওড়া যাতায়াত করত। ২০০৯ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকার সময় এই সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল ট্রেন চালু করেছিলেন। কিন্তু নতুন বছর থেকে এই ট্রেন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল দপ্তর। আর তারই প্রতিবাদে এদিন সকালে সিঙ্গুর ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব ও রেল যাত্রীরা। সিঙ্গুরের বিধায়ক জানান, পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই নোটিশ দেওয়া হয়েছে সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল চলবে তারকেশ্বর পর্যন্ত। সিঙ্গুর একটি জনবহুল এলাকা। এই স্টেশন দিয়ে ৫২ টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন। সিঙ্গুর লোকাল থাকায় স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে রেলে যাতায়াত করতে পারতেন তাঁরা। পূর্ব রেল চক্রান্ত করে এই ট্রেনটিকে তারকেশ্বর পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাইছে। এদিন সকালে সবাইকে সিঙ্গুর স্টেশনে হাজির হওয়ার জন্য ডাক দেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। মঙ্গলবার বিকালে এর প্রতিবাদে মিছিল হবে। মন্ত্রীর দাবি, রেলের এই হটকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজ দলমত নির্বিশেষে ট্রেনের যাত্রীদের নিয়ে সকালে হাওড়া থেকে ছেড়ে আসা তারকেশ্বর লোকাল ট্রেনকে আটকে দেওয়া হবে। দাবি, এই ট্রেনটিকে পুনরায় সিঙ্গুর থেকে আন্দোলন লোকাল ট্রেন নাম করে সিঙ্গুর স্টেশন থেকে হাওড়া অভিমুখে পাঠানো হবে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, যাত্রীদের চাহিদা আছে সেই অনুযায়ী দুটি সিঙ্গুর লোকালের একটি তারকেশ্বর থেকে একটি হরিপাল থেকে চলবে। তাতে সিঙ্গুরের যাত্রীদেরও সুবিধা হবে। ট্রেন তুলে নেওয়া হয়নি।

মাদক সহ গ্রেফতার পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ আবার পুলিশের অভিযানে রুখল মাদক কারীদের কারবার। প্রায় ৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার এক পাচনকারী। ধৃতের নাম কৃষ্ণ বর্মন (৩৭)। সে বুড়াগঞ্জের হাতিডোবা লক্ষী মন্দির এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে হাতিডোবা কালকুট উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য। জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তি সাইকেলে করে মাদক বিক্রি করার উদ্দশ্যে যাচ্ছিল সেই সময় ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি করলে ধৃতের কাছ থেকে প্রায় ৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ধৃত ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ধৃত ব্যক্তিকে আজ শিলিগুড়ির মহকুমা আদালতে তোলা হবে। অন্যদিকে মাদক কারবারিদের কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন এসডিপিও নেহা জৈন ।

কার্নিভালকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দুই পক্ষের আহত চার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বর্ষবরণের কার্নিভালে খাবারের স্টল বসানো কে কেন্দ্র করে তৃণমূলের বিধায়ক অনুগামী এবং বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ মালদার চাঁচল সদরের তরলতলা মোড়ে। দফায় দফায় সংঘর্ষ। পুলিশের সামনেই দাদাগিরি দুই পক্ষের তৃণমূলের একাধিক নেতা এবং জন-প্রতিনিধির। উভয়পক্ষের আহত চার। আটক করা হয়েছে চার জনকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের লাঠিচার্জ। লাঠির তারায় পালালেন বাহুবলি তৃণমূল নেতারা। এলাকা জুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা এবং আতঙ্ক। মঙ্গলবার সুষ্ঠভাবে কার্নিভালের অনুষ্ঠান হওয়া নিয়ে বড় প্রশ্ন? একপক্ষে রয়েছে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ ব্লক তৃণমূলের সহ-সভাপতি অমিতেশ পান্ডে, উপ-প্রধান মোক্তার হোসেন সহ তাদের দলবল। অন্যপক্ষে পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অংকুর পোদ্দার, সহ-সভাপতি জাকির হোসেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা। প্রথমে এদিন সকালে তরলতলা মোড়ে এলআইসি ভবনের সামনে খাবারের স্টল বসানো নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়। স্টলের বাঁশ খুলে দেন বিধায়ক বিরোধী গোষ্ঠীর লোকেরা। তাদের দাবি ওখানে পঞ্চায়েত সমিতির সৌন্দর্যায়ন করেছে। পেছনে রয়েছে অনেক দোকান। সেখানে সেলফি জোন ছাড়া খাবারের দোকান বসানো যাবে না। পাল্টা কার্নিভাল কমিটির একাংশ তৃণমূল নেতা সেখানে এসে গন্ডগোল শুরু করেন। তারপরেই বেঁধে যায় সংঘর্ষ। রীতিমতো পুলিশকে আঙ্গুল উঁচিয়ে দাদাগিরি করেন উপ-প্রধান মোক্তার হোসেন এবং দলবল। লাঠি- বাঁশ নিয়ে একে অপরের দিকে তেড়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় পুলিশকে। এদিকে দিনের বেলায় শহরের উপকণ্ঠে ব্যস্ততম রাজ্য সড়কে এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ব্যবসায়ী এবং মানুষজন। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। এখনো থমথমে হয়ে রয়েছে এলাকা। পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অঙ্কুর পোদ্দার বলেন, এখানে তৃণমূলের গোষ্ঠীর ব্যাপার নেই। আমাদের দাবি ছিল রাস্তা খোলা রাখতে হবে আর ওই জায়গায় ফুড স্টল করা যাবে না। ঝামেলার সৃষ্টি এই নিয়ে। অপর পক্ষের অমিতেশ পান্ডে বলেন, কার্নিভাল প্রত্যেক বছর ভালো ভাবে হচ্ছে। এটা অনেকের সহ্য হচ্ছে না। রীতিমতো এসে এরা গুন্ডাগিরি করলো। জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে নিজেদের মধ্যে। সেটা দলীয়ভাবে মেটানো হবে। পুলিশ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে।

বন্যপ্রাণীর হামলার ভয়, খোলা হল গ্রাম পঞ্চায়েতের সাব অফিস

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ারের বক্সা পাহাড়ের ১৩ টি পাহাড়ি গ্রাম থেকে রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের দূরত্ব ৪৫ কিলোমিটার। বন্যপ্রাণীদের হামলার ভয়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে আসা সম্ভব হয় না বক্সা পাহাড়ের চারটি বুথের বাসিন্দাদের। তাঁদের অসুবিধার কথা ভেবেই মঙ্গলবার সান্তলাবাড়িতে গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি সাব অফিস খোলা হল। এই ব্যবস্থার ফলে বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দাদের পঞ্চায়েত অফিসে আসার দূরত্ব এক ধাক্কায় ৩৬ কিলোমিটার কমে গেল। সান্তলাবাড়িতে পঞ্চায়েতের সাব অফিস চালু হওয়ায় উচ্ছসিত বক্সা পাহাড়ের মানুষজন। এদিন গ্রাম পঞ্চায়েতের এই সাব অফিসের উদ্বোধন করেন প্রধান সোনম ডুকপা। আয় বাড়াতে সান্তলাবাড়িতে একটি সেলফি জোনও চালু করা হয়েছে। ডুকপা পোশাকে সেলফি তোলার জন্য পর্যটক প্রতি ৫০ টাকা করে ধার্য করা হয়েছে।

ভাড়া বাড়ি থেকে মিলল মা-ছেলের অচৈতন্য দেহ, সিল করা হল বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩১ ডিসেম্বর ঃ ভাড়া বাড়ি থেকে মিলল মা-ছেলের অচৈতন্য দেহ। দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৫০ বছরের ছেলেকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। বৃদ্ধা মায়ের জ্ঞান ফিরলেও তিনি কিছুই বলতে পারছেন না। তার চিকিৎসা চলছে। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার তেহট্টের স্কুল পাড়ায়। তেহট্টের স্কুল পাড়ায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তাপস কুমার সরকার (৫০)। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদে। স্থানীয় সূত্রে খবর, পরিবারের পাঁচ জনকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন তাপসবাবু। পরিবারে ছিলেন তাপসবাবুর অসুস্থ মা, স্বামী-স্ত্রী ও তাদের দুই সন্তান। কিছুদিন আগে তাপসবাবুর স্ত্রী তার দুই সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। প্রতিবাশীদের সঙ্গেও তাপসবাবুর কোনও যোগাযোগ ছিল না। সোমবার সারাদিন কোনও সাড়াশব্দ ছিল না তাপসবাবুদের। রাতে বাড়ির দরজা খোলা দেখে ডাকাডাকি শুরু করেন প্রতিবেশীরা। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ না মেলায় জানালা দিয়ে দেখা যায় বিছনায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছেন তাপস সরকার ও তাঁর মা। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে তেহট্ট থানার পুলিস। পুলিস এসে দরজা খুলে দেখে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তাপসবাবু ও তাঁর মা। সঙ্গে সঙ্গেই তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাপস সরকারকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বৃদ্ধার জ্ঞান ফিরলেও তিনি কিছু কথা বলতে পারছেন না। বাড়িটি সিল করে দেওয়া হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের হাতে আর্থিক অনুদান দেওয়া হল সাংসদের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীদের হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেওয়া হল দার্জিলিং সাংসদ রাজু বিস্তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে। উল্লেখ্য, গত ২৮ সেপ্টেম্বর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে। যেখানে প্রায় নয়টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১৪ টিরও বেশি দোকান। এই অগ্নিকাণ্ডের পরেই আর্থিক অনুদানের ঘোষণা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। এবং কয়েকদিন কাটতে না কাটতেই মুখ্যমন্ত্রীর তরফে এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদানের টাকা তুলে দেওয়া হয় ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের হাতে। এবং অবশেষে মঙ্গলবার দার্জিলিং এর সাংসদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঘোষণা করা আর্থিক অনুদানের টাকাও তুলে দেওয়া হল অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের হাতে। এদিন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ ও দার্জিলিং জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি অরুন মন্ডল সহ বিজেপির কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৯ জন ব্যবসায়ীদের হাতে সাংসদ এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে আর্থিক অনুদান তা তুলে দেওয়া হয়। এদিন শারীরিক অসুস্থতার জন্য উপস্থিত থাকতে পারেননি সাংসদ রাজু বিস্তা জানান বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি এও জানান পার্লামেন্টের কাজের চাপ এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই আর্থিক অনুদান তুলে দিতে বিলম্ব ঘটেছে। তবে বছরের শেষ লগ্নে ব্যবসায়ীদের হাতে এই আর্থিক অনুদান তুলে দিতে পেরে খুশি সকলে। এবং সাংসদ রাজু বিস্তার এই ব্যক্তিগত প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি এবং তিনি যে কথা দিয়ে কথা রেখেছেন সেই বিষয়েও প্রশংসা করেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। এছাড়াও তিনি জানান বিধানসভায় দমকল মন্ত্রীর সাথে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে কিভাবে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা করা যায় সে নিয়েও কথা বলেছেন তিনি এবং তিনি আশাবাদী দমকল মন্ত্রীর উদ্যোগে খুব শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে।

মুর্শিদাবাদে নাকা চেকিং ও কড়া নজরদারি পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩১ ডিসেম্বর ঃ জঙ্গি আবহে নবাবের শহরে বাড়তি নজরদারি পুলিশের। হোটেল গুলিতে চেকিং ও তল্লাশি। জেলায় চার জঙ্গি গ্রেপ্তারের পর থেকেই পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাড়তি নজরদারি রয়েছে হোটেলগুলিতে। মুর্শিদাবাদ জেলাতে অনুপ্রবেশকারী ও জঙ্গি গ্রেপ্তারের ঘটনার পর থেকে জেলা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন গোয়েন্দারা। পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শহর জুড়ে তল্লাশি পাশাপাশি হোটেল গুলোতে পর্যটকদের সাথে কথা বলেন পুলিশ আধিকারিকরা। নবাবের জেলা মুর্শিদাবাদ শীতের মরসুম পর্যটকের ঠাসা থাকে মুর্শিদাবাদ শহর। জেলা থেকে রাজ্য দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা আসে। মুর্শিদাবাদ থেকে জঙ্গি গ্রেফতার ও একের পর এক অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতারের পর থেকে উদ্বেগ বেড়েছে জেলা জুড়ে। অপ্রীতিকর কিছু নজরে পড়লে পুলিশকে খবর দেওয়ার জন্য আবেদন করেন।

বন্য শুকরের আক্রমণে গুরুতর আহত ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ আম বাগানে ফুটবল খেলতে গিয়ে বন্য শুকরের আক্রমণে গুরুতর আহত সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। আহত ছাত্রের সঙ্গীরা কেউ গাছে উঠে যায় কেউবা দৌড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু পালাতে পারেনি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র শেখ ইয়াসিন(১৪)। বন্য শুকর কিশোর ইয়াসিনের উপর হামলা চালায়। বুকে- হাতে ও মাথায় কামড় দেয়। বুকের মধ্যে দশটি সেলাই ও শরীরের সব অংশ মিলিয়ে ১৬ টি সেলাই পড়েছে। শেখ ইয়াসিন নিজের অদম্য শক্তি দিয়ে লড়াই করতে থাকে বন্য শুকরের সঙ্গে। স্থানীয়রা ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি লাঠি দিয়ে বন্য শুকর কে তাড়া করে। আহত ছাত্রকে উদ্ধার করে মানিকচক হাসপাতালে নিয়ে গেলে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে। বর্তমানে বাড়িতে নিয়ে আসলেও অসুস্থ রয়েছে । ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে মালদার মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর অঞ্চলের মোহনা গ্রামের বাসিন্দা শেখপুরা হাই মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র শেখ ইয়াসিন বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির পেছনে আম বাগানে ফুটবল খেলতে যাই। কেউবা কারা বন্য শুকর কে তাড়া করলে বন্য শুকর ছুটে এসে শেখ ইয়াসিন এর উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তবে বন্ধুরা কেউ গাছে উঠে যায় আবার কেউবা পালিয়ে যায়। কিন্তু সে কি ইয়াসিন শুকরের দৌড়ানোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। তখনই তার উপর শুকর হামলা চালায়।

নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের ভিড়

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৩১ ডিসেম্বর ঃ নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড়। সকাল থেকেই আকাশ পরিস্কার থাকার কারণে দার্জিলিংয়ের বাতাসিয়া লুপ থেকে স্পষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন পেয়ে বাড়তি খুশি ঘুরতে আসা পর্যটকেরা। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দার্জিলিংয়ে তিল ধারনের জায়গা নেই বললেই চলে। দার্জিলিংয়ে বিভিন্ন জিরো পয়েন্টে পর্যটকদের ঠল নেমেছে। সকাল থেকেই বাতাসিয়া লুপে পর্যটকদের ভিড় একদিকে যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন এবং তার পাশাপাশি ট্রয় ট্রেনের জয় রাইডের আনন্দ নিতে দেখা গেছে পর্যটকদের। চলতি বছরকে বিদায় এবং নতুন ইংরেজি বছরকে স্বাগত জানাতে দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের ভিড়।

BAHIRA Gram Panchayat
Uluberia-1, Dist.-Howrah
Memo. No. 392/BGP/2024-25 Dated: 30/12/2024 & 1325/BGP/2024-25, Date:- 30.12.2024
E-Tender is invited by the Prodhan, BAHIRA Gram Panchayat, for different 10 works (Sl No-01 to 10). for details please visit website **https:// webtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
BAHIRA Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২১-২০২৪-২৫, তারিখ ২৭.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২১-২০২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** "দমদম- বারাসাত শাখায় দমদম জংশন-বারাসাত জংশন - ওএইচই অ্যাসেটের পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাজে ২৫ কেভি ওএইচই এবং আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৮,৩৮,০৭,৪৬৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১০,৬৯,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ২৪ (চবিবশ) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ৩১.০১.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps. gov.in**-এ পাওয়া যাবে। (SDAH-296/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Brajarajpur GP Under indpur Block
Mudunia Gunnath
Bankura Pin-722121
Notice Inviting e-Tender NieT-15/24-25, Memo No-535/Braja/2024, Date-31/12/2024 Last date of Submission **07.01.2025(5p.m)** Pradhan, Brajarajpur GP, Indpur Block, Inviting e-Tender of defferent scheme which are available in **www.wbtender. gov. in** web site.
Sd/-
Pradhan Brajarajpur Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে বিদ্যুতের সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল_জিইএন_ ২৫_২৪-২৫; তারিখ: ২৭-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম ঃ** বিদ্যুতের সাধারণ কাজ সম্পর্কিত - "নিউ জলপাইগুড়িতে - এক কোচ দৈর্ঘ্যের সিক লাইন নির্মাণ- ২ কোচ হোল্ডিং (এক্সটেনশন-১)"। **আনুমানিক মূল্য:** ৬৭,১২,৭৯৯.৩১/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৩৪,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের শেষ** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ২৮-০১-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the
KANTABARI GRAM PANCHAYAT
Purusottampur, Agarda Onda, Bankura
E-mail ID:- wbregs.kantabari@gmail.com
Kantabari Gram Panchayat has invited One (01) No of NIeT on **28/12/2024** Vide NIeT No: **11/2024-25** Vide Memo No 482/ 15 TH CFC Tied/KGP Scheduled to be open on **09/01/2025 (at 12.30 PM)** and last date of Submission is on **07/01/2025 (Up to 12.00 AM)** for more details please visit on:- **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Fuleshwari Layek
Pradhan
Kantabari Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER
NIT No. 16 of 2024-25/PO/BCW/JAL for construction of guard room at EMRS, Nagrakata, Jalpaiguri. Last date of bid submission is **08-01-2025 up to 17:00 hours.** For further details, please log-on to **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
P.O-cum-D.W.O,
BCW& TD. Jalpaiguri

নোটিশ
যে আমার মক্কেল প্রদীপ কুমার সরকার, ২৩৬এ, অশোকেগড় বরানগর (এম), উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৮-এ বসবাসরত প্রয়াত জ্যোতিষ চন্দ্র সরকারের ছেলে, A.D.S.R, Cossipore, দমদম-এর অফিসে যথাযথভাবে নথিভুক্ত দলিল হারিয়েছেন এবং বইয়ে নথিভুক্ত করেছেন। - ১, এবং ১৯৯৯ সালের জন্য নং ২৭৬৩ এবং এছাড়াও ২০.১২.২০২৪ তারিখে জিডি এন্ট্রি নং ১৪৬১ এর মাধ্যমে বরানগর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছেন। যে কোন ব্যক্তির যে কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই সমর্থক দলিল প্রমাণ সহ অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।
পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

পূর্ব রেলওয়ে
নং ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫ তারিখ ৩১.১২.২০২৪
সংশোধনী
চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার (অ্যাডমিন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত **জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখের পূর্ব রেলওয়ের ই-অকশন কর্মসূচীর সংশোধনী।**
উপরের প্রসঙ্গে, **মালদা ডিভিশনের** জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখের ই-অকশন কর্মসূচিতে মালদা ডিভিশনে নিম্নোক্তমতো ও অন্যান্য তারিখে প্রয়োজন অনুযায়ী আংশিক **পরিবর্তন** করা হতে পারে। অন্যান্য ডিপো ও ডিভিশনের তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে।
মালদা ডিভিশনে বর্তমান অকশন তারিখ ঃ ০২.০১.২০২৫ ও ২৮.০১.২০২৫
মালদা ডিভিশনে পরিবর্তিত অকশন তারিখ ঃ ১৬.০১.২০২৫ ও ৩০.০১.২০২৫
(STORES-69/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE
Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- **18/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 25)**
- No. of Work:- 25 **(Twenty Five) nos.**
- Last Date of Application:- **03.01.2025 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **06.01.2025 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **10.01.2025 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **10.01.2025 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE
Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- **19/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 16)**
- No. of Work:- **16 (Sixteen) nos.**
- Last Date of Application:- **09.01.2025 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **10.01.2025 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **14.01.2025 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **14.01.2025 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

ABRIDGED e-TENDER NOTICE
UNDERSIGNED invites e-tenders, vide **NIT 14/EO/2024-25** for Construction of 7 nos. Boro Bundhs. Last date of application **06.01.2025 up to 5:00 PM**. For details please visit '**wbtenders.gov.in**'
Sd/- Executive Officer,
Khanakul-I Panchayat Samity,
Khanakul, Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া ডিভিশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি সম্পাদনের জন্য ই-অকশন
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/জিবিটি/২০২৪, তারিখ ৩০.১২.২০২৪
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান। অকশন ক্যাটালগটি **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। **ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-জিবিটি-২৪। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.০১.২০২৫-এ দুপুর ১২.০০টা। যথাক্রমে **সিকোয়েন্স নং; লট নং.; বিবরণ ঃ এএ/১;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ- আরপিএইচ-ওএইচ-১৩১-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম); সাঁইথিয়া ও রামপুরহাট স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় ০৪ (চার)টি গ্লোবল টাওয়ারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার প্রদর্শন। **এএ/২;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ- বিএইচপি-ওএইচ-১৩২-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম); গুসকরা, বোলপুর ও প্রান্তিক স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় ০৯টি গ্লোবল টাওয়ারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার প্রদর্শন। **এএ/৩;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ- কেডব্লুএই-ওএইচ-১৩৩-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম); কাটোয়া, খাগড়াঘাট রোড ও আজিমগঞ্জ স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় ০৬টি গ্লোবল টাওয়ারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার প্রদর্শন।
(HWH-514/2024-25) **সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নোটিশ
এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) নং(গুলি) ৩৯০৫৭, ১০৫২৭২ এবং ১৭৯৮৫৫ ফোলিও নং ১৬ /০৭৫৬১ এর অধীনে ১৮০,৯০,২৭০ সাধারণ শেয়ারের জন্য স্বতন্ত্র নম্বর ৬৭২৭২৭৮১৬৬৭৫২৯৬৩৭৫ ফ্রেনি কেকোবাদ পীর এবং ফিরোজ কেকোবাদ পীরের নামে আইটিসি লিমিটেডের ৬০২৫, ৩৮৯২৯২৪৮১২-৫০৮১ হারিয়ে গেছে/ চুরি হয়েছে বলে রিপোর্ট করা হয়েছে এবং সেই বিষয়ে ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করার জন্য একটি আবেদন করা হয়েছে। কোম্পানির ইনভেস্টর সার্ভিস সেন্টার, আইটিসি লিমিটেড ৩৭, জে এল নেহেরু রোড, কলকাতা ৭০০০৭১ যাদের কাছে এই ধরনের ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) জারির বিরুদ্ধে আপত্তি, যদি থাকে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে করতে হবে। জনসাধারণকে এই শেয়ারগুলির সাথে যে কোনও উপায়ে লেনদেনের বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
শাখা লিন্ডসে স্ট্রিট
৮, লিন্ডসে স্ট্রিট,
নিউ মার্কেট এরিয়া, ধর্মতলা,
কলকাতা- ৭০০০৮৭
পরিশিষ্ট -IV [বিধি-৮(১) দেখুন] পরিশিষ্ট-এফ
দখলের নোটিশ
যেখানে (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেদিকে
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লিন্ডসে স্ট্রিট ব্রাঞ্চের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্টের নিয়ম ৩ এর সাথে পড়া ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে অনুমোদিত অফিসার। (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ২০.০১.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে ঋণগ্রহীতা মিঃ অরজিত নাগ চৌধুরী এবং গ্যারান্টার মিঃ চিত্তরঞ্জন সেনকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা ৭.৩০.৭৮৭.৮২ + UCI (শব্দে সাত লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতশ সাতাশ এবং আরাশি পয়সা প্লাস আনচার্জ করা টাকা) পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছে। আইনটি ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের ৩১ তারিখে নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮ সহ পঠিত।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য টাকা ৭,৩০,৭৮৭.৮২ এবং তার উপর সুদ।
আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের মনোযোগ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে খালাস করার জন্য।
স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
সেই সমস্ত টুকরো এবং জমির পার্সেল একত্রে জি+ ৫ তলা বিল্ডিং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫০ বর্গফুট আচার্য সিরিশ সরণি, ২য় তলা, মহিয়ারী ঘাসের বাগান, উৎসাহী সংঘ ক্লাবের ল্যান্ডমার্ক সহ আনুমানিক একটি এলাকা প্রায় ০৫ টি কোটা, ১৪টি ছটাক। ১১ বর্গফুট কম বা বেশি মৌজায় অবস্থিত এবং পড়ে আছে মহিয়ারী, জেএল নংঃ ২৮, এলআর খতিয়ান নং. ৫৪৭১৫৪৭৪, ৫৪৬৭-৫৪৬৯, ২১৯২, ৪৫৬২, ৬৪৭০, আরএস দাগ নংঃ ২৪৮৬, এলআর দাগ নংঃ ২৮৩৭, আরএস খতিয়ান নং. ১৮ পিওউর, পিওউর, ১২ পিএস-এর অধীনে মহিয়ারি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, এডিএসআর ডোমজুড়, জেলাঃ হাওড়া, পিনকোড-৭১১৩০২ নিম্নলিখিতটিতে আবদ্ধ যেটি বলতে হবেঃ
উল্লিখিত ভিত্তি হল আবদ্ধ উত্তর দিকে ঃ ৪ ফুট প্রশস্ত সাধারণ উত্তরণ। দক্ষিণেঃ ৪ ফুট চওড়া সাধারণ পথ (দশরথ পত্রের খোলা জমি)। পূর্ব দিকেঃ ৫৬ ফুট চওড়া মহিয়ারী রোড। পশ্চিমেঃ দেবেন কোলির উন্মুক্ত ভূমি দ্বারা।
স্বা /-
তারিখঃ ৩১ ।১২ ।২০২৪ চিফ ম্যানেজার এন্ড অথোরাইজড অফিসার
স্থানঃ কলকাতা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (E)/LTG-HQ, KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/113/24-25
Name of work : **Annual maintenance contract of HT and LT Breakers, Relays and Transformers at Chaplin Square Substation and CMO Building;** Estimate Amount : **Open Quotation**; Earnest Money : ₹ **9,700.00**; Period of Completion : **365 Days**; Last date and time of submission of bid : **10.01.2025 (2 PM)**; The bid forms and other details are available on and from **02.01.2025 (2 pm)**.
(2) NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/106/24-25
Name of work : **Repairing & replacement of some miscellaneous items & other Electrical Works at CMO Building, KMC;** Estimate Amount : **Open Quotation**; Earnest Money : ₹ **8,400.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **11.01.2025 (2 PM)**; The bid forms and other details are available on and from **04.01.2025 (2 pm)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (E) / Electricity, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/ELY/ESTM-133/24-25
Name of work : **Supply and installation of Air Conditioning system with allied Electrical Works for the IFU SWM Department under KMC;** Estimate Amount : ₹ **4,55,227.00**; Earnest Money : ₹ **9,200.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last date and time of submission of bid : **13.01.2025 upto 2 pm**; The bid forms and other details are available on and from **02.01.2025 (4 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical) / Lighting/Zone-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/244/24-25
Name of work : **Thorough repairing works in existing lighting and AC installations in Conference Hall replacing defunct spares at Borough Office Garfa under Br.-XII;** Estimated Amount : ₹ **1,48,528.58**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **10.01.2025 upto 3 pm**.
(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/259/24-25
Name of work : **Installation of lighting arrangement at 234 Bus Stand, Golf Green and other areas in Ward No. 95, Br.-X;** Estimated Amount : ₹ **1,99,295.37**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **10 Days**; Last date and time of completion of bid : **13.01.2025 upto 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 (from 2 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**.
(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/222/24-25
Name of work : **Improvement of street lighting system at Kumar Para, Ghosh Para and Deshbandhu Road surrounding areas in Ward No. 102, Br.-XII;** Estimated Amount : ₹ **1,49,885.35**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last date and time of submission of bid : **11.01.2025 upto 6 pm**; The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 (6 pm)**.
(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/251/24-25
Name of work : **Development work of lighting arrangements in Paddapukur Area and other allied works in Ward No. 98, Br.-X;** Estimated Amount : ₹ **2,98,138.03**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **10 Days**.
(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/250/24-25
Name of work : **Temporary lighting arrangement for upcoming festival at New Alipore and different areas in Ward No. 81, Br.-X;** Estimated Amount : ₹ **1,45,970.00**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of Completion : **04 Days**.
(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/256/24-25
Name of work : **Improvement of St. LTG. system at Gariahat Road (South), K.P. Roy Lane, Adarshanagar in Ward No. 92, Br.-X;** Estimated Amount : ₹ **3,42,068.82**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last date and time of completion of bid : **13.01.2025 upto 12 Noon (For Sl. No. 4 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from **02.01.2025 (from 5 pm) (For Sl. No. 4 to 6)**; The website **https://etnder.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Zone-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :
(1) NIT No. : LTG/XIV/132/24-25/130 (1st Call)
Name of work : **Rehabilitation of landscape lighting system in Debalaya Park in Ward No. 130;** Estimated Amount : ₹ **4,72,852.00**; Earnest Money : ₹ **9,460.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **10.01.2025 (1 pm)**; The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024**.
(2) NIT No. : KMC/LTGV/115/24-25/LR1 (1st Call)
Name of work : **Repairing and renovation of existing street lighting system by installing LED light fittings and allied works at Taramoni Ghat Rd., Naskar Para Rd., Panchanantala Rd. and other areas in Ward No. 115;** Estimated Amount : ₹ **1,98,391.51**; Earnest Money : ₹ **3,970.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **13.01.2025 (4 pm)**; The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 (4 pm)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**
1143/24-25

হাসপাতালে নাচ কাম্বলির

মুম্বই, ৩১ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য মন ভালো করা একটা ভিডিয়ো ভাইরাল। ক্রমশ ফিট হওয়ার পথে তিনি। অন্তত নাচে, গানে যেন সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছেন বিনোদ কাম্বলি। সবটাই সম্ভব হচ্ছে, তাঁর ইচ্ছে, তাগিদ এবং বন্ধুদের জন্য। বিশেষ করে বলতে হয় সচিন তেন্ডুলকর এবং তাঁর বেশ কিছু সিনিয়র ক্রিকেটারদের কথা। বিনোদ কাম্বলি যে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তাঁর জন্য চিন্তায় ছিল পুরো দেশ। সকল ক্রিকেট প্রেমীদের মুখেই হাসি ফোটাচ্ছে এই ভাইরাল ভিডিয়ো। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় গত ২১ ডিসেম্বর বিনোদ কাম্বলিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইউরিন ইনফেকশন হয়েছিল তাঁর। শুধু তাই নয়, পেশীতে টান ধরা, মস্তিস্কে রক্ত জমাট বাধা এমন গুরুতর সমস্যা ছিল। চিকিৎসার পর হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছিল, বিপদ কেটেছে তাঁর। পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে অবশ্য সময় লাগবে বিনোদ কাম্বলির। দেশের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার একটা সময় দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন। সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে তাঁকেও দেশের ভবিষ্যৎ তারকা মনে করা হত। যদিও খেই হারিয়েছিলেন বিনোদ কাম্বলি। ক্রিকেট থেকে ক্রমশ হারিয়ে যান। মদ্যপান এবং শৃঙ্খলাহীন জীবনে আসক্ত হয়ে পড়েন। দু-বার হার্ট অ্যাটাকও হয়েছিল। সে সময় ছেলেবেলার বন্ধু সচিন সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবন অবশ্য ভালো কাটছিল না। বোর্ডের ৩০ হাজার টাকার পেনশনে দিন গুজরানেও সমস্যা হয়েছিল। তাঁকে সুস্থ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন সতীর্থ এবং প্রাক্তনরা। তিনি নিজেও রিহ্যাবে রাজী হয়েছিলেন অবশেষে। এরই মাঝে বিনোদ কাম্বলির ভিডিয়ো সকলের মুখে হাসি ফোটানোরই কথা। মন জয় করা ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, হাসপাতালের কর্মীরা তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন। মানসিক ভাবেও অনেকটা তরতাজা দেখাচ্ছে কাম্বলিকে।

‘ব্যাটিংয়ে হার্দিকের থেকে ভালো’

নীতীশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সুনীল গাভাসকর

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মেলবোর্নে টেস্টে পরাজিত হয় ভারত। তবে কিছু ব্যক্তিগত ক্রিকেটারের পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে সকলের। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন নীতীশ কুমার রেড্ডি। মেলবোর্নে ভারতের প্রথম ইনিংসে যখন টপ অর্ডার ব্যর্থ হয়েছিল তখন সবাই ভেবেছিল এবার হয়তো ফলো অনের লজ্জা অপেক্ষা করে রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার জন্য। কিন্তু তখনই ব্যাট হাতে এক অনবদ্য ইনিংস খেলে সেই লজ্জার হাত থেকে ভারতকে বাঁচান তরুণ ক্রিকেটার নীতীশ কুমার রেড্ডি। ১৮৯ বলে ১১৪ রানের অসাধারণ পারফরম্যান্স উপহার দেন তিনি। মারেন ১১টি চার এবং ১টি ছয়। এটি তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি ছিল। এবার নীতীশকে নিয়ে প্রশংসার সুর শোনা গেল প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকরের গলায়। সুনীল গাভাসকর নীতীশের পারফরম্যান্স দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি নীতীশকে অন্যতম উজ্জ্বল তরুণ প্রতিভা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গাভাসকর বলেন, ‘‘মেলবোর্ন টেস্ট ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম উজ্জ্বল তরুণ তারকা নীতীশ কুমার রেড্ডিকে সামনে এনেছে। ও আইপিএল-এ হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে তার পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তদের নজরে এসেছিল। প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটে খুব বেশি কিছু করার আগেই টেস্টে সুযোগ পেয়েছে সে, এর জন্য অজিত আগরকর এবং তার সহ-কর্মীদের যথেষ্ট কৃতিত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।’’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘‘ও অভিষেক টেস্ট ম্যাচেই বুঝিয়ে

দিয়েছিল যে সে পরিস্থিতি বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী খেলতে জানে। ধীরে ধীরে ও যত টেস্ট ম্যাচ খেলবে ততো ভালো ক্রিকেট মস্তিস্ক গড়ে তুলতে পারবে।’’ এর আগে পার্থে এবং অ্যাডিলেডেও গুরুত্বপূর্ণ ৪০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। তবে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে মেলবোর্নে। যদিও ২১ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার নিজের বোলিং দক্ষতা বাড়াতেও সচেষ্ট। যদি বল হাতে তিনি দাগ কাটতে পারেন তাহলে সন্দেহ নেই যে তিনি একজন ম্যাচ উইনার অলরাউন্ডার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। গাভাসকর বলেন, ‘‘মেলবোর্নে যখন ভারত চাপের মধ্যে ছিল, তখন ও ব্যাট হাতে জ্বলে ওঠে। এই ইনিংসটা ভারতীয় দলে ওর জায়গা পাকা করেছে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘টেস্ট ক্রিকেটের জন্য হার্দিক পান্ডিয়া না থাকায়, ভারত এমন একজন অলরাউন্ডার খুঁজছিল যে মিডিয়াম পেস বোলিং করতে পারে এবং ব্যাটও করতে পারে। রেড্ডির বোলিংয়ে এখনও উন্নতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু ব্যাটসম্যান হিসেবে, এই বয়সে হার্দিক যা ছিল তার থেকে ভালো করছে।’’

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেই রোহিত-বিরাট-বুমরাহ!

প্রস্তুতি ছাড়াই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তিন মহাতারকা?

মুম্বই, ৩১ ডিসেম্বরঃ ২০২৫-র ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু সেখানে নাও খেলতে পারেন ভারতের তিন মহাতারকা। সূত্রের খবর, ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা সেই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে জশপ্রীত বুমরাহ, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে। বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে একেবারেই ছন্দে নেই রোহিত-বিরাট। দুজনের ব্যাটেই রান নেই। এর মধ্যেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর চেয়ে সরব ক্রিকেটভক্তদের একাংশ। ঠিক যেন অন্য মেরুতে রয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহ। বলা যায়, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের একমাত্র আশাভরসা তিনিই। ৪ টেস্টে তুলে নিয়েছেন ৩০টি উইকেট। কিন্তু টানা বোলিংয়ে যে তাঁর উপর চাপ পড়ছে, তা মেলবোর্ন টেস্টেই টের পাওয়া গিয়েছিল। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে

শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে বলেই খবর। তবে রোহিত-বিরাটের সঙ্গে কথা বলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন নির্বাচকরা। বুমরাহ যেমন ধারাবাহিক ক্রিকেট খেলে চলেছেন, একই অবস্থা অন্য দুজনেরও। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ, বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের পর বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতেও খেলছেন দুজনে। রোহিত যদিও পিতৃত্বকালীন ছুটির জন্য পারথ টেস্ট খেলেননি। তবে অন্য মতও আছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের পর সাদা বলের ক্রিকেটে খেলেননি তাঁরা। সেক্ষেত্রে কোনও রকম প্রস্তুতি ছাড়াই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নেমে পড়তে হবে তিন ক্রিকেটারকে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের প্রথম ম্যাচ ২০ ফেব্রুয়ারি। ভারত-পাক মহারণ ২৩ ফেব্রুয়ারি।

১ মিনিট পরে এসে ৩ মিনিটে জয়ী কার্লসেন! ম্যাচ শেষে বললেন, ‘জিন্স কিনতে গিয়েছিলাম’

নিউ ইয়র্ক, ৩১ ডিসেম্বরঃ দেরি করে খেলতে যাওয়া যেন অভ্যাস করে ফেলেছেন ম্যাগনাস কার্লসেন। গত দাবা অলিম্পিয়াডের সময় থেকে বেশ কয়েকবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টেবলে পৌঁছতে পারেননি প্রাক্তন বিশ্বজয়ী দাবাড়ু। বিশ্ব ব্লিজ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ খেলতেও ১ মিনিট দেরিতে পৌঁছলেন নরওয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার। ৩ মিনিটের মধ্যে খেলাও শেষ করে দিলেন। রাস্তায় যানজট বা আয়োজকদের কোনও সমস্যার জন্য দেরি হয়নি কার্লসেনের। নিজেই দেরি করেন। ম্যাচের আগে কার্লসেন গিয়েছিলেন দু’টি জিন্সের প্যান্ট কিনতে। প্রতিযোগিতায় খেলার জন্যই নতুন জিন্স কিনতে গিয়েছিলেন। প্রথম রাউন্ডে তাঁর খেলা ছিল জার্মানির গ্র্যান্ডমাস্টার মাইকেল বেজোল্ডের সঙ্গে। তিনি কার্লসেনের জন্য অপেক্ষা করেননি। সাদা ঘুঁটির সুবিধা কাজে লাগিয়ে চাল দিয়ে ঘড়ি চালু করে দেন নির্দিষ্ট সময়। তার ১ মিনিট পর বোর্ডের সামনে গিয়ে কার্লসেন নিজের কালো ঘুঁটি সাজানোর জন্য আরও ১ মিনিট খরচ করেন। তার পর ৪৯ সেকেন্ডের মধ্যে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচও জিতে নেন। অর্থাৎ, ১ মিনিট দেরিতে এসেও ৩ মিনিটের মধ্যে জয় ছিনিয়ে নেন জার্মান গ্র্যান্ডমাস্টারের বিরুদ্ধে। কয়েক দিন আগেই প্রতিযোগিতার নিয়ম না মেনে জিন্স পরে খেলতে গিয়ে বিতর্কে জড়ান কার্লসেন। বিশ্ব দাবা সংস্থা (ফিডে) তাঁকে জরিমানা করে। প্রতিবাদে প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কার্লসেন। সেই বিতর্কে ফিডে জানিয়েছিল, বিশ্ব র‌্যাপিড এবং ব্লিজ চ্যাম্পিয়নশিপের কিছু নিয়ম আছে। পোশাক নিয়েও আছে। সেটা সব খেলোয়াড়দের জন্যই সমান। ম্যাগনাস কার্লসেন জিন্স পরে সেই নিয়ম ভেঙেছেন। আরবিটার সেই অনিয়মের কথা জানিয়ে কার্লসেনকে জরিমানা করেছেন। তাঁকে পোশাক পরিবর্তন করে আসার কথাও বলা হয়। কিন্তু কার্লসেন তা করেননি। সেই কারণে নবম রাউন্ডে তাঁকে কারও সঙ্গে খেলতে দেওয়া হয়নি। নিয়ম সব খেলোয়াড়দের জন্যই সমান।

সায়ন ঘোষের পাঁচ, বিজয় হাজারেতে কেরালার বিরুদ্ধে হারা ম্যাচে জয় বাংলার

হায়দরাবাদ, ৩১ ডিসেম্বরঃ এ যেন উলটপুরাণ। একটা সময় মনে হচ্ছিল সহজেই ম্যাচ জিতবে কেরালা। ৩৫ ওভারে স্কোর ছিল ৩ উইকেটে ১৪৩। জেতার জন্য দরকার ছিল ৬৩ রান। এই অবস্থা থেকে মাত্র ৩৯ রানের মধ্যে শেষ ৭ উইকেট খুইয়ে বসে কেরালা। সৌজন্যে সায়ন ঘোষের দুরন্ত বোলিং। পাঁচ উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাকে ম্যাচ জেতালেন এই পেসার। হায়দরাবাদের এনএফসি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে কেরালার বিরুদ্ধে নেমেছিল বাংলা। টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন কেরালা অধিনায়ক সলমন নিজার। হতাশ করেননি বোলাররাও। প্রথম ওভারেই মাত্র চার রানে ক্যাপ্টেন সুদীপ কুমার ঘরামি আউট হন। অভিষেক পোড়েল ফেরেন ৮ রানে। চার নম্বরে নামা কনিষ্ক শেঠ টিকে থাকেন ক্রিজে। ৬০ বলে ৩২ রান করেন তিনি। সুমন্ত গুপ্ত করেন ২৪ রান। বাংলার মান বাঁচায় লোয়ার অর্ডার। আট নম্বরে নেমে বড় ইনিংস খেলেন প্রদীপ্ত প্রামাণিক। কৌশিক মাইতির সঙ্গে ৬৯ রানের জুটি গড়ে তোলেন। ৮২ বলে ৭৪ রান করে অপরাজিত থাকেন প্রদীপ্ত। ২৭ রান করে তাঁকে সঙ্গ দেন কৌশিক। শেষ অবধি ৯ উইকেটে ২০৬ রান তোলে বাংলা। কম রান করে ম্যাচ বাঁচাতে গেলে দরকার

ভালো বোলিং আর সেটাই করল বাংলা। অন্যদিকে রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালোই করে কেরালা। মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে ২৬ রানে ফিরিয়ে কেরালাকে প্রথম বড় ধাক্কাটা দেন প্রদীপ্ত প্রামাণিক। ক্যাপ্টেন সলমন নিজারের সঙ্গে ৪৯ রানের জুটি গড়ে তোলেন তিনি। এর পর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পরে কেরালার ব্যাটিং। একের পর এক ব্যাটারকে ফিরিয়ে পাঁচ উইকেট তুলে নেন সায়ন ঘোষ। অনেকক্ষণ ক্রিজে টিকে ছিলেন সলমন নিজার। ১০৩ বলে ৪৯ রান করে মুকেশ কুমারের বলে আউট হন তিনি। ৭.৫ ওভার বল করে ৩৩ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট নেন সায়ন। ১৮২তে শেষ হয় কেরালার ইনিংস। ৪ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘ই’ গ্রুপের শীর্ষে বাংলা।

ইংল্যান্ডের ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হলেন চেন্নাইয়িন প্রাক্তন তারকা ক্যান্ডেরন

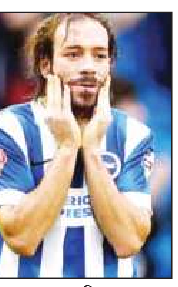

লন্ডন, ৩১ ডিসেম্বরঃ ইনিগো ক্যান্ডেরন। বিশ্ব ফুটবলে যথেষ্ট পরিচিত এই স্প্যানিশ ফুটবলার। একটা সময় দলের দলের রক্ষণভাগ সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এই রাইট-ব্যাক। তাঁর উপস্থিতি যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল দলের মধ্যে। তবে ইউরোপের পাশাপাশি একটা সময় ভারতের বুকেও ফুটবল খেলে গিয়েছেন এই দাপুটে ফুটবলার। গত ২০১৭-২০১৮ মরসুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব চেন্নাইয়িন এফসিতে যোগদান করেছিলেন এই দাপুটে ফুটবলার। পরবর্তীতে ফুটবলার হিসেবে অবসর নেন এই স্প্যানিশ তারকা। পরবর্তীতে কোচ হিসেবে আত্মপ্রকাশ। এবার নতুন দায়িত্ব পেলেন ইনিগো ক্যান্ডেরন। বর্তমানে ইংল্যান্ডের তৃতীয় ডিভিশনের ফুটবল ক্লাব ব্রিস্টল রোভার্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এই স্প্যানিশ হাইপ্রোফাইল। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। এবার যুক্তরাষ্ট্রের এই ফুটবল ক্লাবের মধ্যে দিয়েই নিজের নতুন ক্যারিয়ারের সূচনা করছেন ক্যান্ডেরন। চেন্নাইয়িন এফসির প্রাক্তন তারকার এমন নিঃসন্দেহে খুশি করেছে আপামর ফুটবলপ্রেমীদের। উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের তৃতীয় ডিভিশন লিগ তথা লিগ ওয়ানের শুরুটা খুব একটা ভালো ছিলনা ব্রিস্টল রোভার্সের। বর্তমানে টুর্নামেন্টের অন্যান্য দলগুলির থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে এই ফুটবল ক্লাব। এবার নতুন কোচের তত্ত্বাবধানে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য তাঁদের। কিন্তু সেটা যে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে তা ভালো মতই জানেন ইনিগো ক্যান্ডেরন। তাই সবদিক মাথায় রেখেই নিজের কাজ চালিয়ে যেতে চান এই স্প্যানিশ ম্যানেজার। একটা সময় অভিষেক বচ্চনের চেন্নাইয়িন এফসির হয়ে খেলেছিলেন এই তারকা ফুটবলার। সেই মরসুমে দলকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষেত্রে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই স্প্যানিশ তারকার। যদিও পরবর্তীতে ক্লাব ফুটবল থেকে অবসর নেন ইনিগো। এবার নতুন দায়িত্ব। ফুটবলারের পর কোচ হিসেবে ও নিজের সেরাটা দিতে মরিয়া তিনি।

বছর শেষে লিগ টেবিলের লাস্ট বয় মহামেডান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ফুটবল ক্লাব মহামেডান এসসি ২০২৪-২৫ মরসুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে প্রবেশ করেছে। একসময় কলকাতার ফুটবল দৃশ্যপটে বড় প্রভাব বিস্তারকারী ক্লাবটি এই বছর প্রথমবারের মতো দেশের শীর্ষ ফুটবল লিগে অংশ নিচ্ছে। মহামেডান এসসি ২০২৩-২৪ সিজনে আই-লিগ জয়ের মাধ্যমে আইএসএলে সরাসরি প্রবেশের সুযোগ পায়। যার মাধ্যমে তারা এক নতুন অধ্যায় শুরু করেছে এই মরসুমে। তাদের কোচ আন্দ্রে চেরনিশভের অধীনে দলটি ১৩টি আইএসএল ম্যাচে খেলেছে, যেখানে তাদের ১টি জয়, ৩টি ড্র এবং ৯টি পরাজয় হয়েছে। এর ফলস্বরূপ তাদের পয়েন্ট হয়েছে মোট ৬, এবং তাদের গড় পয়েন্ট প্রতি ম্যাচে মাত্র ০.৪৬। বর্তমানে লিগ টেবিলের লাস্ট বয় তারা। এই পরিসংখ্যান মহামেডান এসসির জন্য একেবারে হতাশাজনক। মহামেডান এসসি তাদের পারফরম্যান্সে একটিই বড় সমস্যা দেখেছে-দলের আক্রমণ এবং রক্ষণে ভারসাম্যের অভাব। তাদের স্কোরিং ফিগার মাত্র ৫ গোল এবং তারা ২২টি গোল হজম করেছে।

অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন জসপ্রীত বুমরা! ঘোষণা হল একাদশ

সিডনি, ৩১ ডিসেম্বরঃ ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজ চলছে। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। জসপ্রীত বুমরার নেতৃত্বে পারথ টেস্ট জিতেই সিরিজ শুরু করেছিল ভারত। কিন্তু অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টে হার। ব্রিসবেন টেস্টে ড্র করেও দুর্দান্ত জায়গায় ছিল ভারত। কিন্তু মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে হার। নিউ ইয়ার টেস্ট সিডনিতে। ড্র কিংবা হারলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড় থেকে পুরোপুরি বিদায়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল চাপে ভারত। এরই মাঝে একাদশ ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। আর টিমের ক্যাপ্টেন ঘোষণা করা হল জসপ্রীত বুমরাকে! ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে এ বছরের সেরা টেস্ট একাদশ ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের মাত্র দু-জন ক্রিকেটার এই টিমে জায়গা পেয়েছেন। এর মধ্যে একজন জসপ্রীত বুমরা। আর এক প্লেয়ার তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। সব মিলিয়ে ৬ দেশের ক্রিকেটার রয়েছেন বর্ষসেরা একাদশে। অস্ট্রেলিয়ার মাত্র দু-জন। জসপ্রীত বুমরা এবং যশস্বীর একাদশে থাকা অপ্রত্যাশিত নয়। এ বছর ধারাবাহিক পারফর্ম করেছেন যশস্বী। চলতি অস্ট্রেলিয়া সিরিজেও একটি সেঞ্চুরি করেছেন। ভাগ্য সহায় থাকলে আরও দুটো সেঞ্চুরি থাকত তাঁর নামে। মেলবোর্নের প্রথম ইনিংসে ৮২ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৪ রান করেন যশস্বী। তিন ফরম্যাটেই এ বছর অনবদ্য ফর্মে জসপ্রীত বুমরা। টেস্টে যেন আলাদাই মেজাজে। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতেও এর অন্যথা হচ্ছে না। দু-দলের মধ্যে বোলিংয়ে সবচেয়ে ধারাবাহিক এবং সফল বুমরাই। মেলবোর্নেই টেস্ট ক্রিকেটে ২০০ উইকেটের মাইলফলকও পেরিয়ে গিয়েছেন বুমরা। দেখে নেওয়া যাক, অস্ট্রেলিয়ার এই বর্ষসেরা একাদশে আর কারা রয়েছেন। **ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার বেছে নেওয়া ২০২৪-র সেরা টেস্ট টিম-** যশস্বী জয়সওয়াল, বেন ডাকেট, জো রুট, রাচিন রবীন্দ্র, হ্যারি ব্রুক, কামিন্দু মেন্ডিস, অ্যালেক্স ক্যারি (কিপার), ম্যাট হেনরি, জসপ্রীত বুমরা (ক্যাপ্টেন), জশ হ্যাজলউড, কেশব মহারাজ।

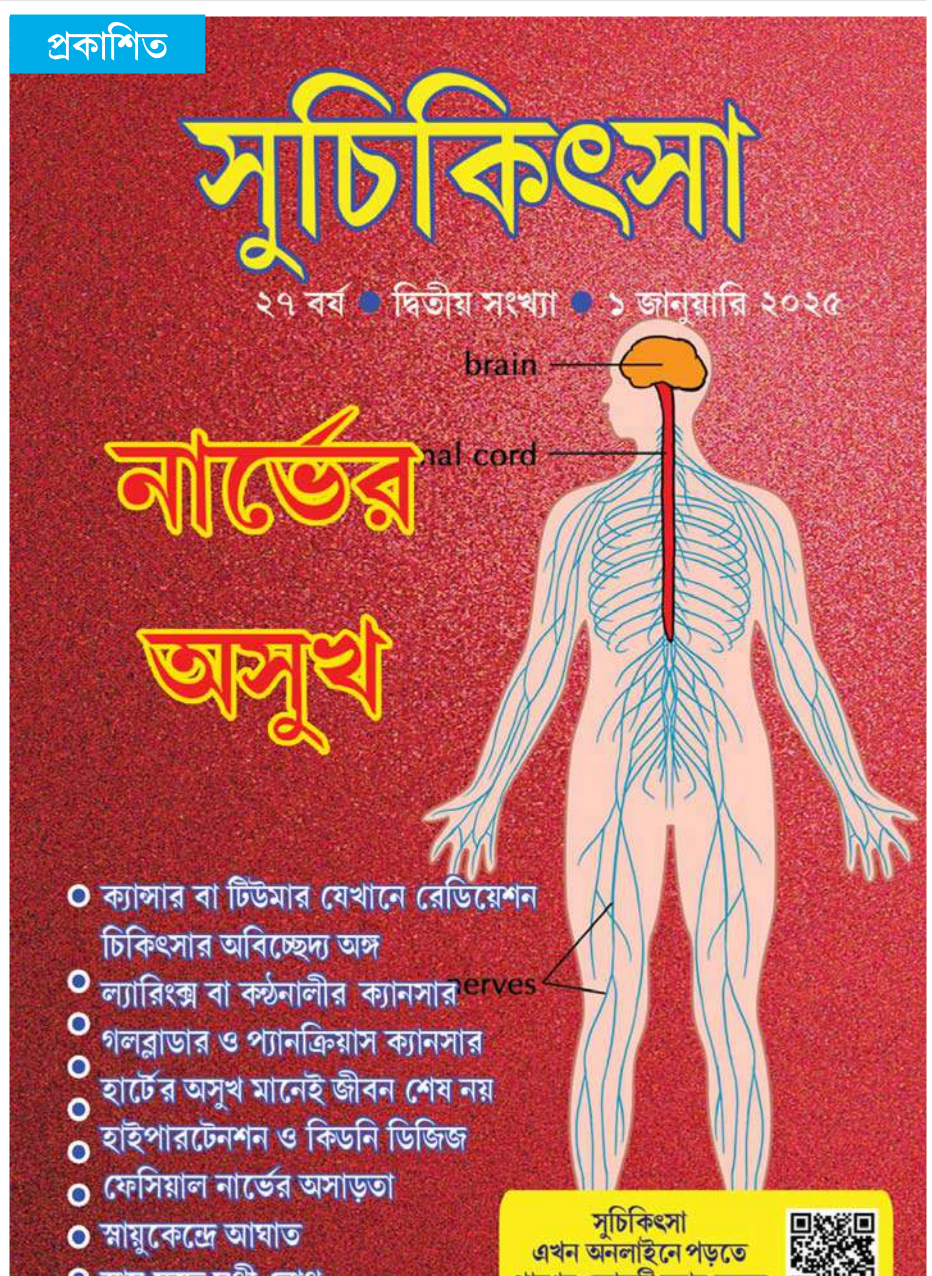

একের পর এক হারের রেকর্ড ভেঙে অবনমনের ‘শঙ্কা’ দেখছে ইউনাইটেড

ম্যানচেস্টার, ৩১ ডিসেম্বরঃ এমন দিনও তবে দেখতে হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে! দলের কোচকেও এখন কথা বলতে হচ্ছে অবনমনের ‘শঙ্কা’ নিয়ে। শুনতে খানিকটা বিস্ময়কর, তবে ইউনাইটেডের জন্য এখন এটাই বাস্তবতা। গতকাল রাতে নিউক্যাসলের কাছে ২-০ গোলে হারের পরই মূলত দলের অবনমন নিয়ে কথা বলেছেন কোচ রুবেন আমোরিম। ১৯ ম্যাচ শেষে ১৪ নম্বরে থাকা ইউনাইটেড অবনমন অঞ্চল থেকে মাত্র ৭ পয়েন্ট দূরে। পয়েন্ট হারানোর যে ধারা অব্যাহত আছে সেটি না থামলে খুব শিগগির হয়তো অবনমন অঞ্চলে প্রবেশ করবে ‘রেড ডেভিল’রা। অবনমন নিয়ে ইউনাইটেড যখন আলোচনার কেন্দ্রে, তখন অনেকেই উল্টে দেখছে ইতিহাসের পাতা। জানতে চাচ্ছে, শেষ কবে অবনমিত হয়েছিল ইউনাইটেড? ইতিহাসে এখন পর্যন্ত ৫ বার অবনমনের শিকার হয়েছে ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটি। তবে ১৯৩৮ সালের পর এমন কিছু তারা দেখেছিল একবারই, ১৯৭৩-৭৪ মরসুমে। অবনমন এখনো খানিকটা দূরের ব্যাপার হলেও, এরই মধ্যে ইতিহাসের

বিব্রতকর কিছু রেকর্ড ঠিকই ভেঙে দিয়েছে ইউনাইটেড। যেমন ডিসেম্বরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ৬ ম্যাচে হেরেছে। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরের পর যা এক মাসে সর্বোচ্চ। সেবার ৭ ম্যাচ হেরেছিল ক্লাবটি। এ ছাড়া ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারির পর লিগে এই প্রথম ঘরের মাঠে টানা ৩ ম্যাচ হারল ইউনাইটেড। ৫১ বছর পর অবনমনের শঙ্কায় থাকা ইউনাইটেডকে ভয় দেখাচ্ছে আরও একটা পরিসংখ্যান। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে ১৪ নম্বর থেকে বছর শেষ করা চারটি দল শেষ পর্যন্ত অবনমিত হয়েছিল। ২০০৮-০৯ মরসুমে নিউক্যাসল, ২০০৯-১০ মরসুমে বার্নলি, নরউইচ ২০১৩-১৪ মরসুমে এবং ২০২২-২৩ মরসুমে লিডস ইউনাইটেড। ফলে আমোরিমের দুশ্চিন্তা মোটেই অমূলক নয়। শুধু হারের দিক থেকে নয়, গোল খাওয়াতেও বিব্রতকর রেকর্ড সঙ্গী হয়েছে ইউনাইটেডের। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ইউনাইটেড ডিসেম্বর মাসে হজম করেছে ১৮ গোল। ১৯৬৪ সালের মার্চের পর প্রথম এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলো তারা। সেবারও ১৮ গোল হজম করেছিল দলটি। গতকাল নিউক্যাসলের কাছে হারের পর অবনমন এড়াতে লড়াই করতে হবে কি না জানতে চাইলে আমোরিম বলেছেন, ‘‘আমার ধারণা এটা একটা সম্ভাবনা। আমাদের ভক্তদের কাছে স্পষ্ট থাকতে হবে।’’ ইউনাইটেডের কোচ হিসেবে অবনমন নিয়ে আলোচনা বিব্রতকর কি না জানতে চাইলে তিনি বলেছেন, ‘‘এখানে আমারও দায় আছে। দল উন্নতি করছে না।’’ ইউনাইটেডের বিব্রতকর হারের দিন একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে চেলসিও। স্টামফোর্ড ব্রিজের দলটি ২-০ গোলে হেরেছে ইপসউইচ টাউনের কাছে। কদিন আগে যে দলটিকে লিভারপুলের জন্য হুমকি ভাবা হচ্ছিল তারাই শেষ তিন ম্যাচে জয়ের মুখ দেখেনি, হেরেছে দুই ম্যাচে। এই হারের পর চেলসি এখন আছে চার নম্বরে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com